শ্রীশ্রীগৌড়ীয়

বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
ফোন : ২৫৮৫০৭৭৫, মোঃ ৯৬৮;৭০৪৮০১

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫২৬

মকর সংক্রান্তি, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

: প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫
মোবাইল : ৯৬৮১৭০৪৮০১,

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক,
পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬।
ফোন— ২২৪১-১২০৮

ভিক্ষা : আশি টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

প্রকাশকের নিবেদন

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী করুণা শক্তিবলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ১৫তম গ্রন্থ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র পরিচয় নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

শাস্ত্রই সাধনের মূল। শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া আদি কাল হইতে অগণিত সাধক উপাসনা করতঃ অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রই দিব্য-জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করে। এতদ্বিষয়ে মিত্রলাভ গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

যে শাস্ত্র বহুবিধ সংশয় দূর করে, যাহা অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সকল লোকের চক্ষুস্বরূপ সেই শাস্ত্র যে জানে না, সে অন্ধ। অতএব শাস্ত্রের বিধান সম্যকভাবে অবগত হইয়া আচরণ করতঃ সাধনপথে অগ্রণী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ২৩/২৪ শ্লোকের বর্ণন যথা—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎ সৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি।

যে শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘণ করিয়া যথেচ্ছভাবে কার্য্য করে, তাহার সিদ্ধি হয় না এবং সুখ ও পরমগতি লাভ হয় না। অতএব শাস্ত্র প্রমাণে যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে ঠাকুর নরোত্তমের প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত;
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।

টীকার বর্ণন যথা—

"দণ্ডকারণ্যবাসী মুনয়ো বৃহৎ বামনোক্ত শ্রুতয়শ্চ চন্দ্রকান্তি জয়দেব বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস—বিল্বমঙ্গলাদয়শ্চ পূর্ব্ব মহাজনাঃ। ষড়গোস্বামিনঃ পর মহাজনাঃ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীগীতাভাগবত অষ্টাদশ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুন-মাধুর্য্যের সঙ্গে ভজনের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও কলিহত জীবের দুর্গতি মোচনের জন্য সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া রাগমার্গীয় শুদ্ধাভক্তি পথের পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎসঙ্গে স্বীয় পার্ষদগণকে শক্তি সঞ্চার করতঃ কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য, ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষ্য, ব্যাকরণ, টীকা, সঙ্গীত ও রসশাস্ত্রাদি রচনা করাইয়া জগতের ভক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি ও ভজনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশ প্রদান প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে ২৩শ পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—

"পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই-রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তি রসের বিচার।
মথুরার লুপ্ততীর্থের করহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশের ফলশ্রুতি স্বরূপ ঠাকুর নরোত্তম তাহার হাট পত্তন গ্রন্থে গাহিয়াছেন—

"হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পুরিয়া।
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিল,
ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিল॥

মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ॥
কারিকর লঞা রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রসপরকিয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞি যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোঁসাই তাহা গড়ন গড়িলা॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর আনি তাহা বিতরণ কৈল॥
নরোত্তম দাস আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ॥
এই সব রস দেখি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লোভ অনুসারে মিলে রূপের কৃপায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ, উপদেশ ও কৃপাশক্তি বলে শ্রীপাদ সনাতনাদি গোস্বামীগণ প্রাচীন পুরাণ, উপনিষদ, সংহিতাদি পর্য্যালোচনা করিয়া রাগমার্গীয় বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ সর্ব্বত্র সুযোগ্য প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক প্রভূত ভক্তিশাস্ত্র রচনা করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ সনাতনাদি গোস্বামীগণের গ্রন্থ ও স্বরচিত গ্রন্থাবলী শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের মাধ্যমে গৌড়দেশে প্রেরণ করতঃ সর্ব্বত্র প্রচার করেন। এই সকল গ্রন্থের অনুকরণে পরম্পরা ক্রমে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় প্রভূত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বৈচিত্র্যেত সঙ্গে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তৎপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হইতে শ্রীনরহরি দাস, প্রেমদাস ও গোবর্দ্ধনে সিদ্ধ বাবার কাল

পর্য্যন্ত পরম্পরা ক্রমে প্রভূত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ ধারণ করিয়া রহিয়াছে গৌড়ীয় ইতিহাস ও দর্শনিকতার বৈচিত্র্যময় রূপ। তাই এই সকল গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলের সম্যকভাবে জ্ঞাত একান্ত প্রয়োজন। অধুনা সেই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে শ্রীল হরিদাস দাস মহাশয় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য" নামক বিশাল গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বহুমুখী আলোচনা করিয়াছেন, তৎসঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর নাম ও বর্ণনীয় বিষয়াদি সুচারুরূপে পরিবেশন করিয়াছেন। তদনুকরণে সংক্ষিপ্তাকারে প্রণয়নে ব্রতী হইলাম।

এই গ্রন্থ লিখনকার্য্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে যে সকল গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম। গ্রন্থের লিখনকাল, লেখকের পরিচয়, বর্ণনীয় বিষয় ও গ্রন্থের বিশেষ পরিচিতি যথাসাধ্য বর্ণনে সচেষ্ট হইলাম। শেষাংশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, বরানগর পাটবাড়ী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের নামাঙ্কিত কতিপয় গ্রন্থের নম্বরসহ উল্লেখ করিয়া একটি তালিকা প্রণয়ন করিলাম। তবে তালিকার অধিকাংশ গ্রন্থই আমার দেখা সম্ভব হয় নাই। তাই তাহার বর্ণনীয় বিষয়, লিখনকালাদি প্রদান সম্ভব না হওয়ায় স্বতন্ত্র তালিকায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

অগণিত বৈষ্ণবশাস্ত্র, অধিকাংশই পুঁথির আকারে বিভিন্ন স্থানে লুপ্ত অবস্থায় বিরাজিত। তাই এই কার্য্য সম্পাদন বামন হইয়া চন্দ্র ধরার মত। বর্ত্তমানে যাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহাই উল্লেখপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইলাম।

লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবশাস্ত্রগুলি লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এখন এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবশাস্ত্র গবেষক ও ভক্তিগ্রন্থ পাঠকগণের কিঞ্চিৎ সহায়ক হইলেই নিজেকে ধন্য মনে করিব। অতএব অদোষদরশী সুধী পাঠকবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া বাধিত

করিবেন।

পরিশেষে এই আশা পোষণ করি যে, সুধী ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় এই সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হউক। আর সার্ব্বজনীন প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে লুপ্তপ্রায় গ্রন্থাবলীর প্রকাশ ঘটুক। এই সকল গ্রন্থ পাঠে ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবগণ সপার্ষদ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত প্রেম লীলা রস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হউন। গৌরপ্রেমের অমিয় পরশে সুদুর্লভ মানবজীবন ধন্য হউক। শ্রীগৌরসুন্দর সবার কল্যাণ বিধান করুন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির,
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর,
জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ
১৪১৯ সাল

ইতি—
নিবেদক—
দীন
কিশোরী দাস

সূচীপত্র

———

গ্রন্থে আলোচিত

গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। ঈশান নাগর (অদ্বৈত প্রকাশ), ২। মনোহর দাস (অনুরাগবল্লী। ৩। মুকুন্দ দাস (অর্থরত্নাল্প দীপিকা) ৪। রামাই পণ্ডিত (অনঙ্গ মঞ্জরী সম্পুটিকা) ৫। শ্রীরূপ গোস্বামী (উজ্জ্বল নীলমণি) ৬। লালদাস (উপাসনা চন্দ্রামৃত) ৭। যদুনন্দন দাস (কুর্ণানন্দ) ৮। গৌরসুন্দর দাস (কীর্ত্তনানন্দ) ৯। বিল্বমঙ্গল (কৃষ্ণ কর্ণামৃত) ১০ নয়নানন্দ পণ্ডিত (কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব) ১১। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী (কৃষ্ণলীলামৃত) ১২। গুণরাজ খান (শ্রীকৃষ্ণ বিজয়) ১৩। রাঘব পণ্ডিত, উত্তম দাস (কৃষ্ণভক্তিরত্ন প্রকাশ) ১৪। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত) ১৫। ভাগবত আচার্য্য (কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী) ১৬। মাধব আচার্য্য (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল) ১৭। কৃষ্ণকিঙ্কর (শ্রীকৃষ্ণ বিলাস) ১৮ জয়গোপাল দাস (শ্রীকৃষ্ণ বিলাস) ১৯। গোবিন্দ কর্ম্মকার (গোবিন্দ দাসের কড়চা) ২০। শ্রীজীব গোস্বামী (গোপাল চম্পূ) ২১। বলদেব বিদ্যাভূষণ (গোবিন্দ ভাষ্য) ২২। চৈতন্য ভাগবত (বৃন্দাবন দাস) ২৩। কবি কর্ণপুর (চৈতন্য চরিত মহাকাব্য) ২৪। লোচন দাস (চৈতন্য মঙ্গল) ২৫। জয়ানন্দ (চৈতন্য মঙ্গল) ২৬। প্রবোধানন্দ সরস্বতী (চৈতন্য চন্দ্রামৃত) ২৭। শ্রীনাথ আচার্য্য (চৈতন্যামৃত মঞ্জুষা) ২৮। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য (চৈতন্য শতক) ২৯। রামানন্দ রায় (জগন্নাথবল্লভ পাঠক) ৩০। মনোহর দাস (দিনমণি চন্দ্রোদয়) ৩১। নরহরি দাস (নরোত্তম বিলাস) ৩২। গোপাল গুরু (পদ্ধতি) ৩৩। রাধামোহন ঠাকুর (পদামৃত সমুদ্র) ৩৪। বৈষ্ণবদাস (পদ কল্পতরু) ৩৫। নরোত্তম দাস (প্রার্থনা) ৩৬। নিত্যানন্দ দাস (প্রেম বিলাস) ৩৭। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বাল্যলীলা সূত্র) ৩৮। দেবকীনন্দন দাস (বৈষ্ণবাভিধান) ৩৯। সনাতন গোস্বামী [বৈষ্ণব তোষণী] ৪০। লোকানন্দ [ভক্তিসার সমুচ্চয়] ৪১। প্রেমদাস [মনঃশিক্ষা] ৪২। রঘুনাথ দাস গোস্বামী [মুক্তাচরিত] ৪৩। নারায়ণ দাস [মুক্তাচরিত]

৪৪। রাজবল্লভ (মুরলী বিলাস) ৪৫। নন্দকিশোর দাস (রসপুষ্প কলিকা) ৪৬। কবিবল্লভ (রসকদম্ব) ৪৭। গোপীজন বল্লভ দাস (রসিক মঙ্গল) ৪৮। পীতাম্বর দাস (রসমঞ্জরী) ৪৯। জগদানন্দ পণ্ডিত (শ্যামচন্দ্রোদয়) ৫০। কৃষ্ণচরণ [শ্যামানন্দ প্রকাশ] ৫১। রসিকানন্দ [শ্যামানন্দ শতক] ৫২। গোবিন্দ কবিরাজ (সঙ্গীত মাধব নাটক) ৫৩। স্বরূপ দামোদর [স্বরূপের কড়চা] ৫৪। রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী [সাধন দীপিকা] প্রভৃতি।

—•—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়

গ্রন্থারম্ভ

অ

অদ্বৈত প্রকাশ—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থখানি কলিযুগ পাবন শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গদেবকে আনয়নকারী শান্তিপুরনাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের জীবন আলেখ্য সম্বলিত। অদ্বৈত প্রভুর জীবনী বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর জন্ম রহস্য হইতে অন্তর্দ্ধান তাঁহার প্রেমলীলা কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীঈশান নাগর। তিনি অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ও গৃহভৃত্য ছিলেন। ১৪১৪ শকাব্দে (১৪৯২ খৃঃ) শ্রীহট্ট জেলার লাউড় নামে স্থানে আবির্ভুত হন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে মাতাসহ শান্তিপুরে আগমন করতঃ অদ্বৈত প্রভুর ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি পুত্রবৎ অদ্বৈত প্রভুর স্নেহে লালিত পালিত হন এবং অদ্বৈত প্রভুর অঙ্গসঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া তাঁহার প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করেন। অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর সীতাদেবীর আদেশে লাউড়ে গমন করতঃ সত্তর বৎসর বয়সে দ্বারপরিগ্রহ করেন এবং ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ খৃঃ) লাউড়ে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—২২ অধ্যায়।

চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির লিখন প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বর্ণনা যথা—

— তথাহি —

"লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র।
যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥
যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে।
পাদ্মনাভ শ্যামদ্যস যে কহিলা মোকে॥
পপচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন।
প্রভু আজ্ঞা মতে তাহা করিনু গ্রন্থন॥"

গ্রন্থখানি বাইশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাবিষ্ণু ও শঙ্করে মিলিত হইয়া লাভাগর্ভে অদ্বৈতের জন্ম, পনাতীর্থ উৎপত্তি, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ও শান্তিপুরে আগমন, চতুর্থ অধ্যায়ে কুবের লাভাদেবীর মহাপ্রয়াণ, গয়া শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তীর্থভ্রমণ, মাধবেন্দ্র মিলন, মদনগোপাল প্রকট, শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন। পঞ্চম হইতে সপ্তম অধ্যায়ে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তর্দ্ধান, শ্যামদাস, দিব্যসিংহ রাজা, হরিদাস ঠাকুর ও যদুনন্দন আচার্য্যের মিলন কাহিনী। অষ্টম অধ্যায় হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রী ও সীতাদেবী সহ অদ্বৈতের বিবাহ, হরিদাস ঠাকুরের বিশেষ বিবরণ, গৌরাঙ্গের জন্ম রহস্য, অচ্যুতানন্দের জন্ম, লোকনাথ প্রভু, ঈশ্বরপুরী মিলন, বঙ্গদেশে গমন ও পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী গৃহে অবস্থান। চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে বিংশ অধ্যায়ে গৌরাঙ্গের দীক্ষা, নিত্যানন্দ মিলন, বলরাম ও জগদীশের জন্ম, বিষ্ণুপ্রিয়া, রূপসনাতনাদির বিবরণ, হরিদাস নির্য্যাস, নিত্যানন্দ বিবাহ, কামদেব ও আগল পাগলের বিবরণ। একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ে অদ্বৈত প্রহেলী, বলরাম জগদীশের শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন, বীরচন্দ্রের দীক্ষা, তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধান, ঈশান নাগরের লাউড়ে গমন ও অদ্বৈত প্রকাশ রচনার কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

অদ্বৈত মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থখানি শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীহরিচরণ দাস কর্তৃক বিরচিত। ইহা অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অদ্বৈত প্রভুর লীলা কাহিনীসহ শ্রীসীতাদ্বৈত তত্ত্বের এক বিশেষ দিক দর্শন ঘটিয়াছে।

শ্রীহরিচরণ দাসের নাম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদিখণ্ডে ২২শ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা বর্ণনে উল্লেখিত রহিয়াছে।

"শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত"

গ্রন্থখানি পাঁচটি অবস্থা ও মোট ত্রয়োবিংশতি সংখ্যায় সম্পূর্ণ। ১ম অবস্থায় ৪টি, ২য় অবস্থায় ২টি, ৩য় অবস্থায় ৪টি, ৪র্থ অবস্থায় ৪টি, ৫ম অবস্থার ৯টি সংখ্যা রহিয়াছে।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে

"পঞ্চম অবস্থা প্রভু নব সংখ্যায় বর্ণিল।
ত্রয়োবিংশতি সংখ্যা সকল লিখিল।"

গ্রন্থের লিখন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা না গেলেও কবি কর্ণপুর কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য (১৪৬৪ শকাব্দ) গ্রন্থের পরেই এই গ্রন্থখানি বিরচিত হয়।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে ১ম অবস্থা ২য় সংখ্যা

"শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবি কর্ণপুর।
তাহে নিত্যানন্দ লীলা রসের প্রচুর।"

অনুরাগ বল্লী--শ্রীঅনুরাগ বল্লী গ্রন্থখানি শ্রীমনোহর দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের মহিমা বর্ণনই আলোচ্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীমনোহর দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখাভুক্ত। শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী। তাঁর শিষ্য শ্রীরামশরণ চট্টরাজের শিষ্য শ্রীমনোহর দাস। মনোহর দাস সংসার ত্যাগ করিয়া কাটোয়ার সমীপে বাইগণকোলা নামক স্থানে শ্রীগুরুদেবের সমীপে অবস্থান করেন। তাঁহার শ্রীগুরু প্রদত্ত নামই মনোহর দাস। কিছুদিন শ্রীগুরুদেবের সমীপে অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করেন। বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া ১৬১৮ শকাব্দে (১৬৯৬ খ্রীঃ) শ্রীঅনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থখানি রচনা

করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থের ৮ম মঞ্জরীর বর্ণন যথা—

"বসু চন্দ্র কলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেঽমলে।
বৃন্দাবনে দশমান্তে পূর্ণানুরাগ বল্লিকা।"

বসু (৮), চন্দ্র (১), কলা (১৬) অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দের চৈত্র শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনের কোন এক গ্রামে বসিয়া শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে ১৩ শত রঙ্গে অনুরাগবল্লী গ্রন্থের নামোল্লেখ রহিয়াছে।

"ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার।
অনুরাগ বল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার॥"

গ্রন্থখানি অষ্টম মঞ্জরীতে সমাপ্ত। প্রথম মঞ্জরী হইতে তৃতীয় মঞ্জরীতে শ্রীগোপাল ভট্টের চরিত্র, শ্রীনিবাস আচার্য্যের ক্ষেত্রগমন, গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ অভিরাম সমীপে প্রেম প্রাপ্তি ও বৃন্দাবনে গমন করতঃ গোপাল ভট্টের কৃপা লাভ। চতুর্থ মঞ্জরী হইতে অষ্টমমঞ্জরীতে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ ও মদনমোহন জীউর প্রিয়াজী স্থাপন, শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শ্রী-গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন, লোকনাথ সমীপে ঠাকুর নরোত্তমের কৃপালাভ, গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন। প্রভু শ্যামানন্দ ও গোবিন্দ কবি-রাজের বিবরণ, আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন চারি সম্প্রদায় বিবরণ ও শ্রীরাম শরণ চট্টরাজের সূচকাদি বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীঅভিরাম লীলামৃত— শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থখানি শ্রীনিত্যা-নন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের জীবন আলেখ্য অবলম্বনে বিরচিত। লেখক ঠাকুর অভিরামের শিষ্য শ্রীতিলক রাম দাস। তিনি প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর অভিরামের আদেশ ও কৃপাশক্তি বলে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামৃত—৯ম পরিচ্ছেদ।

"একদিন আছি গৃহে করিয়া শয়ন।
আধ আধ নিদ্রা মোর কৈল আকর্ষণ॥

হেনকালে নিত্যানন্দ কহেন হাসিয়া।
অভিরাম লীলা লিখ এখন উঠিয়া।

আলোচ্য গ্রন্থলিখন কার্য্যে ঠাকুর অভিরামের প্রিয়শিষ্য বেদগর্ভ তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

তথাহি - ৪র্থ পরিচ্ছেদ

"কৃপা করি অভিরাম শিখান আমারে।
বুঝিতে না পারি কিছু কহি যে নির্দ্ধারে।
পুনঃ আসি বেদগর্ভ হয়েন সহায়।
লিখিতে সন্দেহ হৈলে কহেন উপায়।

গ্রন্থখানি বিংশতি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। ব্রজের শ্রীদাম সখার ব্রজদেহ লইয়া গৌড়ে আগমন ও অভিরাম গোপাল নাম ধারণ মালিনীর আবির্ভাব, মিলন, খানাকুর কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন, অনুরাগে ভ্রমণ, হরিদাস বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস, পাখিয়া গোপাল, কৃষ্ণানন্দ অবধৌত, রজনী পণ্ডিত, মুকুন্দ পণ্ডিত, বেদগর্ভ প্রমুখ স্বীয় পার্ষদগণসহ মিলন ও সেবা স্থাপন, বীর চন্দ্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্যসহ মিলন এবং শ্রীঅভিরাম ও মালিনীতেবীর অন্তর্দ্ধান কাহিনী বিশদভাবে বর্ণির রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের লিখন কাল সম্পর্কে গ্রন্থে কোনরূপ বর্ণন নাই। তবে গ্রন্থে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থের শ্লোক উল্লেখ থাকায় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পরবর্ত্তী আলোচ্য গ্রন্থখানি বিরচিত হয়।

অভিরাম শাখা নির্ণয় - শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় গ্রন্থখানি শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সার্দ্ধ চব্বিশ জন শিষ্যের নম ও শ্রীপাট সম্পর্কে বর্ণিত রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীঅভিরাম দাস অভিরাম দাসের শ্রীগুরু পরিচয় যথা—

তথাহি

"রত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম।"

ইহা ব্যতীত অভিরাম দাসের কোন পরিচয় জানা যায় না। অভিরাম দাসের শ্রীপাট পর্য্যটন নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি মৎপ্রণীত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার ২য় বার্ষিক ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অভিরাম বন্দনা শ্রীঅভিরাম বন্দনা নামক গ্রন্থখানির লেখক শ্রীরাইচরণ দাস। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের মহিমা বর্ণনই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

—তথাহি—

"অভিরাম পাদপদ্ম বন্দি আমি সুখে।
এরাই চরণ দাস গায়েন সংক্ষেপে॥"

শ্রীঅভিরাম পটল—শ্রীনরোত্তম দাস প্রণীত। ঠাকুর অভিরামের লীলা বিষয়ক একটি গ্রন্থ। গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথী-শালার ১৩১২নং পুঁথী। এতদ্ব্যতীত শ্রীঅভিরাম তত্ত্ব (শঙ্কর প্রণীত) ও শ্রীঅভিরাম লীলা (শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রণীত) নামক ঠাকুর অভিরামের মহিমা মূলক গ্রন্থদ্বয়ের নাম শুনা যায়। এই গ্রন্থদ্বয় এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে।

অষ্টরস নিরূপণ শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরামগোপাল দাস বিরচিত। ইহাতে অষ্টরস অর্থাৎ খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, বসকসজ্জা, অভিসারিকা, কল-হান্তরিকা, উৎকণ্ঠিতা, স্বাধীন ভর্তৃকা, প্রোষিত ভর্তৃকা এই অষ্টরসের সংক্ষেপে রসবৈচিত্র্য সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

অষ্টরস ব্যাখ্যা—শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরামগোপাল দাসের পুত্র শ্রীপীতাম্বর দাসের বিরচিত। ইহাতে অষ্টরসের নির্য্যাস ঘটিয়াছে। ইহা একটি পদা বলী গ্রন্থ। পদকর্ত্তার পদ সমন্বয়ে অষ্টরসকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীরস মঞ্জরী নামে তাঁহার লিখিত একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অদ্বৈত স্বরূপামৃত শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর বংশধর শ্রীকা্দেব গোস্বামী বিরচিত। ইহাতে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু ও শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর পূর্ব্বাবতার তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ভাগবত, পদ্মপুরাণ, সনৎকুমার সংহিতা, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, যদুনন্দন কৃত অষ্টক, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের বচনের উদ্ধৃতি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীমদদ্বৈত তত্ত্ব ও শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রজের উজ্জ্বল সখা, পূর্ণতর কৃষ্ণ (বসুদেবের পুত্র) ও সম্পূর্ণ মঞ্জরীর একত্র মিলনেই অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব। পৌর্ণমাসী মহামায়া ও কনক সুন্দরীর মিলনেই শ্রীসীতাঠাকুরাণীর আবির্ভাব। মৎপ্রণীত শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় ১৩৮৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা--শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত। ইহাতে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু ও তৎপত্নী শ্রীসীতাঠাকুরাণীর পূর্ব্বাবতার তত্ত্ব বিশেভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত গ্রন্থের সহিত সত্ত্বের বিচারে সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীবলরাম মিশ্রের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় ১৩৮৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅলঙ্কার কৌস্তুভ—অলঙ্কার কৌস্তুভ গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্য পার্ষদ শ্রীল শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপুর বিরচিত। এই গ্রন্থখানি দশটি কিরণে বিভক্ত।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের সুবোধিনী নামে টীকা রচনা করেন

তথাহি—

"সৈদাবাদ নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণা।
চক্রবর্ত্তীদে নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী।"

অনন্যমোদিনী—অনন্যমোদিনী একটি পদাবলী গ্রন্থ। ভক্তমালের টীকাকার শ্রীপ্রিয়াদাসজি এই পদাবলী গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ৬৬টি

দোঁহা ও ৬টি কবিত্ব আছে এবং ব্যাসজির ১১টি পদ সংযুক্ত রহিয়াছে।

"শ্রীচৈতন্য মনহরণ ভজ শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গ।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পারিষদ জৈসে অঙ্গী অঙ্গ॥
রসিক শিরোমণি বিজ্ঞবর শ্রীমদ রূপ অনুপ।
সদা সনাতন ধরি হিয়ে দৌউ এক স্বরূপ॥
কহুঁ বিন্দু কহুঁ বিন্দু দ্বৈ কহুঁ চল্লু ভরি জান।
মূল সিন্ধু রসরসিকতা, রূপ সনাতন মান ইত্যাদি॥"

অর্থরত্নাল্প দীপিকা--অর্থরত্নাল্প দীপিকা ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের একটি টীকা। রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল মুকুন্দ দাস গোস্বামী। মুকুন্দ দাস পাঞ্চালদেশে বিপ্রকুলে আবির্ভূত হন। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজে আগমন করতঃ রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণাশ্রয় করিয়া তথায় অবস্থান করেন। কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীগিরিধারী দেবের সেবা প্রাপ্ত হন। তিনি একখানি লীলাগ্রন্থ রচনা করিতে করিতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আগমনে তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ করান। তিনি কবিরাজ গোস্বামীর সূচক, সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, অমৃতরত্নাবলী, রসতত্ত্বসার, রাগরত্নাবলী, আত্মসার, তত্ত্বকারিকা, আনন্দ রত্নাবলী, সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা, উপাসনা বিন্দু প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—নরোত্তম বিলাসে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ে—

বর্ণিলেন লীলাগ্রন্থ কিছু শেষ ছিল।
বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল॥

অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটীকা অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটীকা শ্রীল রামাই পণ্ডিত বিরচিত। রামাই পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ নবদ্বীপবাসী শ্রীবংশীবদনের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাসের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবংশীবদন অপ্রকট হইয়া ১৪৫৬ শকাব্দে ফাল্গুনী শুক্লাসপ্তমী তিথিতে শ্রীরামাই পণ্ডিত রূপে

আবির্ভূত হন। শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবার বরে তাহার জন্ম হয় এবং শ্রীজাহ্নবা খড়দহে আনিয়া তাহাকে পালন করেন। শ্রীজাহ্নবা বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ দেবে অন্তর্দ্ধান করিলে রামাই পণ্ডিত বিরহান্বিত হন। তিনি বৃন্দাবনে প্রস্কন্দন তীর্থে অবগাহন কালে "শ্রীরামকানাই বিরহপ্রাপ্ত হইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ বাঘ্নাপাড়ায় স্থাপন করেন। ১৫০৫ শকাব্দে ভ্রাতা শচীনন্দনের উপর সেবার ভার অর্পণ করিয়া মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া তিথিতে অন্তর্দ্ধান করেন। তাহার রচিত গ্রন্থাবলীর বিবরণ যথা-

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা।

"শচীর হস্তেতে সেবা করিয়া অর্পণ।
তিন গ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন্য নন্দন॥
কড়চা অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটীকা নাম।
পাষণ্ডদলন আর অতি অনুপাম॥"

ইহা ব্যতীত চৈতন্য গণোদ্দেশ নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটীকা গ্রন্থখানি চারটি লহরীতে সমাপ্ত। গ্রন্থখানি প্রায়ই ত্রিপদী ছন্দে রচিত। অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীজাহ্নবার তত্ত্বই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অনঙ্গ কদম্বাবলী—অনঙ্গ কদম্বাবলী গ্রন্থখানি প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী কর্ত্তৃক বিরচিত। প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবী, যিনি পূর্ব্বলীলা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী রূপে যুগল কিশোরের সেবা করিয়াছেন, তাঁহার মহিমাই এই গ্রন্থের মূল প্রতি-পাদ্য বিষয়।

তথাহি—শ্রীমুরলী বিলাসে ১৭ পরিচ্ছেদে:

"শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী স্বাক্ষরে লিখিলা॥
অনঙ্গ কদম্বাবলী শুভ সংজ্ঞা যাঁর।
শুনিয়া মধুর প্রেম তত্ত্বের ভাণ্ডার॥

এক শত শ্লোকে বস্তু তত্ত্ব নিরূপণ।
অজ্ঞ জীব তাহা কাঁহা করে নির্দ্ধারণ॥

এই গ্রন্থখানির তথ্য অবলম্বনে মুরলী বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

— তথাহি—

"অনঙ্গ কদম্বাবলি গ্রন্থ অনুসারে।
মুরলী বিলাস মধ্যে করিনু বিস্তারে॥

—•—

আ

আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু—আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ গ্রন্থখানি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ সেন শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপুর কর্ত্তৃক বিরচিত। গ্রন্থখানি ২২ স্তবকে সমাপ্ত। ইহাতে নন্দোৎসব হইতে রাসলীলা পর্য্যন্ত এবং হোরিকা ও ঝুলনাদি সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম স্তবকে বৃন্দাবন লীলা, দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত জন্মাদি বাল্যলীলা, অষ্টম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কৈশোর লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ "সুখবর্ত্তন" নামে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন।

আর্য্যাশতক—আর্য্যাশতক গ্রন্থখানি শ্রীকবি কর্ণপুর বিরচিত। ইহাতে শ্রীশ্যামসুন্দরের ধীর ললিত নায়কোচিত গুণরাজি পরিবেশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ নমস্কার ও বস্তু নির্দ্দেশ তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যবত্তার বিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সর্ব্বনায়ক শিরোমণিত্ব প্রতিপাদনক্রমে ধীর ললিত নায়কোচিত গুণ, স্বভাব ও ব্যবহারাদি সূচনা, রূপ মাধুরী ও প্রত্যঙ্গ বর্ণনা, পৃথক পৃথক দিবসের বিবিধ কালের লীলা, অষ্টকালীয় লীলা ও ষড় ঋতুর সেবাদি বর্ণিত রহিয়াছে।

—•—

ঈ

ঈশোপনিষদ ভাষ্য—গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি ঈশাদি দশটি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া স্ব-সম্প্রদায়কে পুষ্ট করিয়াছেন।

উ

উজ্জ্বল নীলমণি –শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি গৌড়ীয় শাস্ত্রাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ও শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ষড় গোস্বামীর অন্যতম। তাহার বংশ পরিচয় যথা—কর্ণাট অধিপতি সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ, তার পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। ভ্রাতৃ-বিরোধে রূপেশ্বর পৌলস্ত্য রাজ্যে বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ। পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে আসিয়া বাস করেন। পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, তৎপুত্র কুমারদেবেরই পুত্র শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীবল্লভ তিন ভাই। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রকাশেই তাহার চিত্তে অভিনব ভাবের প্রকাশ পায়। প্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে রামকেলিতে আসিলে ভ্রাতা সনাতন সহ দন্তে তৃণ ধরিয়া প্রভুর চরণাম্বুজে পতিত হন এবং নিজ নিজ মন-আর্ত্তি জ্ঞাপন করেন। প্রভু দোঁহাকে অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। তারপর একদা ভ্রাতা বল্লভ সহ তৃণবৎ সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া প্রয়াগে প্রভুর চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন। প্রভু তাহাকে দশদিন সঙ্গে রাখিয়া সর্ব্বতত্ত্ব উপদেশ করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন এবং লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তনের জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। মথুরামাহাত্ম্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লুপ্ততীর্থ সকল প্রকট করেন এবং অগণিত শাস্ত্র রচনা করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন এবং হস্তাক্ষরের স্তবন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনীয় গ্রন্থাবলী সম্পর্কে শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের

বর্ণন যথা —

তথাহি—১ম তরঙ্গে

" শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।
লীলাসহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল॥
কাব্য হংসদূত আর উদ্ধব সন্দেশ।
কৃষ্ণ জন্মতিথি বিধি বিধান অশেষ॥
গণোদ্দেশ দীপিকা বৃহৎ-লঘুদ্বয়।
স্তবমালা বিদগ্ধ মাধব রসময়॥
ললিত মাধব বিপ্রলম্ভের অবধি।
দানলীলা কৌমুদী আনন্দ মহোদধি॥
দানকেলি কৌমুদী বিদির এই নাম।
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু এই অনুপম॥
শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ মহাসুর।
প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা-গ্রন্থ সুমধুর॥
মথুরা মহিমা পদ্যাবলী-এ বিদিত।
নাটক চন্দ্রিকা লঘু ভাগবতামৃত॥
বৈষ্ণব ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল॥
অষ্টকাল লীলা তাতে অতি রসায়ন।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয় আস্বাদন॥
সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ লক্ষণ।
গ্রন্থের গণনামধ্যে না কৈল গমন॥
গোবিন্দ বিরুদাবলী লক্ষণ তাহার।
দোঁহে এক এ হেতু লক্ষণে এ প্রচার॥

গ্রন্থখানি ১৫ প্রকরণে বিভক্ত। ১) নায়ক ভেদ প্রকরণ, ২) সহায় ভেদ প্রকরণ, ৩) শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণ, ৪) শ্রীরাধা প্রকরণ,

৫) নায়িকা ভেদ প্রকরণ, ৬) যূথেশ্বরী ভেদ প্রকরণ, ৭) দূতী ভেদ প্রকরণ, ৮) সখী প্রকরণ, ৯) হরিবল্লভ প্রকরণ, ১০) উদ্দীপন বিভাব প্রকরণ, ১১) অনুভাব প্রকরণ, ১২) সাত্ত্বিক প্রকরণ, ১৩) স্থায়িভাব প্রকরণ, ১৪) শৃঙ্গার ভেদ প্রকরণ গ্রন্থের মোট শ্লোকসংখ্যা ১৪৫১।

নায়ক ভেদ প্রকরণে— ৯৩ শ্লোক, সহায় ভেদ প্রকরণে ২৩ শ্লোক হরিপ্রিয়া প্রকরণে - ৬১ শ্লোক, শ্রীরাধা প্রকরণে— ৫৫ শ্লোক, নায়িকা ভেদ প্রকরণে ২০৩ শ্লোক, যূথেশ্বরী ভেদ প্রকরণে—২৬ শ্লোক, দূতী ভেদ প্রকরণে—৯৬ শ্লোক, সখীভেদ প্রকরণে—১৩৭ শ্লোক, হরিবল্লভা প্রকরণে—৫৩ শ্লোক, উদ্দীপন বিভাব প্রকরণে—১১০ শ্লোক, অনুভাব প্রকরণে—১৪৫ শ্লোক, সাত্ত্বিক প্রকরণে—৩৮ শ্লোক, ব্যাভিচারি প্রকরণে—১১০ শ্লোক, স্থায়িভাব প্রকরণে—২৩৩ শ্লোক, শৃঙ্গার ভেদ প্রকরণে—২৫৮ শ্লোক অবস্থিত।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী 'লোচনরোচনা' ও শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'আনন্দ চন্দ্রিকা' নামে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীবিষ্ণুদাস গোস্বামী এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। নবদ্বীপ 'হরিবোল কুটীর' হইতে শ্রীল হরিদাস কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুদাস গোস্বামী কৃত টীকা সম্বলিত এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ৪৬৯ গৌরাঙ্গাব্দে টীকায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে শিক্ষাগুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"তস্য শ্রীকবিরাজ সদগুণনিধের্ম্মৎসর্ব্ব-শিক্ষাগুরোঃ"

টীকার রচনা কাল সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ,

"সম্বৎসরে বাজি রসর্ত্তু চন্দ্রে, বৃষস্থ-সূর্য্যাসিত-পঞ্চদশ্যাম।
কেনাপ্যসৌ রূপপদৈক ধাম্না, ব্যলেখি টিকা স্বমনোরথাপ্ত্যৈ।"

১৬৬৭ সম্বতে (১৫৩২ শকাব্দ) জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যা তিথিতে শ্রীরূপপাদৈকনিলয় কোনও ব্যক্তি স্বমনোরথ প্রাপ্তির উদ্দেশে এই টীকা লিখিয়াছেন। টিকাকার এ স্থলে নিজ নাম প্রকাশ না করিলেও জয়পুর

শ্রীগোবিন্দ দেবের গ্রন্থাগারে যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপরের পৃষ্ঠায় অন্য লোকের হস্তাক্ষরে লিখিত আছে—শ্রীবিষ্ণুদাস গোস্বামীকৃত উজ্জ্বল টিকা।

উজ্জ্বলের কিরণ—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। উজ্জ্বল নীল-মণি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের শিষ্য কৃষ্ণদাস বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করেন।

উপাসনাচন্দ্রামৃত—শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের লেখক শ্রীলাল দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। লালদাসের গুরু পরিচয় সম্পর্কে গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"শ্রীগোপালভট্ট শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস।
গৌড়ে আনি কৈলা ভক্তিগ্রন্থের প্রকাশ॥
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো কবি যোড় কর।
পরম পরমেষ্ঠী গুরু মহাশয় মোর॥
তাঁর প্রিয়শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।
বোরাকুলি গ্রাম পাট যাহার বসতি॥
পরমেষ্ঠী গুরু মোর করুণার ধাম।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥
গৌরাঙ্গ বল্লভা দেবী ঘরণী তাঁহার।
ঠাকুরাণী মহাশয়া বলি খ্যাতি যাঁর॥
পরাপর গুরু তেঁহ কৃপার আলয়।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দো তাঁর পদদ্বয়॥
তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ঠাকুর কিশোরী।
তাঁহার ঘরণী নাম মতী মঞ্জরী॥
অতএব 'ছোট মাতা' বলি তাঁর নাম।
আমার পরমগুরু কৃপার নিধান।
শ্রীগুরু চরণে করি অসংখ্য প্রণতি।
শ্রীযুত ঠাকুর নয়নানন্দ চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থের লিখন বিষয়ে গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"নিজ গ্রামবাসী মধ্যে যতেক বৈষ্ণব।
মো অধমে অকিঞ্চন কৃপা করে সব।
শ্রীগোপাল দাস নামে এক মহাশয়।
নিরন্তর তার সঙ্গে শ্রবণাদি হয়।
অনেক প্রসঙ্গ হৈল না রহে স্মরণ।
তেঁহ আজ্ঞা দিল মোরে করিতে লিখন॥
অতএব লিখি কিছু তাঁর আজ্ঞা লৈয়া।
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিব বিশ্বাস লাগিয়া॥
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম করিয়া প্রত্যাশ।
উপাসনা চন্দ্রামৃত কহে লাল দাস।

গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের বর্ণনক্রম বিষয়ে বর্ণন যথা—

"প্রথম কলায় আর দ্বিতীয় কলাতে।
চৈতন্য প্রভুর তত্ত্ব দুই পক্ষমতে।
প্রথমে সিদ্ধান্ত পক্ষ রস দ্বিতীয়ায়।
ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ আইলা নদীয়ায়॥
তৃতীয় কলায় আর চতুর্থ কলাতে।
ব্রজ বৃন্দাবন তত্ত্ব দুই পক্ষ মতে॥
তৃতীয়ে ঐশ্বর্য্য পক্ষ মাধুর্য্যে চতুর্থে।
উপাসনা বস্তু তত্ত্ব জানি সেই অর্থে।
পঞ্চম কলায় আর ষষ্ঠ কলা হেতে।
কৃষ্ণ নরলীলা তত্ত্ব দুই পক্ষ মতে॥
পঞ্চমে সিদ্ধান্ত পক্ষ রসে ষষ্ঠ কলা।
প্রকটা প্রকট দুই লীলাতে বর্ণিলা।
সপ্তমেতে নিত্যলীলা ব্রজের বর্ণন।
অষ্টম কলাতে রস শৃঙ্গার কথন।

এই ত' কহিল কিছু গ্রন্থ বিবরণ।
দ্বিতীয় বিভাগ মধ্যে এতেক বর্ণন ॥
এবেত শকাব্দ কহি সঙ্কেত বিধানে।
উপাসনা চন্দ্রামৃত প্রকাশ যে সনে ॥
চন্দ্রের যতেক কলা আগে অঙ্ক ধর।
তাহার উত্তরে তার অর্দ্ধ অঙ্ক ধর ॥
তাহার উত্তরে পুনঃ অর্দ্ধ অঙ্ক তার।
শিখিয়া বুঝহ এবে শতাব্দাঙ্ক সার ॥

১৬৮৪ শকাব্দে গ্রন্থ লিখেন ঃ

উদ্ধব সন্দেশ—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। উদ্ধব সন্দেশে নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে দূতরূপে প্রিয়সখা উদ্ধবকে প্রেরণ করিয়া বিরহ ব্যাকুলা গোপাঙ্গনাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। মেঘদূতের অনুকরণে এই গ্রন্থখানি বিরচিত। ইহাতে মোট ১৩১টি শ্লোক রহিয়াছে। ইহার বহু শ্লোক উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে।

-•—

এ

একান্নপদ শ্রীল নিবাস আচার্য্য শিষ্য অষ্ট কবিরাজের অন্যতম পদ-কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের বিরচিত। পদাবলীর মাধ্যমে অষ্টকালীয় লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ শ্লোক—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত।

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্নাকরে—.ম তরঙ্গ

"বৈষ্ণব ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তারিতে দিল ॥

অষ্টকাল লীলা তাতে অতি রসায়ন।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন ॥"

এই একাদশ শ্লোক লইয়া কবিরাজ গোস্বামী সম্ভবতঃ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

—০

ক

কর্ণানন্দ—কর্ণানন্দ গ্রন্থখানি শ্রীযদুনন্দন দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীযদুনন্দন দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। মালিহাটী গ্রামে তাঁহার নিবাস। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও কর্ণপুর কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করায় সর্ব্বজনপক্ষে আস্বাদন করা কষ্টসাধ্য। সেজন্য হেমলতা ঠাকুরাণী যদুনন্দনকে উক্ত আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণনে উদ্বুদ্ধ করেন।

তথাহি—শ্রীকর্ণানন্দে—

"ঠাকুর মহাশয় যেবা করিল বর্ণন।
কর্ণপুর কবিরাজ যে কৈল বর্ণন।
এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে।
মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে।

—তথাহি—

"বুঁধই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে।
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশ।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥

নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণী মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ॥
শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে।
বড়ই আনন্দ মোর তাহা শুনিবারে॥
কবিরাজের গণ আর চক্রবর্ত্তীর গণ।
ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি আনন্দিত মন।
লিখিয়ে প্রভুর আজ্ঞা করিতে পালন॥

১ম হইতে ৬ষ্ঠ রির্য্যাসে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণন, তৎসঙ্গে আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন। পরে শ্রীমতীর হেমলতা ঠাকুরাণীর আদেশে সপ্তম নির্য্যাস রচনা করিয়া তাহাতে কবিরাজ ও চক্র-বর্ত্তীগণের শাখা বর্ণন করেন। তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃত, চাটু পুষ্পাঞ্জলি ও গোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতি বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।

কবীন্দ্রস্য কাব্য—মুরলী বিলাসের ২১ পরিচ্ছেদ ও বংশীশিক্ষার ৩য় উল্লাসে কবীন্দ্রস্য কাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখা যায়।

—তথাহি—

শ্রীরাজবল্লভোদেবষ্ঠক্কুরো হরিশ্চ চ।
রড়ু শ্রীগোকুলানন্দো বৈরাগী চ তথা মতঃ॥
ঠক্কুরো হরিদাসশ্চ কৃষ্ণদাসস্তথেব চ।
রামচন্দ্রশ্চ রামস্য শাখাহ্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা॥"

ইহাতে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শাখা বর্ণিত রহিয়াছে।

কাব্যকৌস্তুভ—শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বিরচিত একটি অলঙ্কার গ্রন্থ। পূর্ব্বাচার্য্যগণের গ্রন্থাবলী হইতে উদাহরণ প্রদান পূর্ব্বক

গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে। বিবাদন, প্রমাণ প্রভৃতি কতিপয় নবীন অলঙ্কারও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কীর্ত্তনানন্দ– শ্রীগৌরসুন্দর দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে ৬০ জন কবির প্রায় ৬৫০টি পদ রহিয়াছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত পদ থাকায় তিনি পদকল্পতরু সঙ্কলিতা শ্রীবৈষ্ণব দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন। পদ-রত্নাবলী গ্রন্থের ৪৪২ নং পদে কীর্ত্তনানন্দ সঙ্কলন সম্পর্কে কবির বর্ণন যথা…

শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর। দোষ পরিহরি শুন শ্রবণ মধুর॥ ধ্রু॥

বড় অভিলাষে, রাধাকৃষ্ণ লীলা,
গীত হি সঙ্গতি করি।
হয় নাহি হয়, বুঝিতে না পারি,
সবে মাত্র আশা ধরি॥
তোমরা বৈষ্ণব, সব শ্রোতা শুন,
চরণ ভরসা করি।
আপন ইচ্ছায়ে, আমি নাহি লিখি,
লেখায় সে গৌরহরি॥
মোর অপরাধ, ঠাকুর বৈষ্ণব,
ক্ষৌমিয়া করহ পান॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা সমুদ্র, কীর্ত্তনানন্দ নাম॥
তোমরা বৈষ্ণব, পরম বান্ধব,
পূরে মোর অভিলাষা।
গৌরাঙ্গ চরণ, মধুকর গৌর,
সুন্দর দাস আশা॥

গ্রন্থের সংকলন কাল সম্পর্কে বর্ণন

"শক চান্দ সট বসু বসু মেলি, মাহ বিরিসের পুছে।
সন বিধু বিধু মুনি লোচনহি, সমাধান হইয়াছে।

১৬৮৮ শক, ১১৭৩ সাল অর্থাৎ ১৭৬৬ খৃঃ এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। সঙ্কলিতা শ্রীগৌরসুন্দর দাস বোরাকুলির নিকট মালি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার বর্ণন যথা—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মোর প্রাণধন, সে পদ কমল আশ।
বোরাকুলি পাশে, মালি বাড়ি বাসে, কহে গৌরসুন্দর দাস॥"

ইহাতে মোট ১১৯টি পদ রহিয়াছে।

কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থখানি শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামী বিরচিত। শ্রীবিল্বমঙ্গল দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেন্ধ নদীর পশ্চিমতীরে এক বিপ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী সঙ্গীতবিদ্যা নিপুণা চিন্তামণি নামে এক বেশ্যাতে আসক্ত হইয়াছিলেন। একদা পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে বর্ষাকালীন অন্ধকার রাত্রিতে মৃতদেহাবলম্বনে নদী পার হইয়া এক কৃষ্ণসর্পের পুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভূপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হন। এদিকে চিন্তামণি পরিচারিকা পরিবৃতা হইয়া উক্ত স্থানে আসেন এবং তাহার এই দশা দেখিয়া শুশ্রুষা করতঃ সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। সর্ব্ব রাত্রি চিন্তামণির মুখে রাসলীলা কীর্ত্তন ও তাঁহার উপদেশে বিল্ব-মঙ্গলের দিব্যভাবের উদয় হইল। তিনি প্রভাতে সকল ত্যাগ করিয়া সোমগিরি নামক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা লাভ করতঃ কতককাল তাহার সেবায় ব্রতী রহিলেন। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার কবিত্বে শ্রীগুরুদেব তাহাকে "লীলাশুক" আখ্যা প্রদান করেন। কতদিন পরে শ্রীগুরু আদেশ লইয়া বৃন্দাবনে আগমন করতঃ প্রেমোৎকণ্ঠায় শ্রীযুগল কিশোরের দর্শন লাভ করেন এবং ভাবো-চ্ছ্বাসে এই গ্রন্থরত্ন বর্ণন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় এই গ্রন্থের মহিমা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে কৃষ্ণবেন্বা নদীর তীরে এক দেবালয়ে গমন করিয়া এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যে ৯ম পরিচ্ছেদ—

"তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্বা তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে।

ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত্র।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণ কর্ণামৃত॥
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল।
কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণশুদ্ধ প্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণ লীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥"

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'সারঙ্গ রঙ্গদা" নাকক টীকা রচনা করেন। শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

তথাহি—মঙ্গলাচরণে—

"কৃষ্ণবর্ণ তস্যেতাটীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাং।
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়ানিনির্জ্জরঃ॥

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী ১ম তরঙ্গে—

"ভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ বিশেষে ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল॥

কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব—শ্রীকৃষ্ণভক্তি রস কদম্ব গ্রন্থখানি শ্রীনয়নানন্দ পণ্ডিত কর্তৃক বিরচিত। শ্রীনয়নানন্দ পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শাখাভক্ত। মানিক্য ডিহিতে শ্রীপাট। তিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তি রত্ন প্রকাশ ও প্রেয়োভক্তি রসার্নব নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তালোচ্য গ্রন্থে চতুঃ ষষ্ঠী ভক্তি অঙ্গাদিসহ ব্রজরস মাধুর্য্যের ভাবাদির রসবিন্যাশ বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানি ১৬৫২ শকাব্দে রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব—

"যুগ্ম-বাণ-ঋতু চন্দ্র শকে পরিগণি
বৃষ রাশিগত ভানু মাস তাহে জানি॥

ভূমি পুত্র বারে তথা কুহু তিথি শেষে।
হইলেন গ্রন্থ সাঙ্গ পঞ্চম দিবসে॥
সেনভূমি মধ্যে মঙ্গলডিহি গ্রাম।
শ্রীপর্নি গোপালের সে যাহাতে বিশ্রাম॥

চ * *

সেই স্থানে রহি এই গ্রন্থ হৈল সাঙ্গ॥
কৃষ্ণভক্তি রস কদম্ব শ্রবণ উল্লাস।
কাতরে বর্ণিল-এ নয়নানন্দ দাস॥

গ্রন্থখানি সপ্তদশ প্রকরণে সমাপ্ত।

কৃষ্ণলীলামৃত—কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর বিরচিত। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী হালিসহরবাসী শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য্যের পুত্র। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর চরণাশ্রয় করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৪০৭ শকে নিত্যানন্দকে তীর্থসেবক রূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষাদি প্রদান করেন। ১৪২৭ শকে শ্রীগৌরাঙ্গকে দীক্ষা প্রদান করিয়া ১৪৩৩ শকাব্দে অন্তর্দ্ধান হন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ১৪২৭ শকের কিছু আগে নবদ্বীপে আগমন করতঃ শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের ভবনে অবস্থান করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের মাধ্যমে নিত্য 'পাঠ করাইয়া সংশোধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের উপরে ভারার্পণ করেন। এই গ্রন্থের বিচার উপলক্ষ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীপাদের সমীপে নিজ বিদ্যাগর্ব্ব সঙ্কোচন করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদি—৯ম অধ্যায়
"গদাধর পণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণ লীলামৃত।"

শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ দুঃপ্রাপ্য। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে সাত্ত্বিক প্রকরণে (১২/১২,১৭) এই গ্রন্থের শ্লোক

উদ্ধৃত রহিয়াছে।

তথাহি শ্রীরুক্মিনী স্বয়ংবরে।

"রোমানি সর্ব্বাণ্যপি বালভাবাৎ,
প্রিয়শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবোৎসুকানি।
তস্যাস্তদা কোরকিতাঙ্গযষ্টে,
রুদ্‌গ্রীবিকাদানমিবান্বভুবন। ১২ ॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনং ব্রাহ্মণ মুখতঃ শ্রুত্বা শ্রীরুক্মিন্যাঃ আনন্দসংপ্লবমগ্নায়া রোমহর্ষস্তদ গ্রন্থ কবিরং শ্রীমদীশ্বরপুরী চরণৈর্বণ্যতে ॥

"পশ্যেম তং ভুয় ইতি ব্রুবানাং, সখং বচোভিঃ কিল সা ততর্জ্জ।
ন প্রীতি কর্ণে জপতাং গতানি, বিষ্যাং বভুব স্মরবৈকৃতানি ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কুলীন গ্রামবাসী শ্রীগুণরাজ খান কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই গ্রন্থের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন।

তথাহি—চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যে খণ্ডে—

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥

শ্রীকৃষ্ণ লীলাচরিত অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। এই গ্রন্থের লিখন কাল সম্পর্কে বর্ণন যথা—

তথাহি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে—

"তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হইল সমাপন।
গুণরাজ খান কুলীন গ্রামে আবির্ভূত হন।
পিতা ভগীরথ বসু মাতা ইন্দুমতী।

তাহার নাম মালাধর বসু। গৌড়ের নবাব তাহাকে গুণরাজ খান উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার বংশধরগণ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণবিজয়—

কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গায়ে বাস।
বাপ ভগীরথ মোর মা ইন্দুমতি॥
যার পুণ্য হইতে মোর নারায়ণে মতি॥
গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান॥
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥

কৃষ্ণভক্তি রত্ন প্রকাশ—শ্রীকৃষ্ণভক্তি রত্ন প্রকাশ গ্রন্থখানি গোবর্দ্ধন নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর শ্রীল রাঘব পণ্ডিত বিরচিত। দাক্ষিণাত্যের বিপ্রকুলে তাঁহার আবির্ভাব। সর্ব্বত্যাগী হইয়া তিনি গোবর্দ্ধনে অবস্থান করিতেন।

কৃষ্ণভক্তিরত্ন প্রকাশে ছয়টি প্রকাশ রহিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটি শ্লোকে প্রবন্ধটিকে রত্নমাণিক্যাদি রূপক প্রদান করিয়াছেন। ইহার অধ্যায়গুলি যথা— ১) হীরা ২) মুক্তা ৩) সুনীল রত্ন ৪) মানিক্য ৫) মরকত রত্ন ৬) চিন্তামণি। ভক্তি সাধনের বিরুদ্ধ বাদ নিরসন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভজন পদ্ধতি নির্দ্দেশই এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য।

বিষ্ণুপুররাজ শ্রীগোপাল সিংহের রাজত্বকালে ১৬৬: শকাব্দে ঐ গ্রামবাসী উত্তম দাস নামক জনৈক কবি এই গ্রন্থের চতুর্থরত্ন পর্যান্ত পয়ারে অনুবাদ করেন এতদ্বিষয়ে তাঁহার লিখিত বচন যথা

"ভুবনে বিদিত শ্রীবিষ্ণুপুর গ্রাম।
মদন মোহন তাঁহা সদা অবস্থান॥

মল্লবংশে কৃপা করি মদন মোহন।
যাঁহা বিরাজয়ে সদা করে লীলাগণ॥

শ্রীল শ্রীগোপাল সিংহ যাঁহা মহারাজা।
শীলবন্ত পুণ্যবান অতি মহাতেজা॥

* * *

সেই বিষ্ণুপুরে মোর সতত বসতি।
বৈষ্ণব আজ্ঞায় লিখি পরম পীরিতি।
শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ রতন রাঘব রচিত।
নানা শাস্ত্র বাক্যে তাহা করিলা বিদিত॥
বৈষ্ণব ঠাকুরের পায়ে মজাইয়া মন।
চারি রতন ভাষা কহে এ দাস উত্তম॥
নিশাপতি রস ঋতু আর দ্বিজরাজে।
এত শকে ভাষা হৈল বুঝহ সমাজে॥

কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী—কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী স্মরণোপযোগী লীলা-কাব্য। ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় প্রেমলীলাতত্ত্ব সাধকে স্মরণোপযোগী ভাবে শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে ছয়টি প্রকাশ রহিয়াছে। ১ম প্রকাশে ৪৫ শ্লোক, ২য় প্রকাশে ১১৮, ৩য় প্রকাশে ৭৩, ৪র্থ প্রকাশে ২৯৮, ৫ম প্রকাশে ৯৭ ও ৬ষ্ঠ প্রকাশে ৫১, উপসংহারে ৩ শ্লোক; মোট ৭০৫ শ্লোকে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত—ইহা স্মরণোপযোগী লীলাকাব্য। গ্রন্থের লেখক শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নরোত্তম শাখা ভুক্ত॥ গুরু পরম্পরা যথা—ঠাকুর নরোত্তম, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ চরণ চক্রবর্ত্তী, রামচরণ চক্রবর্ত্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। দেবীগ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। রামভদ্র, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ তিন ভাই। অল্পকালে শাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। দারপরিগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে গমন, রাধা-কুণ্ডে অবস্থান, শ্রীগুরু আদেশে গৌড়ে আগমন, পুনঃ রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন। গোবর্দ্ধন কন্দরাতে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ মত গোস্বামী গ্রন্থের টীকা বর্ণন করেন। গীতা-ভাগবতের টিপ্পনী, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পুর

টীকা, উজ্জ্বল নীলমণির টীকা, মন্ত্রার্থ দীপিকা, স্তবামৃত লহর্য্যাম্, রসামৃতের বিন্দু, রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা, মাধুর্য্য কাদম্বিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীগোকুলানন্দ প্রাপ্তি, সেবা স্থাপন, দাস গোস্বামীর গিরিধারী সেবাপ্রাপ্তি শ্রীমতী কর্ত্তৃক 'শ্রীহরিবল্লভ' নামপ্রাপ্তি তাঁহার মহিমার পূর্ণ নিদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রাগমার্গীয় সাধনশীল সাধকগণের অষ্টকালীন লীলা স্মরণের উপযোগীতায় এই গ্রন্থ বর্ণন করিয়াছিলেন। বিংশতি সর্গে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইহাতে ১০২২টি শ্লোক বিদ্যমান।

গ্রন্থের লিখনকাল সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা—

বিশ্বাকাশ-বিকার-সম্মিত শকে বারে গুরো ফাল্গুনে
বিশ্বানন্দিনি পূর্ণিমা প্রতিপদোঃ সন্ধৌ সরস্থোস্তটে।
গান্ধর্ব্বা-গিরিধারিনোঃ সরভসং দোলাধিরূঢ়াঙ্গয়োঃ
শ্রীচৈতন্য দিনে তদেতদুদগাৎ কাব্যং ভজৎ পূর্ণতাং।

বিশ্ব (১) আকাশ (০) বিকার (১৬) অর্থাৎ ১৬০১ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা ও প্রতিপদ সন্ধি সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম-কুণ্ড তটবর্ত্তী স্থানে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

শ্রীকৃষ্ণাভিষেক— শ্রীকৃষ্ণাভিষেক গ্রন্থখানি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী ব্রত ব্যবস্থাদি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়—১) সপ্তমীর পূর্ব্বাহ্নকালে স্নানবেদি পরিক্রিয়া, ২) মঙ্গল বাদ্য গীত পূর্ব্বক অঙ্গনে খাত খনন, চতুষ্কোণে কদলীস্তম্ভ রোপণঃ চন্দ্রাতপ ও পতাকা রোপন, মাঙ্গলিক দ্রব্য স্থাপন, ৩) জয়ন্তী দিনে প্রাতঃকালে বৈষ্ণবগণসহ বাদ্য নৃত্যগীত সহকারে দীপ ও মঙ্গল ঘটাদিতে সুশোভিত স্নানবেদীতে শ্রীকৃষ্ণ আনয়ন, ৪) স্বস্তিবাচক প্রার্থনাদি, ৫) ভূত শুদ্ধি ৬) ঘট স্থাপন, ৭) সঙ্কল্প ও প্রার্থনা, ৮) আসনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন, ৯) পাদ্যাদি দীপান্ত বৈদিক মন্ত্র, ১০) স্নান প্রক্রিয়া ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র,

১১) অঙ্গমার্জ্জন, বস্ত্র পরিধান, যজ্ঞসূত্র নিবেদন, ১২) নির্ম্মজন, নয়নাঞ্জন তিলক রচনা, ১৩) পুষ্প মাল্যাদি নিবেদন, ১৪) মহানীরাজন, ১৫) আরত্রিক মন্ত্র, ১৬) শ্রীকৃষ্ণস্তব, ১৭) নন্দোৎসব।

কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জাতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের বিরচিত। গ্রন্থের তিনটি সর্গে মোট ১০২টি শ্লোক রহিয়াছে। প্রথম সর্গে ২৯টি, ২য় সর্গে ৩০টি ও ৩য় সর্গে ৫৩টি শ্লোক রহিয়াছে।

বর্ণনীয় বিষয়—মধুকর মিশ্রের ঔরসে চারিপুত্রের পরে সর্পের প্রসব, জগন্নাথের অষ্টকন্যার মৃত্যুর পর বিশ্বরূপের জন্ম, শচীসহ জগন্নাথ মিশ্রের শ্রীহট্টে গমন, শচী ঋতুস্নাতা হইলে শোভাদেবীর স্বপ্নে দৈববাণী শ্রবণ ও জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপে আগমন। মিশ্রের পরলোক গমনের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত প্রভুর বিবাহ, বঙ্গদেশে গমন, লক্ষ্মীর স্বধামে গমন, দ্বিতীয় বিবাহ, সন্ন্যাস, শান্তিপুরে শচীদেবী কর্ত্তৃক অদীষ্ট হইয়া শ্রীহট্টে বুরুঙ্গায় আগমন এবং স্বপিতামহীসহ মিলন, জনৈক ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে এক খানি চণ্ডী লিখিয়া অর্পণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী বরাহনগরবাসী শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভাগবত আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত।

তথাহি—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী—

"সুখে ভাগবত লোক বুঝিবার তরে।
রঘুনাথ পণ্ডিত রচিল কথাচ্ছলে॥
শ্রীযুত শ্রীগদাধর পদযুগ জ্ঞান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আগমন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রাভঙ্গ করতঃ নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন পথে কুমারহট্ট পানি হাটী হইয়া বরাহনগরে ভাগবত আচার্য্য ভবনে আসেন এবং তাঁহাকে

কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা যথা
তথাহি —শ্রীগৌরগণোদ্দেশ —২০৩ শ্লোক—
"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥"

তথাহি— শ্রীগদাধর শাখা নির্ণয়ে—
"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ প্রিয়পাত্রকম্।
যেনাকারি মহাগ্রন্থোনাম্না প্রেমতরঙ্গিনী"॥

শ্রীমদ্ভাগবতেরই বঙ্গানুবাদ। দ্বাদশ স্কন্ধে গ্রন্থ সম্পূর্ণ ১ম স্কন্ধে ৫টি অধ্যায়, ২য় স্কন্ধে ২টি অধ্যায় ৩য় স্কন্ধে ৯টি অধ্যায়, ৪র্থ স্কন্ধে ৮টি অধ্যায়, ৫ম স্কন্ধে ৮টি অধ্যায়, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৩টি অধ্যায়, ৭ম স্কন্ধে ৫টি অধ্যায় ৮ম স্কন্ধে ৭টি অধ্যায়, ৯ম স্কন্ধে ৯০টি অধ্যায়, ১০ম স্কন্ধে ৯০টি অধ্যায়, ১১শ স্কন্ধে ৩১টি অধ্যায় ও ১২শ স্কন্ধে ১৩টি অধ্যায় বর্ণিত রহিয়াছে।

গ্রন্থের লিখনকাল সম্পর্কে বর্ণিত না থাকিলের গ্রন্থখানি কবি কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার লিখনকাল ১৪৯৮ শকাব্দ পূর্ব্বে বিরচিত।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের লেখক শ্রীমাধব আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্যালক ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তুতো ভাই। শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস পণ্ডিতের দুই পুত্র। সনাতন ও কালিদাস। কালিদাসের পুত্র মাধব আচার্য্য। অল্পকালে পিতা পরলোক গমন করিলে মাতা বিধুমুখী তাহাকে পালন করেন। অদ্বৈতাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করেন। শ্রীবাস ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ কালে প্রভু মুখনিসৃত হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভাবোন্মত্ত হন। তদবধি নামানুরাগে সংসার ছাড়িয়া ফুলিয়ায় আসিয়া অবস্থান করেন। তখন শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধকে সুমধুর গীতচ্ছলে বর্ণন করেন।

তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাস—২৪ বিলাস—

শ্রীভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
গীত বর্ণিলা তিঁহো করি নানা ছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল॥
অন্য পুরাণ হৈতেও কিছু করি আনয়ন।
কৃষ্ণমঙ্গলে তাহা কৈল সংযোজন॥
গ্রন্থ পড়ি মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দ্বারা দীক্ষা দেওয়া হইল॥
পরে কবি বল্লভ আচার্য্য বলি খ্যাতি তার।
কলিব্যাস বলি তাঁরে ঘোষয়ে সংসার॥

১৪৩৬ শকাব্দে প্রভু যখন বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসেন সে সময় তাহার ভবনে সপ্তদিন প্রভু সপার্ষদে অবস্থান করতঃ পরমানন্দপুরী সমীপে সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীরূপ সনাতন সমীপে ভজন শিক্ষা করেন। মা তারপর লোকবার্ত্তা পাইয়া শান্তিপুরে আসেন। খেতুরী উৎসবে যোগদান করিয়া পুনঃ বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থখানি শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া দক্ষিণ হইতে ফিরিবার পর অর্থাৎ ১৪৩৩ শকাব্দের পর ও বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে গৌড়ে আগমন অর্থাৎ ১৪৩৬ শকাব্দের মধ্যে যে কোন এক সময় মাধব আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থখানি রচনা করিয়া নীলাচলে প্রভুর হস্তে অর্পণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—শ্রীপরশুরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ। বাংলা পয়ারাদি গীতছন্দে লিখিত, বন্দনায় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, সনাতন, দামোদর, হরিদাস, নরহরি সরকার ও অভিরাম দাসের নামোল্লেখ আছে। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিলাস মহাভারতের অনুবাদক শ্রীকাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণদাসের বিরচিত। তিনি শ্রীগোপালদাস নামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামপ্রাপ্ত হন। গ্রন্থমধ্যে কৃষ্ণ কিঙ্কর ভনিতা রহিয়াছে।

গ্রন্থের বিষয় সূচী সূতের নিকট সৌনকাদির প্রশ্ন, কশ্যপ ও অদিতির তপশ্চর্য্য, ভগবানের ২২টি অবতার, বামনোপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণ অবতার শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলা, উদ্ধব প্রশ্ন, উদ্ধবের প্রতি জ্ঞানোপদেশ চতুর্বিংশতি গুরুর বিষয়, ধ্রুব চরিত্র, ভগীরথের উপাখ্যান, শঙ্খাসুর বধ, তুলসীর আখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র, গুরুভক্তি, হরিভজন এবং শ্রীকৃষ্ণ বিলাস শ্রবণ ও অধ্যয়ন ফল।

শ্রীহরিভজন অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামোল্লেখ দেখা যায়।

'হরিবোল বোলাইয়া চৈতন্য অবতার,
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন হরির অর্চ্চনা,
কলিযুগে কে আর হইবে হেন জনা,

শ্রীকৃষ্ণ বিলাস—শ্রীজয়গোপাল দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। এতদ্বিষয়ে তাহার বর্ণন যথা -

তথাহি ১/২য় শ্লোক —
বন্দে শ্রীসুন্দরানন্দং স্নিগ্ধ সুন্দর বিগ্রহম্।
ত্রৈলোক্য নয়নানন্দং সানন্দং প্রেমদং গুরুং॥
গ্রন্থং শ্রীকৃষ্ণবিলাসাখ্যং প্রেমভাব প্রকাশকং।
প্রোক্তং গোপালদাসেন সহর্ষৈঃ শ্রবণোৎসুখান।

এই গ্রন্থ প্রমাণে গ্রন্থকার শ্রীজয়গোপাল-দাস, শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই সুন্দরানন্দ ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের এক জন বলিয়া অনুমিত হয়।

—গ্রন্থ শেষ—

"প্রেমামৃত মহাসিন্ধৌ তত্তদ্ভাব প্রকাশকঃ।
প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিলাসকৃতী দীন গোপাল দাসকঃ।
শাকে জলনিধি শশভৃদ্বান সুধাংশৌ-প্রযত্ন বহুল্যাদয়ং।
গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিলাসো বিহিতঃ শ্রীমতা জয়গোপাল দাসেন।
১৫১৭ শাক এই গ্রন্থ লিখেন।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত—শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর বিরচিত। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের অপ্রকটের পর লোক সকলের ভক্তির হ্রাস চিন্তা করিয়া শয়ন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর স্বপ্নে দর্শন প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"তোমার মনোভাব অনুসারে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষ অবলম্বনে একটি গ্রন্থ রচনা কর।" এইভাবে প্রভুর আদেশ পাইয়া গ্রন্থখানি রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য প্রেমপোষকম্—শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীজিতামিত্র কর্তৃক বিরচিত। তিনি কামাদি ষড রিপুকে বশ করিয়াছিলেন। সেজন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার নাম জিতামিত্র রাখিয়াছিলেন।

—তথাহি শ্রীশাখা নির্ণয়ে
"যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য প্রেমপোষকম্।
জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কম্।"

কেশব সঙ্গীত—শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়াবাসী শ্রীরামাই পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীকেশব কর্তৃক বিরচিত।

তথাহি – বংশীশিক্ষা…
"শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল।"

—০—

খ

ক্ষণদাগীত চিন্তামণি — শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। পদাবলী সঙ্কলন গ্রন্থের ইহাকে সর্ব্বাদি বলা যায়। গ্রন্থখানি ৩০ বিভাগে সম্পূর্ণ। ইহাতে মোট ৩১৩টি পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে এবং প্রায় ৪৫ জন পদকর্ত্তার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহার অভিলষিত শ্রীচৈতন্য রসায়ন গ্রন্থ সম্ভব না হওয়ায় তিনি গীতাবলী বর্ণনায় প্রমত্ত হইলেন।

তথাহি — শ্রীনরোত্তম বিলাসে—

শ্রীচৈতন্য রসায়নে বর্ণিতেন যাহা।
না হইল গ্রন্থ পূর্ণ না বর্ণিল তাহা।
প্রভুর কীর্ত্তনে মত্ত হৈয়া নিরন্তর।
বর্ণিলেন গীত সে দিবস মনোহর॥

গ্রন্থে তাঁহার রচিত হরিবল্লভ ভনিতায় ৩৬টি পদ এবং বল্লভ ভনিতায় ১৫টি পদ রহিয়াছে বল্লভ ও হরিবল্লভ নাম শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের বেশাশ্রয়ের নাম বলিয়া অনেকের অনুমান। এতদ্বিষয়ে মন্ত্রার্থ দীপিকার কামগায়ত্রীর অর্থ নিরূপণে তদ্বর্ণন যথা—

"শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আগতাব্রবীতি-ভোবিশ্বনাথ।
হরিবল্লভ ত্বমুত্তিষ্ঠ।"

গ

গদাধর শাখা নির্ণয় — শ্রীল যদুনাথ দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শাখা বর্ণিত রহিয়াছে। ৫৯টি শ্লোকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইহাতে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ৫৬ জন শিষ্যের নামোল্লেখ রহিয়াছে। ইহা

মৎপ্রণীত ঈশ্বরপুরী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গায়ত্রী ব্যাখ্যা বিবৃতি—শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত ইহাতে অগ্নিপুরাণের ২১৬ অধ্যায়ের ১৭টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দ—গীতগোবিন্দ কবি জয়দেব কর্তৃক বিরচিত। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে ভোজদেবের ঔরসে ও বামাদেবীর গর্ভে জয়দেবের জন্ম হয়। বিস্তার জীবনী বনমালীদাস বিরচিত "জয়দেব চরিত্র" গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে॥ গীতগোবিন্দ মহাকব্যকে গীতিকাব্য বলা যায়। সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত গ্রন্থখানি সুরতালের মাধ্যমে গান করা যায়, শ্রীগৌরসুন্দর গম্ভীরায় নিজ রস আস্বাদের সহায়তায় গীতগোবিন্দের গানে বিভোর হইতেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। দ্বাদশ সর্গে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ গীতগোবিন্দের অনুকরণে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তমদেব "অভিনব গীতগোবিন্দ" রচনা করেন।

গীতচন্দ্রোদয়—শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরহরি দাস কর্তৃক বিরচিত। তিনি একাধারে সুনিপুন গায়ক, বাদক, পাচক, বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন।

গীত চন্দ্রোদয়ে আটটি বিভাগ আছে এবং প্রতি বিভাগ কতিপয় আস্বাদে বিভক্ত।

"প্রথমেতে গৌর কৃষ্ণরসামৃত গীতক্রম কিছু উজ্জ্বল মতে।
তাপরে গৌরকৃষ্ণ ভাবনাবৃত অষ্টকালক্রম বিবিধ যাতে।
তাপরে গৌর কৃষ্ণচরিতামৃত জন্মাদিকক্রম সুচারু রীতি।
তাপরে গৌর কৃষ্ণবিলাসামৃত রাগার্নব গ্রন্থ সঙ্গতি।

তাপরে গৌর কৃষ্ণলীলামৃত তালার্নব তাহে সঙ্গতিক্রমে।
নিত্য সেবামৃত গীত প্রার্থনামূর্থ ভনে মনশ্যামে।”

এই গ্রন্থে ৯৩ জন পদকর্ত্তার পদাবলী সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

গীতমালা—শ্রীনিত্যানন্দ বংশোদ্ভব শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গাথা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় রচনা করেন গ্রন্থখানি ত্রিশ গ্রন্থনে বিভক্ত। এক একটি গ্রন্থনে শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলা বর্ণিত রহিয়াছে।

প্রথমে জন্মলীলা, দ্বিতীয়ে নন্দোৎসব, তৃতীয় হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিকা ও স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ষোড়শে শ্রীরাধার বৃন্দাবন রাজ্যে অভিষেক, সপ্তদশে সুবলবেশে মিলন, অষ্টাদশ ও উনবিংশ দানলীলা ও নৌকাবিলাস, বিংশে কলঙ্কভঞ্জন, এক-বিংশে রসোদ্গার, দ্বাবিংশ প্রেমবৈচিত্র, ত্রয়োবিংশে শয্যোত্থান, চতুর্বিংশ হইতে সপ্তবিংশ পর্য্যন্ত দোল, রাসন্তিক রাস, হিন্দোল ও রাসযাত্রা, অষ্ট-বিংশ হইতে ত্রিশ গ্রন্থনে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা, ভবন বিরহ ও ভূত বিরহ বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থেরগীতসংখ্যা ৪৩৯টি, প্রত্যেক লীলার পূর্ব্ব গৌরচন্দ্র দেওয়া রহিয়াছে। একাবলী, লঘু ত্রিপদী ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচিত।

গুণলেশ সূচক—শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য অষ্ট কবিরাজের অন্যতম শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ বিরচিত শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেমলীলা কাহিনী অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ৪২ শ্লোকে সমাপ্ত।

গোবিন্দ দাসের কড়চা—শ্রীগোবিন্দ কর্ম্মকার কর্ত্তৃক বিরচিত। তাঁহার পরিচয় সম্পর্কে তাঁহার বর্ণন যথা—

বর্দ্ধমানে কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার।

আমার নারীর নাম শশীমুখী হয়।
একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নির্গুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥
চৌদ্দশ ত্রিশ শকে বাহিরিতে যাই॥
অভিমানে গরগর ফিরে নাহি চাই।

এইভাবে গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করতঃ প্রভুর সহিত মিলন করিলে প্রভু যত্নসহকারে তাহাকে গৃহভৃত্যরূপে রাখিলেন। প্রভু যখন সন্ন্যাসে যান সেকালে গোবিন্দ সঙ্গে চলিলেন। সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাদ্রি বাস করিলে গোবিন্দ সর্ব্বক্ষণ প্রভু অঙ্গসঙ্গী ছিলেন। নীলাচলে গমনকালে পথে তাঁহার পত্নী ও দেশীয় লোকজন বহুত চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। নীলাচল হইতে প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে গমন করিলে গোবিন্দ প্রভু সঙ্গে চলিলেন। দক্ষিণ ভ্রমণকালে প্রভু যখন যে স্থান দিয়া যৈভাবে গিয়াছেন এবং যথায় যে লীলা করিয়াছেন তাহা তিনি কড়চাকারে লিখিয়া রাখেন, তাহাই গোবিন্দের কড়চা নামে প্রসিদ্ধ। গোবিন্দের গৃহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভুসহ মিলন। সন্ন্যাসকালে সঙ্গে গমন, নীলাচলে গমন, দক্ষিণ ভ্রমণ অন্তে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ প্রদানে শান্তিপুরে প্রেরণ পর্য্যন্ত গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। দক্ষিণ ভ্রমণলীলা কাহিনী হইতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে গ্রন্থে গোবিন্দ নিজেকে প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গী বলিয়াছেন। আর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাসকে দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী বলিয়া লিখিয়াছে। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে। এতদ্বিষয়ে গোবিন্দের কড়চা বাক্য যথা ঃ

দক্ষিণযাত্রা কালীন আলোচনায় শ্রীনিত্যানন্দ বাক্য—

"দক্ষিণ যাত্রায় তুমি যাবে অতিপুর।
সঙ্গে যাক্ কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—

"যে যাক সে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে।
আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে॥

তারপর প্রভু ভক্তবৃন্দসহ রওনা হইয়া আলালনাথ গমন করিলেন। তথা হইতে ভক্তগণকে বিদায় দিয়া দক্ষিণে চলিলেন।

"পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়।
তিনজনে বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায়।"

"তিনজনে বাহিরিনু" এই বাক্যে "শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগোবিন্দ" ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণদাসকে অস্বীকার করা যাবে না॥

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থখানির স্থায়ী পুঁথী না থাকায় গ্রন্থের প্রামাণ্যতা লইয়া বহুত বিতর্ক রহিয়াছে। বইখানির আরম্ভ অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থের মত নহে এবং সমাপ্তি ঘটে নাই।

গ্রন্থখানির প্রামাণ্য বিচারে গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ৮৪ পৃষ্ঠা একটি ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন।

গোবিন্দ বিরুদাবলী- গোবিন্দ বিরুদাবলী গ্রন্থখানি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। গোস্বামীপাদের এই গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে কথিত আছে যে দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবির বিরচিত 'দেব বিরুদাবলী' গ্রন্থের আস্বাদনে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিজকণ্ঠ মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই কথা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী শয়ন করিলে স্বপ্নে শ্রীগোবিন্দদেব তাহাকে বলিলেন, "তুমিও এই প্রকার একটি গ্রন্থ রচনা কর। এতাদৃশ কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দের জন্মাদি সমস্ত লীলা সংক্ষেপে "গোবিন্দ বিরুদাবলী" নামক কাব্যে নিহিত করিয়াছেন।

তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ লক্ষণ।
গ্রন্থের গণনা মধ্যে না কৈল গণন॥
গোবিন্দ বিরুদাবলী লক্ষণ তাহার।
দোঁহে এক এ ক্ষেত্রু লক্ষণে এ প্রচার॥"

গোপাল বিরুদাবলী—গোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থখানি শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীগোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ রচনা করেন। আটটি কলিকায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ (শ্রীজাহ্নবাদেবী, খেতুরা উৎসবের পর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন করতঃ প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই গ্রন্থ লইয়া আসেন)।

গোপাল তাপিনী—(টীকা) অথর্ব্ববেদান্তর্গতা পিপ্পলাদশাখীয়া এই গোপালতাপিনী উপনিষৎ সর্ব্বোপনিষদের শিরোমণি। ইহাতে স্বয়ং ভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সগুণোপাসনা বিধি তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে বর্ণিত থাকায় ইহ, ব্রজোপাসক সাধকগণের আদরণীয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যত্রয় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

গোবিন্দ মঙ্গল—দুঃখী শ্যামদাস বিরচিত। তিনি মেদিনীপুর জেলার হরিহরপুর গ্রামে আবির্ভূত হইয়া স্ব কবিত্ব প্রভাবে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তবৃন্দকে পাঠ ও কীর্ত্তন মাধ্যমে শুনাইতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১, ২, ১০ স্কন্ধ, শেষ দুই স্কন্ধ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণের সাহায্য লইয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন।

গোপাল চম্পু—শ্রীগোপাল চম্পু গ্রন্থখানি শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। শ্রীজীব গোস্বামী ষড় গোস্বামীর অন্যতম। শ্রীরূপ গোস্বামীর

ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য ছিলেন। তাহার পিতার নাম বল্লভ। পিতা ও জ্যেঠাদ্বয় যখন গৃহত্যাগ করেন তখন শ্রীজীব শিশু ছিলেন। কৈশোরে মাতার নিকট পিতা ও জ্যেঠাদ্বয়ের গৃহত্যাগ, বৈরাগ্য, ভজন কাহিনী শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি মায়ের শত বাধা সত্ত্বেও বৈরাগ্য বেশ ধারণে গৃহত্যাগ করতঃ নবদ্বীপে আসিয়া প্রভু নিত্যানন্দের দর্শন প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতি সমীপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করতঃ বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় শ্রীরূপ গোস্বামী চরণাশ্রয় করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যরন করতঃ অশেষ গুণের অধিকারী হন। শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর অপ্রকটে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের মাধ্যমে শাস্ত্র সকল পাঠাইয়া গৌড়দেশে প্রবর্ত্তন করেন এবং স্বয়ং প্রভূত গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণবজগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী লিখিত গ্রন্থাবলী যথা—

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১ম তরঙ্গে—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃত ব্যাকরণ দিব্য রীত॥
সূত্র মালিকা ধাতু সংগ্রহ সুপ্রকার।
কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা গ্রন্থ অতি চমৎকার॥
গোপাল বিরুদাবলী রসামৃতের শেষ।
শ্রীমাধব মহোৎসব সর্ব্বাংশে বিশেষ॥
শ্রীসঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ গ্রন্থ-এ প্রচার।
ভাবার্থ সূচক চম্পু অতি চমৎকার॥
গোপালতাপনী টীকা ব্রহ্মসংহিতার।
রসামৃত টীকা শ্রীউজ্জ্বল টীকা আর॥
যোগসার স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।
অগ্নি পুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী ভাষ্য তথি॥

পদ্ম পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।
শ্রীরাধিকা কর পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন॥
গোপাল চম্পু পূর্ব্ব উত্তর বিভাগেতে।
বলিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে॥
সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত রীতি।
তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি॥
এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ সপ্ত হয়।
প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধ ইথে ত্রয়॥

গোপাল চম্পু গ্রন্থখানি পূর্ব্ব চম্পূ ও উত্তর চম্পূ নামে দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব চম্পুতে ৩৩টি পূরণ ও উত্তর চম্পূতে ৩৭টি পূরণ বিদ্যমান। পূর্ব্বচম্পূতে জন্মাদি কৈশোর লীলা ও উত্তর চম্পুতে মথুরা গমন হইতে গোলোক প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব চম্পুর—১ম ও ২য় পূরণে গোলোক লীলা, ৩ হইতে ১৩ পূরণে বাল্যলীলা, ১৪ হইতে ৩৩ পূরণের মধ্যে কৈশোর লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তর চম্পুর—১ হইতে ১২ পূরণের মধ্যে উদ্ধব কর্ত্তৃক ব্রজের আনন্দ বর্দ্ধন, ১৩ হইতে ২১ পূরণের মধ্যে বলদেবের আগমনে আনন্দপূর্ণ গোষ্ঠ প্রকাশ ও ২২ হইতে ৩৭ পূরণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাগমনে আনন্দপূর্ণ বর্ণনা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই গ্রন্থের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগোপাল চম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর।

পূর্ব্ব চম্পূ ১৫১০ শকাব্দে ও উত্তর চম্পু ১৫১৪ শকাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

গোবিন্দ ভাষ্য গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

বিরচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের শেষ বয়সে বৃন্দাবনে সংবাদ আসিল যে, জয়পুরের মন্দির সমূহ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাচ্যুত করা হইতেছে। তখন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আদেশে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম সহ জয়পুরে গমন করিয়া বিচারে বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিলেন এবং গলতা নামক পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সময় স্ব সম্প্রদায়োচিত ভাষ্য দেখাইবার জন্য একমাস সময় লইয়া শ্রীগোবিন্দ-দেবের নিকট প্রার্থনা করেন। শ্রীগোবিন্দ স্বপ্নাদেশ দিয়া এই ভাষ্য রচনা করাইয়াছেন। সেজন্য এই গ্রন্থের নাম রাখেন "শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য"। বল-দেব বিদ্যাভূষণ শ্রীশ্যামানন্দ শাখাভুক্ত ছিলেন। তাঁহার গুরু পরম্পরা যথা—শ্যামানন্দ—রসিকানন্দ—নয়নানন্দ রাধাদামোদর—বলদেব বিদ্যা-ভূষণ। ইনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিদ্যাছাত্র। প্রমেয়রত্নাবলী কাব্যকৌস্তভ, ছন্দঃকৌস্তভ, ঈশোপনিষদ ভাষ্য প্রভৃতি তাঁহার রচনা।

গোবিন্দ লীলামৃত—শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থখানি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। এই গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্ট-কালীন লীলা সুচারুরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। ব্রজানুগত রাগমার্গীয় সাধক গণের সাধনের অমূল্য সম্পদ। ইহাতে ২৩টি সর্গে ২৫৮৮টি শ্লোক বিদ্যমান।

প্রথম সর্গে—নিশান্তলীলা, ২-৪ সর্গে প্রাতঃলীলা, ৫ ৭ সর্গে পূর্ব্বাহ্নলীলা, ৮-১৮ সর্গে মধ্যাহ্নলীলা, ১৯ সর্গে অপরাহ্নলীলা, ২০ সর্গে সায়ংলীলা, ২১ সর্গে প্রদোষলীলা, ২২-২৩ সর্গে নৈশলীলা বর্ণিত রহিয়াছে। ১৭০১ শকাব্দে এই গ্রন্থের "সদানন্দ বিধায়িনী" নাম টীকা করেন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য শ্রীমদ্ বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী। আর বাংলা পয়ারে রচনা করেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন দাস।

শ্রীরামগোপাল দাসের ভ্রাতা শ্রীমদন রায় শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের ভাষ্য রচনা করেন।

—তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ১২ কোরক—

তাঁর পুত্রের নাম হএন মদন রায়।
রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা সদাই হিয়ায়।
গোবিন্দ লীলামৃত ভাষা আর কৈল পদাবলী।
নিরন্তর বাঞ্ছেন তেঁহো বৈষ্ণব পদধূলি॥

শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত রস—বৈষ্ণব জগতে সুপ্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনের সিদ্ধবাবা শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীযদুনন্দন দাস কৃত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ সহিত লীলা ও রস বিন্যাসাদি দিয়া "শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত রস" প্রণয়ন করেন ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ইহা প্রকাশ হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ বিরুদাবলী—শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুাবলী সপ্তদশ শকাব্দের শেষভাগে শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সেবার তাহার আসন সর্ব্বোচ্চে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দ বিরুদাবলীর সহিত সর্ব্বাংশে সমন্বয় রাখিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা—

"গোবিন্দস্য প্রকাশোঽভূদ্ যথা শ্রীগৌরসুন্দরঃ।
গোবিন্দ বিরুদাবল্যা স্তথেয়ং বিরুদাবলী।"

গৌরাঙ্গ চম্পু—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী মাও-গ্রাম-বাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশ শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত, বত্রিশ অ্যস্বাদে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। গ্রন্থের বিষয় সূচী - ১) শ্রীগৌরাবতার কথনং, ২) শ্রীগৌরাবির্ভাব নিশ্চয়ং, ৩) শ্রীগৌরগর্ভবাস, ৪) শ্রীগৌরজন্ম মহোৎসবঃ, ৫) প্রথম বাল্যবিলাসঃ, ৬) মধ্যম বাল্যবিলাসঃ, ৭) শেষ বাল্যবিলাসঃ

১০) শেষ পৌগণ্ড বিলাসঃ, ১১) কৈশোর লীলা বর্ণনে উপনয়নাদি বিলাসঃ, ১২) লক্ষ্মী পূর্ব্বরাগাঙ্কুরঃ, ১৩) লক্ষ্মী সন্দর্শনং, ১৪) লক্ষ্মী পূর্ব্বরাগঃ, ১৫) বিবাহ পূর্ব্বকৃত্যং, ১৬) কন্যাগ্রহ প্রবেশঃ, ১৭) লক্ষ্মী পরিণয়োৎসবঃ, ১৮) লক্ষ্মী সমাগমঃ, ১৯) বিষ্ণুপ্রিয়া পরিণয়োৎসবঃ, ২০) দিগ্বিজয়ী জয়ঃ, ২১) গয়া-প্রস্থানং, ২২) গয়া প্রত্যাগমনঃ, ২৩) স্বরূপ প্রকাশারম্ভঃ, ২৪) শ্রীনিত্যানন্দ সমাগমঃ, ২৫) বহু পাষণ্ডী নিস্তার ২৬) চাপাল গোপালোদ্ধারঃ, ২৭) জগন্নাথ মাধবানুগ্রহঃ, ২৮) সানন্দা বেশঃ, ২৯) হেমন্ত শিশির বিলাসঃ, ৩০) বসন্ত গ্রীষ্ম বিলাসঃ, ৩১) বর্ষাশরদ্ বিলাস, ৩২) নিত্য বিলাসঃ। অষ্টাদশ শকাব্দের শেষভাগে এই চম্পু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গ বিরুদাবলী, রামরসায়ন, শ্রীরাধা মাধবোদয়ে কাব্য, গীতমালা, দেশিক নির্ণয়, বৈষ্ণবব্রত নির্ণয় প্রভৃতি সংস্কৃত ও বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

গৌরাঙ্গ বিজয়—শ্রীচূড়ামণি দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি গ্রন্থে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতকে স্বীয় গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। প্রভু নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ ও ঠাকুর রামাইর অশেষ করুণায় এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়—

"আবালক কাল হৈতে স্বভাব আমার।
অলস অদক্ষ অজ্ঞ অকৃতির সার॥
এ সব দুর্গতি দেখি ঠাকুর ধনঞ্জয়।
করিল ত কৃপা মোরে দেখি দুরাশয়।
কোন কর্ম্ম ধর্ম্মে তোর নাহি অনুরোধ।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবে তোর হয়িব সত্য বোধ॥
এই ত ভরোসা এ বুলি ভিক্ষা করি সার।
ঠাকুর রামাই কৃপা করিল অপার॥

তথাহি—তত্রৈব—

সুস্বপ্ন গোচর নিত্যানন্দের আজ্ঞায়ে।
জন্মতিথি পূজা চূড়ামণি দাস গাত্র॥"

গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে সমাপ্ত।

তথাহি – তত্রৈব—

"আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড কহিব।
গৌরাঙ্গ বিজয় তিনখণ্ডে পূর্ণ হৈব॥
গয়া দেখি আইলে পূর্ণ আদিখণ্ড পুঁথী।
বৈষ্ণব চরণে কিছু করিনু প্রয়তি॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্ম হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত লীলা কাহিনীকে পাঁচালী প্রবন্ধে রচনা করেন। আদিখণ্ড ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াইটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড এখনও অপ্রকাশিত।

গৌরাঙ্গ বিজয়—প্রভু নিত্যানন্দ শিষ্য শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত। তাঁহার গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে শ্রীজয়ানন্দ মিশ্রের লিখিত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন যথা…

তথাহি…শ্রীনদীয়া খণ্ডে…

"সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত।
তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তবাবলী রচনা করেন…

তথাহি…শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা…

"পরমানন্দ গুপ্তো যৎ কৃতা কৃষ্ণ স্তবাবলী।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়···শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়াবাসী শ্রীরামাই পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচীনন্দন কর্ত্তৃক বিরচিত। রামাই পণ্ডিতের কৈশোর বয়সকালে শচীনন্দনের জন্ম হয়। রামাই পণ্ডিত বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীরামকানাই স্থাপন করিয়া ভ্রাতা শচীনন্দনকে তথায় আনয়ন করেন এবং সেই সেবা সমর্পণ করেন। তাঁহার গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে বর্ণন যথা—

তথাহি—বংশীশিক্ষা

"শ্রীরাজবল্লভ কৈলা বংশী বিলাস।
বংশীর মহিমা যাতে বিস্তার প্রকাশ॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভীলা বিরচিল।
শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল॥
তিন পুত্র কৃত তিন সন্দর্ভ দেখিয়া।
গৌরাঙ্গ বিজয় শচী বর্ণে হৃষ্ট হৈয়া॥"

শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় কাব্য শ্রীমদ্ গোবিন্দদেব কবি কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত মহাকাব্য। ইনি উৎকল দেশীয় বৈষ্ণব শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখাভুক্ত। গ্রন্থখানি অষ্টাদশ সর্গে সমাপ্ত।

প্রথম সর্গে ভূ-ভার হরণে ও আশ্রয় জাতীয় সুখাস্বাদনে রাধাভাব কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শচগর্ভে আগমন।

দ্বিতীয় সর্গে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব, ৩য় সর্গে বাল্যলীলা, ৪র্থ সর্গে বিদ্যারম্ভ হইতে লক্ষ্মী পরিণয় পর্য্যন্ত লীলা, ৫ম সর্গে বঙ্গদেশে গমন দীক্ষা, নিত্যানন্দ হরিদাস মিলনাদি, ৬ষ্ঠ সর্গে বিষ্ণুপ্রিয়া মিলন, সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শান্তিপুরে মাতাদি সহ মিলন, ৭ম সর্গে নীলাচল যাত্রা, ৮ম সর্গে সার্ব্বভৌম মিলনাদি, ৯ম সর্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, ১০ম সর্গে দক্ষিণ ভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, ১১শ সর্গে প্রতাপরুদ্র ও গোবিন্দ দাসাদি মিলন, ১২শ সর্গে ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ, অমোঘের প্রাসাদনাদি, ১৩শ

সর্গে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়ে আগমন ও কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, ১৪শ সর্গে বৃন্দাবন গমন, ১৫শ সর্গে প্রয়াগে শ্রীরূপে শিক্ষা ও কাশীতে সনাতন মিলনাদি, ১৬শ সর্গে প্রকাশানন্দ উদ্ধার, নিত্যানন্দের বসু-জাহ্নবা সহ বিবাহ, বীরচন্দ্রের জন্ম, দাস রঘুনাথ মিলনাদি, ১৭শ সর্গে সনাতনে পুরীতে আগমন, বল্লভভট্ট বৃত্তান্ত, জগদানন্দের তৈল ভঞ্জন, অদ্বৈত প্রহেলী ও রঘুনাথ ভট্ট মিলন, ১৮ সর্গে নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবেশ, শিবানন্দ সেনের সংশয় ছেদন ও শিক্ষাষ্টকাদি বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৮০ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

গোবিন্দ রতি মঞ্জরী—শ্রীঘনশ্যাম দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীঘনশ্যাম দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পুত্র, গোবিন্দগতির শিষ্য এবং গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহের পুত্র গ্রন্থের আরন্তে তাঁর বর্ণনীয় শ্লোক যথা—

যঃ শ্রেয়ানিহ দিব্যদদ্গুণযুজামদ্বৈত নাম প্রভু—
নিত্যানন্দ রায় প্রবসপ্রর্যু ক ঘনশ্যামান্তরোল্লাসকঃ।
গান্ধর্ব্বীয়কলা বিলাস রসিকো গান প্রবীন স্বয়ং,
শ্রীগোবিন্দগতির্ভবন্নবনব প্রেমনাং জয়ত্যাশ্রয়ঃ॥

ইহা একটি পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ।

গৌরচরিত চিন্তামণি শ্রীনরহরি দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীগৌর সুন্দরের অষ্টকালীন লীলা বৈচিত্রকে গীতছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ৪৬১ গৌরাব্দে হরিবোল কুটীর নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ খানি সপ্তদশ কিরণে সমাপ্ত।

১ম কিরণে মঙ্গলাচরণ সূত্রাদি বর্ণন, ২য় কিরণে নিশান্তকালীন শয়ন বিলাস, ৩য় কিরণে প্রাতঃকালীয় শয্যোত্থান, ৪র্থ কিরণে প্রাতঃকালীয় ভক্তাবলী বেষ্টিতাদি, ৫ম কিরণে প্রাতঃকালীয় বৃদ্ধানাং স্নেহাদি, ৬ষ্ঠ কিরণে প্রাতঃকালীয় বাৎসল্যবতীনাং প্রেমোৎকর্ম, ৭ম কিরণে প্রাতঃ-কালীয় শ্রীনবদ্বীপ নাগরীনাং চরিত্র, ৮ম কিরণে প্রাতঃকালীয় স্বপ্ন প্রসঙ্গ

৯ম কিরণে প্রাতঃকালীয় শ্রীনবদ্বীপ নাগরীনাং মনোরথাদি, ১০ম কিরণে প্রাতঃকালীয় দেবরমনীনাং তৎ প্রেমাবিষ্ট কৌতুকাদি, ১১শ কিরণে প্রাতঃ কালীয়দেব রমনীনাং প্রেমকলহাদি, ১২শ কিরণে প্রাতঃকালীয় সুরগণানুরাগাদি, ১৩শ কিরণে প্রাতঃকালীয় গন্ধর্ব্ব কিন্নরাভিলাষাদি, ১৪শ প্রাতঃকালীয় গন্ধর্ব্বিনী কিন্নরীনাং মনোরথ প্রকাশাদি, ১৫শ কিরণে প্রাতঃকালীয় নাগগণোল্লাস প্রকাশাদি, ১৬শ কিরণে প্রাতঃকালীয় নাগপত্নীগণানাং বিবিধালাপাদি, ১৭শ কিরণের কিছু অংশ রহিয়াছে।

গৌরপদ তরঙ্গিনী—শ্রীজগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সঙ্কলিত। ১২৪৮ বঙ্গাব্দে তিনি ঢাকার পানকুণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রন্থখানি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ পরিচয় ৮০ জন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তীর্ণ জীবনী রহিয়াছে। শ্রীগৌয়াঙ্গ বিষয়ক পদাবলীর একত্র সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে কেহ করেন নাই। গ্রন্থখানি ১৫১৭টি পদযুক্ত। ১৩১০ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৬টি তরঙ্গে ২৫টি উল্লাস আছে এবং পরিশিষ্টে নানাভাবের সঙ্গীত ও পূর্ব্ব পদকর্ত্তাদের মহিমামূলক ১৩৫টি পদ রহিয়াছে।

গৌয়াঙ্গ পদাবলী—শ্রীল দীনবন্ধু দাস সঙ্কলিত। এই গ্রন্থের পদ সংখ্যা ২৫২টি, এই সঙ্কলনে কিশোরী দাস, সরস মাধুরী, শ্রীপ্রভুচন্দ্র গোপাল, স্‌রজ মিশ্র, বাঁকেপিয়া, বনবিহারী, দীনদাস, রসিক দাস, মনোহর, দামোদর, শাহ আকবর, গোপাল দাস, মীরা প্রভৃতির শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে।

গৌরঙ্গভুষণ মঞ্জাবলী—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী পাদের শিষ্য শ্রীগৌরগণদাস কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি ব্রজভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১ম প্রকরণে শ্রীগুরু স্বরূপ, ২য় প্রকরণে মহাপ্রভুর শৃঙ্গার বর্ণন, ৩য় প্রকরণে প্রার্থনা, ৪র্থ প্রকরণে বিবিধ শৃঙ্গার মঞ্জাবলী ও ৫ম প্রকরণে সিদ্ধান্ত সম্পুটিত সপার্ষদ মহাপ্রভুর সাম্রাজ্য চক্রবর্ত্তীর বর্ণনা রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত--শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃতগ্রন্থখানি দ্বিজশঙ্কর কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। আদি, মধ্য, সন্ন্যাস ও শেষ এই চারিখণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত। ইহাতে মোট ২৯টি অধ্যায় আছে। গ্রন্থের বর্ণনক্রম শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে বিরহান্বিত রাজা প্রতাপরুদ্র মাধব পণ্ডিত সমীপে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মাদি লীলা শ্রবণ করিতেছেন।

গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তি বাক্য—ইতি
শ্রীগৌর লীলামৃতে মহাভাগবতে শাঙ্করীয়ে আদিখণ্ডে
ভগবন্নারদ সংবাদে ভগবদবতারোপক্রমঃ প্রথমোধ্যায়ঃ।

গ্রন্থ শেষ শ্লোকঃ—

চৈতন্য-পদাস্বাদ-প্রসাদাদ্ গ্রন্থয়মতকং।
শ্রীগৌর লীলামৃতং নাম ভবপাশনিকৃন্তনম্।
নানাগ্রন্থং সমালোচ্য সারং সারং সমুদ্ধরণ।
দ্বিজশঙ্করশ্চক্রে তত্র তত্র স্মরণ প্রভুম্॥

গৌরাঙ্গ লীলামৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল স্তোত্রটি বাংলাভাষায় পয়ারছন্দে রচনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত নাম রাখেন। ৪০২ চৈতন্যাব্দে বহরমপুর হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গৌরগণ নিরুপণ—মুরলী বিলাস গ্রন্থের চতুর্থ গৌরগণ নিরুপণ নামক গ্রন্থের একটি শ্লোক দেখা যায়। গ্রন্থের লেখক সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

তথাহি—শ্রীগৌরগণ নিরুপণে—

শ্রীবংশীবদনানন্দঃ শ্রীচৈতন্য সমাজ্ঞয়া,
পুনঃ সমভূনি শ্রীমান্ কথয়ামি ন সংশয়ঃ।"

শ্রীগোবিন্দবল্লভ নাটক সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের শিষ্য কাশীনাথের বংশধর শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর বিরচিত। বীর ভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামবাসী কাশীনাথের পাঁচপুত্র। অনন্ত, কিশোর হরিচরণ, লক্ষ্মণ ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপী চরণ, তৎপুত্র গোকুলা নন্দ, নয়নানন্দ। গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দবল্লভ সঙ্গীত নাটকখানি রচনা করেন।

—০—

চ

চমৎকার চন্দ্রিকা—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-বিনোদের প্রেমলীলা বৈচিত্র অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থখানি বিরচিত। তৎশিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক পয়ারে অনুবাদিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৪র্থ কুতূহলে সমাপ্ত। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক মাত্রই আনন্দে অভিভূত হইবেন।

চাটু পুষ্পাঞ্জলী—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। শ্রীল যদুনন্দন দাস কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত রূপ মাধুরীর বৈচিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে।

এই গ্রন্থ পাঠের ফলশ্রুতি সম্পর্কে বর্ণন যথা—

> "চাটু পুষ্পাঞ্জলী এই স্তবাবলী, যে জন করয়ে গান।
> বৃন্দাবনেশ্বরী, তারে কৃপা করি, দাসীপদ দেন দান॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত। বাংলাভাষায় গৌরাঙ্গ চরিত বিষয়ে সর্ব্বাদি গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী দেবীর পুত্র পিতা বৈকুণ্ঠ বিপ্র হালিসহরের নতিগ্রামের অধিবাসী কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে

তাঁহার জন্ম। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীবাস ভবনে রহিয়া মামগাছিতে বাসুদেব দত্তের সেবায় অবস্থান করেন। পরে দেন্দুড়ায় গমন করতঃ শ্রীপাট স্থাপন করিয়া তথায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে প্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন যথা—

চৌদ্দশত পঁচানব্বই শকাব্দের যখন।
চৈতন্য ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ছিল, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম প্রদান করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—

চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মহিমা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণন যথা—

তথাহি আদিখণ্ডে—৮ম পরিচ্ছেদ—
অরে মূঢ়লোক, শুন চৈতন্য মঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া নির্দ্ধার॥
চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশেই এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি— শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতূকে।
চৈতন্য চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।
তাঁহার কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বদা।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। আদিখণ্ডে ১৫ অধ্যায়; মধ্য খণ্ডে ২৬ অধ্যায়; অন্তখণ্ডে ১০ অধ্যায় রহিয়াছে।

আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব, অধ্যয়ন, নিত্যানন্দ জন্মলীলা, নিত্যানন্দ মিলন, বিবাহ, ঈশ্বরপুরী সমীপে দীক্ষা গ্রহণাদি। মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গের প্রেম প্রকাশ, সঙ্কীর্ত্তন, কাজী উদ্ধার, জগাই মাধাই উদ্ধার, ভক্তগণসহ মিলন, গৃহত্যাগন্ব সন্ন্যাস গ্রহণ। অন্তখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শান্তিপুরে আগমন, নীলাচলে গমন, সার্ব্বভৌমাদি উদ্ধার, গৌড়ে আগমন প্রত্যাবর্ত্তন, প্রেম প্রচারে প্রভু নিত্যানন্দের গৌড়ে আগমন ও প্রেম প্রচারাদি লীলা বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। গ্রন্থখানিতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম-লীলা কাহিনী বিচিত্রভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলাই এই গ্রন্থের মূল বর্ণনীয় বিষয়। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনাকালে শ্রীনিত্যানন্দ আবেশে বিভাবিত হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা বর্ণনে গ্রন্থের সমাপ্তি করেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্ষেত্রলীলা বিশষভাবে বর্ণিত হয় নাই। বৃন্দাবনবাসী মহান্তগণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত রচনায় অফুরন্ত কাব্য প্রতিভার

প্রগাঢ়ত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম নিগূঢ়তম ক্ষেত্রলীলা বর্ণনে উদ্বুদ্ধ করেম। বৈষ্ণব আদেশে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ সম্পাদনে ব্রতী হন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

"নিত্যানন্দ লীলা বর্ণন হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থান॥
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
প্রভু লীলামৃত তিনি করেছেন আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বন।

তাঁহার গ্রন্থে লিখন কার্য্যের আরম্ভ সম্পার্ক বর্ণন।

...তথাহি...শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ৮ পরিচ্ছেদ

আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন।
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লিখি নিলর্জ্জ হইয়া।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদন গোপালে গেলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
দরশন করি কৈলু চরণ বন্দন।
গোসাঞি দাস পূজারী করেন চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু কণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ হরিধ্বনি কৈল।
গোসাঞি দাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞা মালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাঁহাঞি করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥

এইভাবে শ্রীগ্রন্থ লিখন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখামৃত ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সূত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে…অন্তে ১৪ পরিচ্ছদ

স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেই কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার॥

…তথাহি…তত্রৈব…২০ পরিচ্ছেদ…

বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলা আমি সূত্র মাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল।
অতএই সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে।

এইভাবে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি লিখিত হইল শ্রীল কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুরে শ্রীপাট। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র ও প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় কতদিন অবস্থান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আশ্রয়ে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন। জীবনের শেষ যে এই গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন নাহা তাঁহার বর্ণন হইতে উপলব্ধি হয়।

তথাহি--শ্রীচৈঃ চঃ—অন্তে ১ম পরিচ্ছেদ—

"মধ্যলীলা মধ্যে অন্তঃলীলা সূত্রগণ।
পূর্ব্বে গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই করুণার ঘর।
শেষখণ্ড কথা সে তিনখণ্ডের পর॥
চারিখণ্ড কথা হৈল বৈষ্ণব কৃপায়।"

সূত্রখণ্ডে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের পৃথিবীতে অবতীর্ণের পূর্ব্বাভাষের বিষয় বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণসহ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে।

আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের জন্ম হইতে শৈশব চাপল্য, অধ্যয়ন, বিবাহ, বঙ্গদেশে গমন, গয়াযাত্রা, দীক্ষাগ্রহণান্তর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন।

মধ্যখণ্ডে—গৌরাঙ্গের প্রেম প্রকাশ, ভক্তগণ সহ মিলন, ভক্তগৃহে বিলাস। জগাই মাধাই উদ্ধার, সন্ন্যাস গ্রহণ, নীলাচলে গমন, সার্ব্বভৌমে কৃপাদি।

শেষখণ্ডে—দক্ষিণদেশ, গৌড়মণ্ডল ও বৃন্দাবন ভ্রমণ, প্রতাপরুদ্রে কৃপা, বিভীষণসহ মিলন, প্রভুর অন্তর্দ্ধান রহস্যাদি বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের লিখনকাল সম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ না থাকিলেও ইহা যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের পরবর্ত্তী লিখিত হয় তাহার প্রমাণ গ্রন্থকারের গ্রন্থকাব্যের মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে বুঝা যায়।

তথাহি—সূত্রখণ্ডে—

শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস –

চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥

১৪৯৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্যভগবত বিরচিত হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ছিল। সম্ভবতঃ লোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করায় বৃন্দাবনবাসী মহান্তগণ বৃন্দাবনদাস কৃত গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত রাখেন। তাই লোচন ঠাকুরের বর্ণনে ভাগবত গীতে বাক্য থাকায় ইহা প্রতিপন্ন হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শেষাংশে বৃন্দাবনদাস কৃত গ্রন্থের নাম শ্রীচেতন্যমঙ্গল উল্লেখ থাকায়। শ্রীলোচনদাস কৃত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের রচনাকাল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনার পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হয়।

শ্রীচৈতন্য তত্ত্বসার—শ্রীচৈতন্য তত্ত্বসার শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরাম গোপালদাস বিরচিত। ইহাতে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম, তাহাদের পূর্ব্বাবতার তৎসঙ্গে ব্রহ্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পর্য্যন্ত শ্রীগুরু পরম্পরায় বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীরামগোপালদাস শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্যামরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীনরহরি সরকারের শিষ্য চক্রপাণি মজুমদারের পুত্র নিত্যা-নন্দ। তাঁর পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী তাঁর পুত্র শ্যামরায়। শ্যামরায়ের দুই পুত্র মদন রায় ও শ্রীরামগোপাল শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় মাতা চন্দ্রাবলী তাহাকে পালন করেন। রাসেশ্বর ভট্টাচার্য্য সমীপে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

চৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ)—শ্রীজয়ানন্দ মিশ্র বিরচিত। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র,

মাতা রোদিণী। বর্দ্ধমান সন্নিকটে আমাইপুরা গ্রামে বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে জন্ম। তাহার বাল্যনাম 'গুআ', মহাপ্রভু জয়ানন্দ নাম রাখেন। এতদ্বিষয়ে তাহার গ্রন্থের বর্ণন যথা—

তথাহি—বৈরাগ্যখণ্ডে...

মারোদিনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী।
যার গর্ভে জন্মিয়া চৈতন্যানন্দে ভাসি॥

তথাহি...বিজয় খণ্ডে...

বর্দ্ধমান সন্নিকটে, ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম।
তাহায়ে সুবুদ্ধি মিশ্র, গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য
তাঁর ঘরে করিলা বিশ্রাম॥
তাঁহার তনয় গুআ, জয়ানন্দ নাম থুঞা
রোদিনী বান্ধিল তার লয়া॥"

তথাহি...নদীয়া খণ্ডে...

"বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদ মালা পাঞা।
শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বল পাঞা॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত উপচারি॥
শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দ জন্ম মাতামহ গৃহবাসে॥
গুইয়া নাম ছিল মাত্রর মড়াছি আবাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে।
বাপ সুবুদ্ধি তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মন হৈল চৈতন্য মঙ্গলে।

তথাহি…শ্রীশাখা নির্ণয়ে…

বন্দে চৈতন্য দাসকং জয়ানন্দ মহাশয়ম্।
প্রকাশিতো যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্য বিলাসকম্॥

গ্রন্থখানি ৯ খণ্ডে সমাপ্ত।

তথাহি…

প্রথমেত আদি খণ্ডে যুগধর্ম্ম কর্ম্ম।
দ্বিতীয়ে নদীয়া খণ্ডে গৌরাঙ্গের জন্ম॥
তৃতীয়ে বৈরাগ্য খণ্ডে ছাড়ে নিজ বাস।
চতুর্থে সন্ন্যাস খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস॥
পঞ্চমে উৎকল খণ্ডে গেলা নীলাচল।
ষষ্ঠমে প্রকাশ খণ্ডে প্রকাশ উজ্জ্বল।
সপ্তমে তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি।
অষ্টমে বিজয় খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী॥
নবমে উত্তর খণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ।
যুগাবতারে যত করিলা গৌরাঙ্গ।
এই নবখণ্ড গীত চৈতন্য মঙ্গল।
শুনিলে সকল পাপ যায় রসাতল।

১৯৭১ খৃঃ এসিয়াইটিক সোসাইটি হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বিরচিত তিনি কাশীবাসী বৈদান্তিকগণের আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার নাম প্রকাশানন্দ সরস্বতী। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাপ্রাপ্তির পর হইতে তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত হন। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা কালে কাশীধামে গমন করিলে প্রকাশানন্দ সপার্ষদে গৌরাঙ্গ নিন্দায় প্রমত্ত হইলেন এবং বলিলেন…"গৌরাঙ্গের ভাবকালী কাশীপুরে চলিবে না।" প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে কাশীধামে আগমন করতঃ জনৈক ব্রাহ্মণের অনুরোধে তাহার ভবনে সন্ন্যাসী সমাজে মিলিত হন এবং তথায় বিচিত্র লীলা

ভঙ্গীতে প্রকাশানন্দের ভাবান্তর ঘটান। সে সময় হইয়ত সশিষ্য প্রকাশানন্দের গৌরাঙ্গে প্রগাঢ় রতি জন্মিল। সেই রতি ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। এই পূর্ণতার নিদর্শন চৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থখানি ১৮৩ শ্লোকে সমাপ্ত। টীকাকার আনন্দ 'রসিকাস্বাদিনী' নামক টীকায় গ্রন্থখানিকে ১৩টি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

১ম বিভাগে ১...৭ শ্লোকে স্তুতি প্রকরণ, ২য় বিভাগে ৮...১২ শ্লোক প্রণাম, ৩য় বিভাগে ১৩...২৭ শ্লোকে, আশীর্ব্বাদ, ৪র্থ বিভাগে ২৮...৩০ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যভক্ত মহিমা, ৫ম বিভাগে ৩১...৪৫ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যভক্ত নিন্দা, ৬ষ্ঠ বিভাগে ৪৬...৫৬ শ্লোকে দৈন্যরূপ স্বনিন্দা, ৭ম বিভাগে ৫৭-৭৯ শ্লোকে উপাস্য নিষ্ঠা, ৮ম বিভাগে ৮০...৯৯ শ্লোকে লোকশিক্ষা, ৯ম বিভাগে ১০০...১০৯ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যোৎকর্ষতা, ১০ম বিভাগে ১১০...১৩০ শ্লোকে অবতার মহিমা, ১১শ বিভাগে ১৩১-১৩৬ শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপোল্লাস নৃত্যাদি, ১২শ বিভাগে ১৩৭...১৪৬ শ্লোকে শোচক বর্ণিত রহিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শ্যামকিশোর কৃত এক টীকা রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য মত মঞ্জুষা শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীশ্রীনাথ আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি কবি কর্ণপুরের বিদ্যাগুরু। কাঁচরাপাড়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ রায় সেবা স্থাপন করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন।

তথাহি - শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়াং—

"বাচকার পারি পাট্টাদেয়া ভাগবত সংহিতাং।
কুমারহট্টে যৎ কীর্ত্তি কৃষ্ণদেবো বিরাজতে॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব ও তৎপার্ষদগণের পূর্ব্বাবতার তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচিত হয়।

তথাহি—২য় দর্শনে—

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বেড়ি তারা ভক্ত যত।
ক্ষুদ্র হইয়া আমি তাহা কহিব বা কত॥
অশ্বিন্যাদি যথা সপ্ত বিংশতি কথন।
তথানিত্য সিদ্ধভক্ত করিব বর্ণন॥
সংক্ষেপেতে অপরাধ না লবে আমার।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে করিব প্রচার॥"

২৭টি নক্ষত্র বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ পরিকর পরিবৃত শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা বর্ণনই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। ৪৫০ চৈতন্যাব্দে ভজনঘাটের শ্রীসুরেন্দ্র গোস্বামী এই গ্রন্থের প্রকাশ করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত (অপ্রকাশিত অংশ)—এই গ্রন্থখানি শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের অবশিষ্ট অংশ। দেন্দুর দরিদ্র বান্ধব লাইব্রেরী হইতে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও কালনার ভক্তিতত্ত্ব প্রচারালয় হইতে শ্রীগোপেন্দু বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক চৈতন্যাব্দ ৪২৪ প্রকাশিত। ৩টি অধ্যায় রহিয়াছে। ১২, ১৩ ও ১৪ অধ্যায়। ১২ অধ্যায় প্রভু বার বৎসর ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া গৌড়দেশে কুলীন গ্রামে অনন্ত মিশ্রগৃহে অবস্থান বৈভব প্রকাশ তথায় কান্থা রাখিয়া শ্রীবাস ভবনে আগমন। ১৩ অধ্যায়ে খড়দহ, কণ্টক নগরে শ্রীরাম আচার্য্য গৃহে অবস্থান ও সঙ্কীর্ত্তন বিলাস। ১৪ অধ্যায়ে রূপ সনাতন মিলন, বৃন্দাবন গমন ও প্রভুর জগন্নাথে অন্তর্দ্ধান রহস্যাদি বর্ণিত রহিয়াছে।

চৈতন্য শতক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্যদপ্রবর শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বিদ্যাবাচস্পতির ভ্রাতা। তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য গুণে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে জগতে প্রসিদ্ধ হন। কোন এক সময়ে যবনগণ কর্ত্তৃক নবদ্বীপ আক্রান্ত হইলে তাঁহারা নবদ্বীপ ত্যাগ করেন।

পিতা মহেশ্বর বিশারদ কাশীবাস করেন। বাচস্পতি গৌড়ে অবস্থান করেন আর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ক্ষেত্ররাজরাজ প্রতাপরুদ্র আকর্ষণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় নিয়োজিত করেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আগমন করিলে প্রথমে তাঁহার সহিত মিলন হয় ও তাঁহার ভবনে বসিয়া লীলার প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু বেদান্ত শ্রবণ উপলক্ষ্যে শাস্ত্র বিচার দ্বারা তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ ভক্তিপথে আনয়ন করেন। সে সময় হইতে তিনি গৌরপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরম ভাগবতরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে বিচরণ করিয়াছেন। তাঁর গৃহে প্রভুর ভোজন ও জামাতা অমোঘের বর্জ্জন তাঁহার গৌর প্রীতির পরিচায়ক। প্রভু তাঁহার বিদ্যাগর্ব্ব খণ্ডনকালে যখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সময় ক্ষণকাল মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় শত শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুর স্তব করিয়াছিলেন। তাহাই শ্রীচৈতন্য শতক নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ৬ পরিচ্ছেদে

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল একদণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে বর্ণিতে॥

গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য রসায়ন—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বারণে তাহা সম্ভব হয় নাই।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাস—১৩ বিলাস

"বর্ণিতেই গ্রন্থাখ্য চৈতন্যরসায়ন।
স্বপ্নস্থলে মহাপ্রভু করয়ে বারণ॥
ওহে বিশ্বনাথ এ চৈতন্যরসায়নে।
বর্ণিবা পৃথক কিছু করিয়াছ মনে॥

কলিযুগে মোর এই অদ্ভুত বিহার।
অনেক জানিবে সাথে মোর চমৎকার।
মোর লীলারসে মগ্ন মোর ভক্তগণ।
আস্বাদয়ে নানামতে করিয়া বর্ণন॥
যে যৈছে রূপ বর্ণিব, সে সব তৈছে হয়।
না কর সন্দেহ—এ পরমানন্দ ময়॥

*　　*　　*

শ্রীচৈতন্য রসায়নে বর্ণিতেন যাহা।
না হইল গ্রন্থ পূর্ণ, না বর্ণিল তাহা॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুরের বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক গ্রন্থকে শ্রীল প্রেমদাস বা পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া নাম রাখেন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী।

শ্রীচৈতন্য কারিকা—শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস বিরচিত। চৈতন্য, রামদাস, কবি কর্ণপুর তিনভাই। মাতার নাম বিন্দুমতী। কাঁচরাপাড়ায় শ্রীপাট। চৈতন্যদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজন উপযোগী ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে প্রভুর নিমন্ত্রণ কথায় প্রভু তাঁহার প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য কারিকা গ্রন্থখানি ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে বহু আধ্যাত্মিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ কিভাবে শ্রীরূপ কবিরাজ গোস্বামী নীতি-লক্ষণ করিয়া উৎপথগামী হইলেন তাহার বিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

—০—

ছ

ছন্দঃ কৌস্তুভঃ—গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের গুরুদেব শ্রীরাধাদামোদর কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাতে নয়টি প্রভা রহিয়াছে। ১ম প্রভায়···সংজ্ঞা নিবন্ধ, ২য় প্রভায়···সমবৃত্ত ভেদ, ৩য় প্রভায়···অর্দ্ধ সমবৃত্ত ভেদ, ৪র্থ প্রভায়···বিষমবৃত্ত ভেদ, ৫ম প্রভায় বক্তৃ নিরূপণ, ৬ষ্ঠ প্রভায়···পজ্ঝটিকাদি ও রোলাদি পঞ্চদশ ছন্দ, ৭ম প্রভায়···বর্ণ প্রস্তাব এবং ৯ম প্রভায়···মাত্রা প্রস্তাব।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থের টীকা করেন। তাঁহার প্রারম্ভে বর্ণন যথা—

অর্চিত নয়নানন্দো রাধাদামোদরো গুরুর্জীয়াৎ।
বিবৃনোমি যস্য কৃপয়া ছন্দঃ কৌস্তুভমহং মিতবাক্।"

ছন্দঃ সমুদ্র—শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের লেখক শ্রীনরহরি কর্ত্তৃক বিরচিত।

—•—

জ

শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর ক্ষেত্রলীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরামানন্দ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীরামানন্দ রায় ক্ষেত্ররাজ প্রতাপ রুদ্রের অমাত্য ছিলেন। পিতার নাম ভবানন্দ রায়। পাঁচ ভাই, সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও রাজকর্ম্মচারী। ১৪৩২ শকাব্দে গোদাবরী তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মিলন হয়। পরে ক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসহ ব্রজমাধুর্য্য রস আস্বাদনে অতিবাহিত করেন। রাজা পূর্ব্ববৎ বেতন প্রদান পূর্ব্বক গৌরাঙ্গ প্রেম সেবায় তাঁহাকে সহায় করিলেন। তিনি রাধাভাবে বিভাবিত প্রভুকে কৃষ্ণকথা বর্ণনে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। তিনি

নিজে নাটক রচনা করিয়া দেবদাসীগণকে নৃত্য গীত ভাবমাধুর্য্যাদি শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দেবের সম্মুখে প্রত্যহ কীর্ত্তন করাইতেন। শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত ১ম অঙ্কে পূর্ব্বরাগ, ২য় অঙ্কে ভাব পরীক্ষা ; ৩য় অঙ্কে ভাব প্রকাশ, ৪র্থ অঙ্কে শ্রীরাধাভিসার ও ৫ম অঙ্কে শ্রীরাধাসঙ্গম বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা না থাকায় শ্রীগৌরাঙ্গ সহ রায় রামানন্দের মিলনের পূর্ব্বেই রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়।

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন ও ষোড়শ শতাব্দীর শেষে শ্রীঅকিঞ্চন দাস এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন।

জগদীশ চরিত্র বিজয় শ্রীল গৌরাঙ্গপার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য পরম্পরায় পঞ্চম অধস্তন শ্রীআনন্দ দাস কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও তৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমহেশ পণ্ডিতের চরিত্র বর্ণনই এই গ্রন্থের মূল বর্ণনীয় বিষয়। ইহাতে ১২টি বর্ণ রহিয়াছে। ১ম বর্ণে…স্বগুরুবর্গ ও শ্রীগৌরগণের বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ, ২য় বর্ণে…পূর্ব্বদেশে কমলাক্ষ ব্রাহ্মণের পত্নী শ্রীভাগ্যবতীর গর্ভে নারায়ণের বরে ভীম একাদশীতে জগদীশ পণ্ডিতের জন্ম ও অন্নপ্রাশন, ৩য় বর্ণে…বাল্যে কৃষ্ণনামাবেশ, বিদ্যা অধ্যয়ন ও উপনয়নাদি, ৪র্থ বর্ণে…অধ্যাপন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য সঙ্গে শাস্ত্র বিচার ও তাঁহাকে কৃষ্ণ উপদেশ, ৫ম বর্ণে…মহেশ পণ্ডিতের জন্ম ও তপন দুহিতা দুঃখিনীর সহিত জগদীশ পণ্ডিতের বিবাহ, ৬ষ্ঠ বর্ণে…পিতা-মাতার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানে তুলসী কাননে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, গঙ্গাবাস অভিলাষে কনিষ্ঠ মহেশ ও পত্নী দুঃখিনী সহ নবদ্বীপে আগমন, ৭ম বর্ণে…শ্রীচৈতন্যাবতার, হিরণ্য পণ্ডিত সহ মিলন ও কৃষ্ণসেবা প্রকার চিন্তা, একাদশী দিনে নৈবেদ্য ভোজনকালে নিমাইতে জগদীশের কৃষ্ণদর্শন, মহেশের নিকট দুঃখিনীকে রাখিয়া জগদীশের নীলাচল গমন, ৮ম বর্ণে…জগন্নাথের আদেশে জগন্নাথের কলেবর সহ যশোড়ায় আগমন, সেবাস্থাপন ও রাজার প্রতি কৃপা। ৯ম বর্ণে…মহেশ পণ্ডিতের বিবাহ ও

শ্বশুরগৃহে বাস, নিত্যানন্দসহ গৌরাঙ্গের যশোড়ায় আগমন, দুঃখিনীকে মাতৃ সম্বোধনে পরমান্ন ভোজনের আগ্রহ, রন্ধনকালে দুঃখিনীর আবেশ ও হস্ত দিয়া পরমান্ন পড়ায় প্রভু কর্ত্তৃক ব্যথা স্বীকারাদি, গৌর বহির্ম্মুখ পুত্র-ত্রয়ের জগদীশের কোপে গৌরাঙ্গে প্রবেশ, ১০ম বর্ণে···দুঃখিনীর প্রতি গৌরমূর্ত্তি স্থাপনার আজ্ঞা ও স্থাপন প্রকার। ১১শ বর্ণে···মহাপ্রভুর আদেশ নীলাচল পথে জগদীশের অদ্ভুত নৃত্য ও বিনোদী নাম প্রকাশ। গৌড়দেশে ভক্তি প্রদানে নিত্যানন্দ প্রতি আদেশ, খঞ্জ ভগবান আচার্য্য প্রতি পুত্রবর; পুত্র রঘুনাথে দীক্ষাদি সম্বন্ধে শ্রীমুখে জগদীশের প্রতি উপদেশ, কতদিনে পুত্র রঘুনাথকে জগদীশ পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করিয়া খঞ্জ ভগবানের নীলাচলে গমনাদি। ১২শ বর্ণে রঘুনাথের মালিপাড়ায় গমন, জগদীশের কন্যা রসমঞ্জরী ও পুত্র রামভদ্র, গঙ্গামাতার পুত্র গোপাল বল্লভের সহিত রসমঞ্জরীর বিবাহ, পৌষ শুক্লা তৃতীয়ায় জগদীশের অন্তর্দ্ধান আদি বর্ণিত রহিয়াছে।

জয়দেব চরিত্র—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীবনমালী দাসের বিরচিত। শ্রীগীতগোবিন্দ রচয়িতা শ্রীল জয়দেব জীবন চরিত্র ইহাতে বর্ণিত রহিয়াছে। বনমালী দাসের পরিচয়।

তথাহি—কর্ণানন্দ—

বনমালী দাস নাম বৈদ্যকুলে জন্ম।
প্রভুর প্রিয় সেবক, কেবা জানে তার মর্ম্ম॥

—০—

দ

দানকেলি কৌমুদী—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। ইহা পরিস্ফুটিত একটি একাঙ্ক নাটক। শ্রীকৃষ্ণের দানলীলার প্রেম বৈচিত্র্য পরিস্ফুটিত রহিয়াছে। গোস্বামী পাদের এই গ্রন্থ রচনার কারণ সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকর—৫ম তরঙ্গে—

"ললিত মাধব বিপ্রলম্ভ সীমা যাতে।
পূর্ব্বে দিয়াছিলা রঘুনাথে আস্বাদিতে॥
গ্রন্থ পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥

*　　*　　*

শ্রীরূপ গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি।
দানকেলি কৌমুদী বর্ণিলা শীঘ্র করি।

গ্রন্থের রচনাকাল—মনুশতে চন্দ্রস্বর সমন্বিতে' অর্থাৎ ১৪৭১ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় শ্রীযদুনন্দন ঠাকুর এই গ্রন্থের পয়ারানুবাদ করেন।

দানকেলি চিন্তামণি—শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর দানকেলি কোমুদী পাঠে সুস্থ হইয়া ভাবাবেগে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে নৈমিত্তিক দানলীলাই বর্ণিত হইয়াছে।

দশম টিপ্পনী—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বিরচিত। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থের বর্ণন যথা

"শ্রীসনাতন কৈল দশম টিপ্পনী"

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ১ম পরিচ্ছেদ···

"হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত॥"

দিনমণি চন্দ্রোদয়···দিনমণি চন্দ্রোদয়গ্রন্থখানি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ রামানন্দ রায়ের বংশধর শ্রীমনোহর দাসের বিরচিত। মনোহর দাসের বংশ বিবরণ যথা···

তথাহি···শ্রীদিনমণি চন্দ্রোদয়ে···

"জগন্নাথ নাটক দেখি আনন্দিত মন।
পরপিতামহ রামানন্দ রায় যেহ হন॥
বাণীনাথ পটুনায়েক মহাশয়।
রামানন্দ ভ্রাতা তিঁহ মোর জ্ঞান হয়॥
বাণীনাথের হইল দুইটি তনয়।
গোকুলানন্দ হরিহর রায় মহাশয়।
তাহার তনয় এক গোবিন্দাবন্দ হৈল।
মহাবিদ্যাবান তিঁহ এই ত কহিল।
তার দুই পুত্র হৈল নিত্যানন্দ মনোহর।
নিজ গ্রাম ছাড়ি পিতা আইল কটকনগর॥
কটকে করিলা তিঁহ এক রাজধানী।
অল্পকাল কিছু নয় জোয়ারের পানি।
দুই পুত্র রাখি পিতা হইল অন্তর্দ্ধান।
সকল লইয়া উড়িয়া রাজা করিয়া শাসন।
কিঞ্চিৎ রাখিল নিজ গ্রাম সাতখানি।
আর সব লইল রাজা করিয়া শাসনি।
দুঃখিত হইয়া ভ্রাতা সব ছাড়িয়া আসিল।
বিদ্যানগর গ্রামে পরিজন রাখিল।
মাতার চরণে ভ্রাতা বিদায় মাগিয়া।
আইল উত্তর দেশে বিষয় লাগিয়া।
আমিও বালক ভালমন্দ নাহি জানি।
কতদিনে সমাচার পাঠাল আপনি॥
বর্দ্ধমান পরগণা কহিল লিখনে।
আনাইল ভ্রাতা মোরে করিয়া যতনে॥

দিনমণি চন্দ্রোদয়ের বর্ণনীয় বিষয় যথা···

তথাহি...

"প্রথম সূত্রেতে কৈনু সামান্য বিশেষ।
দ্বিতীয় সূত্রেতে কিনু কতক নির্দ্দেশ॥
তৃতীয় সূত্রেতে কৈনু নিত্য বিবরণ।
চতুর্থ সূত্রেতে কৈনু রাসলীলা অনুক্ষণ॥
পঞ্চমেতে জীবতত্ত্ব করিনু আভাষ।
ষষ্ঠমে কহিনু রাগবিধির প্রকাশ॥
সপ্তমেতে যোগতত্ত্ব করিনু বিচার।
অষ্টমেতে বর্ণাশ্রম তাহাতে প্রচার॥
নবমেতে নামামৃত সূত্র যে কহিল।
দশমেতে বিবর্ত্ত বিলাস হয় সার।
একাদশে আদি তত্ত্ব রসের বিচার॥
দ্বাদশেতে ব্রহ্ম নিরূপণ কৈনু।
ত্রয়োদশে শাস্ত্র আদি তত্ত্ব বিচায়িনু॥
চতুর্দ্দশে সাধন তত্ত্ব কিঞ্চিৎ কহিনু॥
সপ্তদশে প্রেম প্রয়োজন কিছু কৈনু॥
অষ্টাদশে সুরতলীলা তত্ত্বের বিচার।
ঊনবিংশতি সূত্রে কৈনু উদ্গার প্রচার॥
বিংশতিতে নিজকার্য্য আপন প্রাবল্য॥
একবিংশে নিজগোষ্ঠী বিচার করিনু।
শ্রীঅনঙ্গ মঙ্গরীর পদে আশ।
দিনমণি চন্দ্রোদয় কহে মনোহর দাস॥

দুর্ল্লভ সার—শ্রীল লোচন দাস বিরচিত। গ্রন্থখানি চারখণ্ডে সমাপ্ত বর্ণনীয় বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা

তথাহি—শ্রীদুর্ল্লভসার—সূত্রখণ্ড—

"সূত্রখণ্ডে আদি কথা অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে।
জন্মাদি রহস্য কথা কহিল মধ্যখণ্ডে।
সন্ন্যাস খণ্ড কহিল এই করুণার ঘর।
শেষখণ্ড কথা এই তিনখণ্ডের পর॥
চারিখণ্ড পুঁথী কৈল বৈষ্ণব কৃপায়।"

দৈশিক নির্ণয়—শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত। ইহাতে শ্রীগুরু নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে গুরু-শিষ্যের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

—০—

ধ

ধাতু সংগ্রহ—শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। ইহাতে আদি ধাতুর স্থুল সংগ্রহ এবং অর্থ নির্দ্দেশ হইয়াছে।

প্রথম শ্লোকঃ—"কৃষ্ণলীলাকথাবীজ রূপধাতুগণো ময়া।
পংক্ষেপাদ বক্ষ্যতে তেন কৃষ্ণোমহ্যং প্রসীদতু।

শেষ শ্লোকঃ—হরিনামামৃত স্তৈবা সংক্ষেপাদ ধাতু পদ্ধতিঃ।
ময়া কৃত প্রযুক্তস্থে ধাতুংস্তাক্ত্বাকচিৎ কচিৎ।"

ধামালী—শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহিমামূলক পদাবলী। শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা-ভুক্ত। মল্লদেশে তাঁহার নিবাস।

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—

"গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী।"

তথাহি – শাখা নির্ণয়ে—

"বন্দে গোবিন্দমাচার্য্যং কৃষ্ণপ্রেম সুধালয়ম্।

গোবিন্দোল্লাস রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম্ ॥

ধামালী—শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমামূলক পদাবলী।

—•—

ন

নরহরি শাখা নির্ণয়—শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরামগোপাল দাস বিরচিত। ইহাতে শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ-প্রবর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্যগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে।

নরোত্তম বিলাস—শ্রীনরোত্তম বিলাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপার্থিব চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি লিখিত। গ্রন্থের লেখক শ্রীনরহরি দাস। পানিশালার নিকটে রেঞাপুর গ্রামে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ বিপ্রের পুত্ররূপে নরহরি দাসের আবির্ভাব। তাহার গুরু পরিচয়—শ্রীনিবাস আচার্য্য—রামচন্দ্র কবিরাজ —হরিরামাচার্য্য—গোপীকান্ত—মনোহর—নন্দকুমার—নৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীনরহরি দাস। তিনি রসুয়া নরহরি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের আদেশে তাঁহার রন্ধনকার্য্যে ব্রতী হইয়া রসুসা নরহরি নাম ধারণ করেন এবং শ্রীগোবিন্দের আদেশেই তিনি ভক্তিগ্রন্থ লিখনকার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত, নামামৃত সমুদ্র, অদ্বৈত বিলাস, বহির্ম্মুখ প্রকাশ এবং গৌর চরিত্র চিন্তামণি ও গীতচন্দ্রোদয়, রাগরত্নাকর প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্র রচনা করেন।

গ্রন্থখানি দ্বাদশ বিলাসে সম্পূর্ণ আলোচ্য গ্রন্থে লোকনাথ প্রভুর চরিত্র, ঠাকুর নরোত্তমের জন্ম, বৃন্দাবন যাত্রা, গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন, গৌড়মণ্ডল ও নীলাচল ভ্রমণ, খেতুরীতে বিগ্রহ স্থাপন, বৈষ্ণব আগমন ও মহামহোৎসব, প্রেমপ্রচার ও সঙ্গোপন লীলাদি বর্ণিত রহিয়াছে। তৎসঙ্গে নরোত্তমের শাখার বর্ণন রহিয়াছে।

শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থখানি শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পরেই রচিত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীনরোত্তম বিলাসের ১ম বিলাসের বর্ণন যথা…

"পরম অদ্ভুত যশে জগৎ ব্যাপিল।
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে কিছু বিস্তারিল॥

নরোত্তম বিলাস গ্রন্থের সমাপ্তি কাল যথা…

তথাহি…শ্রীনরোত্তম বিলাসে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ে
"বৈষ্ণব গোসাঞিঁর কৃপামতে বৃন্দাবনে।
মাঘে গ্রন্থপূর্ণ হৈল পৌর্ণমাসী দিনে।"

নন্দীশ্বর চন্দ্রিকা…গোবর্দ্ধনের সিদ্ধবাবা শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সম্পাদিত। আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ ও ব্রজরীতি চিন্তামণি প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের শ্রীনন্দীশ্বর মহিমা গ্রহণ করিয়া পয়ারছন্দে রচনা করেন। নন্দগ্রাম, বর্ষাণ ও জাবটের বিশেষ পরিচয় বর্ণিত রহিয়াছে। ১৭৪০ শকাব্দে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়।

নবপদ্য—শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য শ্রীনরসিংহ কবিরাজ বিরচিত। তাঁহার ছোট ভাই কবিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ কবিরাজ। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নবপদ্যের শ্লোক দেখা যায়।

তথাহি…৩য় তরঙ্গে…

গ্রন্থং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভোশ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জন-মুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।

দুঃখৌঘৈঃস মুহূর্মুর্মুচ্ছে ভগবান দৃষ্টাথ ভক্ত ব্যথা
মাশ্বাস্যতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্ ॥

নাটক চন্দ্রিকা···শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। ললিত মাধব নাটক ও বিদগ্ধ মাধব নাটকের লক্ষণ, উদাহরণ ও লক্ষ্য বিষয়ের সমন্বয়ের জন্য গোস্বামীপাদ এই গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন এবং গ্রন্থের উদাহরণে প্রায়ই ললিত মাধবের উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন।

নামার্থ সুধা—শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বিরচিত। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৯শ অধ্যায়ে ১৪২টি শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থকার এই বিষ্ণু সহস্র নামের ভাষ্যরূপে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১-১৩ শ্লোকে অবতরনিকা, ১৪-১২০ শ্লোকে সহস্র নাম, ১২১-১৪২ শ্লোকে ফলশ্রুতি বর্ণিত রহিয়াছে।

নায়িকা রত্নমালা—সঙ্কলয়িতার পরিচয় অজ্ঞাত। বন্দনার শ্লোকে "কৃষ্ণকিঙ্করের শিষ্য" বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে ৬৯ প্রকার নায়িকার অবস্থা বর্ণিত রহিয়াছে। ৭ জন পদকর্ত্তার মোট ৬৪টি পদ রহিয়াছে। চন্দ্রশেখর কৃত ৪৫টি, শশিশেখর কৃত ১৩টি, মনোহর দাসের ২টি, বাকী চার জনের এক একটি পদ রহিয়াছে। ৩টি সংস্কৃত পদ রহিয়াছে।

নামামৃত সমুদ্র—শ্রীল নরহরি দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। দৈবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব বন্দনার ন্যায় এই গ্রন্থখানিতে সপার্ষদ শ্রীগৌর সুন্দরের বন্দনা রহিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৮৯১ নং পুঁথী।

নিত্যানন্দ চরিতামৃত—শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে প্রভু নিত্যানন্দের জীবনকাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থের লেখক শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ আদিখণ্ডে তিনটি অধ্যায়। মধ্যখণ্ডে ১০টি অধ্যায় ও অন্তঃখণ্ডে ১৩টি অধ্যায় বর্ণিত রহিয়াছে। আদিখণ্ডে প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব, বাল্যলীলা, গৃহত্যাগ

তীর্থভ্রমণ ও মাধবেন্দ্রপুরীসহ মিলন।

মধ্যখণ্ডে—শ্রীগৌরাঙ্গসহ নবদ্বীপে মিলন, শ্রীবাস গৃহে ব্যাস পূজা, জগাই-মাধাই উদ্ধার ও শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসাদি।

অন্তঃখণ্ডে—প্রভুকে লইয়া ক্ষেত্রে গমন, দণ্ডভঙ্গ, প্রেম প্রচারে গৌড়ে আগমন, দার পরিগ্রহ ও প্রভু বীরচন্দ্রের জন্ম।

পরিশিষ্টে প্রভু নিত্যানন্দের শাখা বর্ণন।

শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার গ্রন্থখানি শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্দ্রের জীবন আলেখ্যই মূল বর্ণনীয় বিষয়। গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। মোট দশম স্তবকে সমাপ্ত। আদ্যলীলায় ৩টি স্তবক, মধ্যলীলায় ৫টি স্তবক ও অন্তংলীলায় ৪টি স্তবক রহিয়াছে।

আদিলীলা—প্রভু নিত্যানন্দের গৌড়ে আগমন, বিবাহ, প্রভুচন্দ্রের জন্ম, অভিরাম কর্তৃক পরীক্ষা, নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান, বীরচন্দ্রের দীক্ষা, নীলাচল গমন, দক্ষিণ ভ্রমণ, বিবাহ, খড়দহে আগমন ও নাড়ী সৃষ্টি করিয়া করিয়া নাড়াগণের শক্তি খর্ব্ব ও বংশ প্রকাশ।

মধ্যলীলা—বীরচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ, জাহ্নবার বৃন্দাবন গমন গোপীজন বল্লভে দীক্ষা, জাহ্নবার অন্তর্দ্ধান, বীরচন্দ্রের পূর্ব্বদেশ ও উত্তর দেশ ভ্রমণ, লতাগদী ও মালদহে শ্রীপাট স্থাপন।

অন্তঃলীলা—বীরচন্দ্রের রাঢ়দেশ ভ্রমণ, শ্রীনিবাস আচার্য্য, গতি-গোবিন্দ, বীর হাম্বীরসহ মিলন, ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন ও শ্রীজীব গোস্বামীকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার গ্রন্থদ্বয় মৎপ্রণীত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার ১ ও ২ বর্ষের সংখ্যা চতুষ্টয়ে প্রকাশিত হইয়াছে এবং গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে।

নিকুঞ্জকেলি বিরুদাবলী শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিচরিত। ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জকেলি বিলাসাদির লীলাসূত্র বর্ণিত রহিয়াছে। ১৬০০ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

নিকুঞ্জরহস্য স্তব— শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসরহস্য নির্য্যাস পরিপূরিত এই গ্রন্থখানি ব্রজগোপী আনুগতে ভজনশীল সাধকগণের কণ্ঠহার। ইহা নিত্য আস্বাদ্য ও আলোচনীয় বিষয়। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবংশীবদন বঙ্গভাষায় ত্রিপদী ছন্দে রচনা করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

তথাহি —

"ধনি ধনি তাহি বিশেষ নব রঙ্গিনী সখি মণি সঙ্গহি সঙ্গ।
শ্রীরূপ যৈছন প্রকুট নিহারয়ে ঐছন রচে রস রঙ্গ ॥
সুনিভৃত নিকুঞ্জ রহস্য স্তব সুন্দর বান্ধল সংস্কৃত ছান্দে।
তছু যুগচরণ কৃপা অনুসারই বংশী পয়ার কার বান্ধে ॥

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ পদাবলী।
তবে রচিলেন বংশী হইয়া ব্যাকুলি ॥
বংশীবদনের পদ নিকুঞ্জ বিহার।
বৈষ্ণবগণের হয় কণ্ঠ মণিহার ॥"

— ● —

প

পদ কৌস্তুভঃ ও ব্যাকরণ কৌমুদী—এই গ্রন্থদ্বয় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত। পানিনি ব্যাকরণ হইতে সূত্র সংগৃহীত হইয়া বৃত্তি আকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমন সেবাইত

শ্রীদামোদর গোস্বামীর নিকট গ্রন্থদ্বয় আছে। ব্যাকরণ কৌমুদীর একখানা পুঁথী বৃন্দাবনে শ্রীরাধাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে।

পদ্ধতি—শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলা রাগমার্গীয় সাধকগণের স্মরণ-মননের একমাত্র পাথেয়। এই সকল তথ্য সম্বলিত গ্রন্থকে বলে—পদ্ধতি। সম্প্রদায়ে বহু পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও তিনখানি সর্ব্বজনাদৃত, (১) গোপালগুরু পদ্ধতি, (২) ধ্যানগোস্বামী পদ্ধতি, (৩) সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা পদ্ধতি।

শ্রীগোপালগুরু পদ্ধতি—শ্রীগোপালগুরু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য। ইহার নাম শ্রীমকরধ্বজ। পিতা শ্রীমুরারি পণ্ডিত। মকরধ্বজ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পদাশ্রয় করতঃ ক্ষেত্রে বাস করেন। প্রভু কর্তৃক গোপালগুরু নাম প্রদান ও অভিরাম কর্তৃক পরীক্ষাই গোপালগুরুর মহিমার নিদর্শন।

গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত প্রণাম স্মরণ পদ্ধতি ও সেবা স্মরণ পদ্ধতি। পুস্তকখানি মাদ্রাজে গভর্ণমেণ্ট পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত আছে।

ধ্যান গোস্বামী পদ্ধতি শ্রীপাদ ধ্যান গোস্বামী শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর পদ্ধতি অনুসরণে এই গ্রন্থ লিখিত হইলেও সাধকের সাধন উপযোগী অতিরিক্ত কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের অষ্টকালীয় লীলা সনৎকুমার সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা পদ্ধতি- সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা উৎকলে করণ-কুলে আবির্ভূত হন পিতা সনাতন কাননগো, মাতা মঙ্গরাজ কন্যা-জরী। বটকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র দুই ভাই। শৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। ষোড়শ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজধামে গমন করতঃ নরোত্তম পরিবারভুক্ত হন এবং ব্রহ্মকুণ্ডে বাসকারী পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শ্রীবৈষ্ণবচরণ

দাসের সমীপে অবস্থান করিয়া ভজনশিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর জয়পুরে গমন করিয়া শ্রীগোবিন্দের সেবায় ব্রতী হন। কিছুদিন পরে পুনঃ বৃন্দাবনে আগমন করিয়া ভজনে নিরত হন এবং ভজন প্রভাবে শ্রীমতী রাধিকা, ললিতাদেবী ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর দর্শন লাভ করেন। শেষে তিনি গোবর্দ্ধনেই অবস্থান করিতেন। সিদ্ধবাবার পদ্ধতি দুই ভাগে বিভক্ত ১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ নিরূপন। ২) সাধনামৃত চন্দ্রিকা। শ্রীসাধনামৃত চন্দ্রিকা গ্রন্থখানি ১৭৫০ শকাব্দে রচিত হয়। সিদ্ধ বাবা ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া সংস্কৃতানাভজ্ঞ সাধকগণের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন।

পদ্ধতি প্রদীপ—শ্রীপদ্ধতি প্রদীপ গ্রন্থখানি শ্রীঘনশ্যাম দাস বিরচিত। শ্রীগোপালগুরু পদ্ধতি ও শ্রীধ্যানগোস্বামী পদ্ধতির ন্যায় প্রণাম ও স্মরণের আধিক্য দেখা যায় এবং ইহাতে শ্রীধাম নবদ্বীপও সপরিবার শ্রীগৌরস্নুন্দরের প্রণামাদি বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

উপসংহারের বচন—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য ভজনক্রম পদ্ধতিং।
সাধকানাং প্রমোদায় সংক্ষেপাদ গৃহ্যতেময়া॥
দীনে ময় ঘনশ্যামে কৃপামেতৎ কুরু প্রভো।
শ্রীপদ্ধতি প্রদীপস্তদাগ্রহো ভবতু জীবনন্।

গ্রন্থকার ঘনশ্যাম দাস শ্রীভক্তি রত্নাকর প্রণেতা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী (নরহরি দাস) কি-না বিচার্য্য।

পদরস সার—পদরসসার গ্রন্থখানি শ্রীনিমানন্দ দাস সঙ্কলিত। পদকল্পতরু আদর্শে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ইহাতে প্রায় ২৭০০ পদ রহিয়াছে। পদকল্পতরুর অতিরিক্ত ২১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে স্বলিখিত ২৪৬টি পদ আরোপ করিয়াছেন। ২৭০০ পদের মধ্যে মাত্র ৬৫০টি পদ পদকল্পতরুতে নাই।

পদরত্নাকর পদরত্নাকর গ্রন্থখানি ১২১৩ বঙ্গাব্দে শ্রীকমলাকান্ত দাস কর্তৃক পঙ্কলিত। গ্রন্থের ৪৩টি তরঙ্গে ১৩.৮টি পদ রহিয়াছে। ৩/৪ জন অজ্ঞাত পূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী গৃহীত হইয়াছে।

পদকল্পলতিকা এই গ্রন্থখানি শ্রীগৌরীমোহন দাস সঙ্কলিক। এই গ্রন্থখানি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থখানির পদ-সংখ্যা ৩৫১।

পদরত্নাবলী—পদরত্নাবলী গ্রন্থখানি শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত। ৬০০ অধিক পদ সমন্বিত। অধিকাংশই অপ্রকাশিত পূর্ব্ব। ইহাকে পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রপূর্ত্তি বলা যায়। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং দুরূহ ও অধুনা অপ্রচলিত শব্দে ব্যাখ্যা থাকায় পদাবলী সমালোচকগণের বিশেষ সহায়ক।

পদচিন্তা মণিমালা—পদচিন্তা মণিমালা গ্রন্থখানি প্রসাদ দাস (গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহার অধিকাংশ ব্রজবুলিতে রচিত। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় ব্রজবুলি ভাষার স্বর বিষয়ক ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিবৃতি রহিয়াছে।

পদ সমুদ্র—পদসমুদ্র আউল মনোহর দাস সঙ্কলিত। ইনি জ্ঞান-দাসের বন্ধু ও গুরুভাই ছিলেন। ইনি হুগলী জেলায় বদনগঞ্জে সমাধিস্থ হইয়াছেন। এই গ্রন্থে ১৫০০০ পদাবলীর সংগ্রহ হইয়াছে বলিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্রকাশ। কিন্তু গ্রন্থখানি এখন অদৃশ্য। ইহার গ্রন্থাবলী শ্রীউদ্ধারণ দত্তের বংশধর শ্রীহারাধন দত্তের গৃহে আছে।

পদামৃত সমুদ্র—পদামৃত সমুদ্র গ্রন্থখানি শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্কলিত। বংশ পরিচয়—শ্রীনিবাস আচার্য্য—গতিগোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ—জগদানন্দের পুত্র ও শিষ্য রাধামোহন ঠাকুর। পদামৃত সমুদ্রের মঙ্গলাচরণের বর্ণন যথা -

বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কং।
গীতার্থ বিস্তারে প্রবৃত্তো যৎকৃপাশয়া ॥
গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
প্রসাদ পদসংযুক্তং বন্দেঽহং করুনার্নব ॥
আচার্য্য প্রভু বংশাংশ্চ বন্দতে তৎ কুলোদ্ভবঃ।
কোঽপি দুষ্টঃ পবিবারাংস্তদেক গতমানসান।

রাধামোহন ঠাকুর তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের অগ্রগণ্য ছিলেন। সে সময় স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া প্রবল বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন রাধামোহন ঠাকুর ছয়মাস কাল প্রতিবাদ করিয়া পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী সহিযুক্ত জয়পত্র ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে রেজেষ্টারী করা হয়। তিনি মালিহাটা গ্রামে বাস করিতেন। তিনি মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন।

পদামৃত সমুদ্রে ৭৫০টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে স্বরচিত ২২৮টি। গ্রন্থে ৩৮ জন পদকর্ত্তার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে।

পদকল্পতরু—পদকল্পতরু গ্রন্থখানি শ্রীবৈষ্ণবদাসের সঙ্কলিত। টেঞা বৈদ্যপুরে তাঁহার বাস। নাম শ্রীগোলকানন্দ সেন, শ্রীনিবাসাচার্য্য বংশের শ্রীরাধামোহন ঠাকুর তাঁহার গুরুদেব। শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের স্বকীয়া ও পরকীয়া বিচার কালে তিনি সেই সভায় বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার সহ উপস্থিত ছিলেন॥ তিনি একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সুরকে 'টেঞার ছপ' বলে। রাধামোহন ঠাকুরের গ্রন্থ দেখিয়া বৈষ্ণব দাস আর কিছু মহাজন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া কালোচিত ও ভাবোচিত রসের সমাবেশ করেন। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলন গ্রন্থের সর্ব্ববৃহৎ, সর্ব্ব জনাদৃত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সঙ্কলন সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥

গ্রন্থ কৈল পদামৃত্ত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি পান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই 'গীত কল্পতরু' নাম কৈল সার।
পূর্ব্ব রাগাদিক্রমে চারিশাখা যার॥

গ্রন্থখানি চারি শাখায় বিভক্ত। ১ম শাখায় ১১টি, ২য় শাখায় ২০টি ৩য় শাখায় ৩১টি ও ৪র্শ শাখায় ২৬টি পল্লব রহিয়াছে। গ্রন্থে ১৩০ জন কবির পদ সম্বলিত ৩১০৩টি পদ রহিয়াছে।

পরকীয়াত্ব নিরূপণং—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। জয়পুর শ্রীগোবিন্দ গ্রন্থাগার হইতে সংগৃহীত একখানা ২৯ পত্রাত্মক পুঁথিতে এবং বৃন্দাবনে পুরান শহরে গোবর্দ্ধন ভট্টজীর সংগ্রহশালায় ২২ পত্রাত্মক পুঁথিতে 'পরকীয়াত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদকৃত সংগ্রহ বিদ্যমান। ইহার আদ্যোপান্ত প্রতিলিপি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে।

স্বকীয়াত্ব নিরাস বিচার—জয়পুরের গ্রন্থাগারে ১০ পত্রাত্মক এক খানা খণ্ডিত পুঁথি এবং বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন ভট্টজির সংগ্রহশালায় ৬ পত্রাত্মক পুঁথিতে স্বকীয়াবাদ নিরাস করিয়া পরকীয়া স্থাপিত হইয়াছে।

পরকীয়ারস স্থাপন সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল গিরিধর দাসের বিরচিত। তৎকৃত মঙ্গলাচরণের শ্লোক॥ যঃ শ্রীখণ্ডাচল ইব ভুব ব্যাপ্ততঃ

শ্রীল খণ্ড-স্তত্রাস্তে শ্রীনরহরিরিব প্রেমদে যঃ স্বপাল্যে।
যত্র স্বাস্তে বিলসতি সদা শ্রীল চৈতন্য চন্দ্রঃ
সোহয়ং শ্রীমন্নরহরিরিব প্রেমমূর্ত্তির্গতির্নঃ।

ইহাতে চারটি বিরচন রহিয়াছে। প্রতি বিরচনের সমাপ্তি যথা— ইতি—শ্রীমন্নরহরি গদাধর গৌরাঙ্গ চরণ নখেন্দুকিরণ-স্মৃত্যনুভব প্রস-দমান সেন কেনাপি ক্ষুদ্র তংেন গিরিধর দাসের লোচনরোচনী—দুর্গমসঙ্গকনী-সন্দর্ভাদ্যুক্তবাক্যান্যাহৃত্য কৃতি রসিক ভক্ত জনানন্দসন্দোহদপরকীয়া স্থাপন সিদ্ধান্ত সংগ্রহে সূত্র কথনং নাম প্রথমং বিরচনম্।" শ্রীখণ্ডে রাখালানন্দ ঠাকুরের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ বিরাজমান।

প্রমেয় রত্নাবলী—প্রমেয় রত্নাবলী গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত। মাধবাচার্য্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্যরূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক তদীয়মতে নয়টি প্রমেয় স্বীকৃত ও বিচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ ইহার 'কান্তিমালা' নামে টীকা রচনা করিয়াছেন।

প্রযুক্ত্যাখ্যচন্দ্রিকা—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বিরচিত। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ তালিকায় এই গ্রন্থের নাম দেখা যায়।

প্রার্থনামৃত তরঙ্গিনী—গোবর্দ্ধনের সিদ্ধবাবা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সঙ্কলিত বিপুলাকৃতি প্রার্থনাসংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে ১২টি ধারা রহিয়াছে। ১ম ধারায় ৪টি পদ শ্রীগুরু প্রার্থনা। ২য় ধারায় ১৭টি পদ গৌরচন্দ্রের প্রার্থনা, ৩য় ধারায় ২৬টি পদ দৈন্যময়ী, ৪র্থ ধারায় ২৩টি পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা, ৫ম ধারায় ১৮টি পদ মনঃশিক্ষা, ৬ষ্ঠ ধারায় ১৩টি পদ লোকশিক্ষার্থ প্রার্থনা, ৭ম ধারায় ১১টি পদ সাধন লালসা, ৮ম ধারায় ৮৮ পদ দর্শন সেবন লালসা, ৯ম ধারায় ৬২টি পদ সেবাভিলাষ, ১১শ ধারায় ১৩টি পদ সেবালালসা, ১২শ ধারায় ১৪টি দৈন্যমূলকপদ—সর্ব্বমোট ৩২৬টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৩০ জন পদকর্ত্তার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। ৭ম হইতে ১১শ ধারা পর্য্যন্ত স্মরণভক্তি যাজকগণের বিশেষ উপযোগী।

পাষণ্ড দলন শ্রীঠাকুর নরোত্তম বিরচিত। বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে শ্লোকের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া বহুমুখী ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ইহাতে মোট ৮৫টি শ্লোক বিদ্যমান।

শ্রীপাট নির্ণয় — শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থখানি বৈষ্ণবতীর্থ বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব তীর্থগুলির ভৌগোলিক বিবরণ বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানির লেখক শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরামগোপাল দাস। গ্রন্থখানির সমাপ্তিকাল সম্পর্কে গ্রন্থের বর্ণন যথা

তথাহি—

সাত অঙ্ক শর ব্রহ্ম শক নরপতি।
মধুমাস সোমবার রামনবমী তিথি॥
পরিপূর্ণ প্রেমাবেশে গ্রন্থের বর্ণন।”

সাত-৭, অঙ্ক-৯, শর ৫, ব্রহ্ম-১, অর্থাৎ ১৫৯৭ শকাব্দের চৈত্র মাসের রাম নবমী তিথিতে সোমবারে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

পাট পর্য্যটন—শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থখানি বৈষ্ণবতীর্থ বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার লেখক শ্রীঅভিরাম দাস। ইহার শ্রীগুরুদেবের নাম শ্রীরত্নেশ্বর। ইহার শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় নামে আর একখানি গ্রন্থ দেখা যায়। অভিরাম দাসের কাল সম্পর্কে জানা না গেলেও তিনি যে শ্রীরামগোপাল দাসের পরবর্ত্তী তাহা তাহার লেখনী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটন—

“পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার।
তা দেখি এই চম্বুক হইল নির্দ্ধার॥
পাট পর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল।
অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল॥”

শ্রীঅভিরাম দাস শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থ দেখিয়াই শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থখানি রচনা করেন।

শ্রীপাট পর্য্যটন ও শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থদ্বয় মৎপ্রণীত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রার্থনা শ্রীল নিত্যানন্দ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত পাবনা জেলায় গরানহাট পরগনার খেতুরী গ্রামে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্ররূপে ঠাকুর নরোত্তমের জন্ম হয় দ্বাদশ বর্ষ বয়সে নিত্যানন্দ রক্ষিত পদ্মাগর্ভ হইতে প্রেম প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় প্রভু লোকনাথের চরণাশ্রয় ও শ্রীজীব গোস্বামীর সমীপে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পরে গোস্বামী গ্রন্থাবলী প্রচার উদ্দেশ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্য, প্রভু শ্যামানন্দ সমভিব্যবহারে গৌড়দেশে আগমন কয়িয়া প্রেম প্রচারের সূচনা করেন। শ্রীবিপ্রদাসের ধান্যগোলা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট করিয়া এবং শ্রীরাধাকান্তাদি পঞ্চবিগ্রহ নির্ম্মাণ করতঃ খেতুরী ধামে স্থাপন করেন। সে সময় সঙ্কীর্ত্তনে যে নবতালের সৃজন করেন তাহা 'গরানহাটী সুর' নামে প্রসিদ্ধ। প্রতিষ্ঠাকালে তৎসাময়িক প্রকট সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং সে সময় সঙ্কীর্ত্তনে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেকালে প্রকটাপ্রকটের অভিন্নতা প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীনিবাসচার্য্য শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল। তিনি প্রায়ই নির্জ্জনে থাকিতেন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের অপ্রকটের পর বিরহ বিক্ষেপে ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনাদি অমূল্য সম্পদের সৃজন করেন। প্রার্থনাবলী রাগমার্গীয় সাধকগণের কণ্ঠমণিহার। এই প্রার্থনার মধ্যে রাগ মার্গের সাধ্য-সাধনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিস্ফুট রহিয়াছে।

প্রার্থনা ১০ প্রকার—(১) সংপ্রার্থনাত্মিকা, (২) স্বদৈন্য বোধিকা, (৩) লালসা সূচিকা, (৪) মনঃশিক্ষা, (৫) বিলাপাত্মিতা, (৬) বৈষ্ণবমহিমা (৭) বিজ্ঞপ্তিরূপা, (৮) শ্রীধাম বাসে লালসা, (৯) সিদ্ধদেহের লালসাময়ী, (১০) আক্ষেপ বোধিকা, মোট ৫৪টি পদ।

প্রেমসম্পুট প্রেমসম্পুট শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপত্বার এক বৈচিত্র্যময় রূপ এই গ্রন্থে চক্রবর্ত্তী পাদ পরিস্ফুট করিয়াছে। গ্রন্থখানি ১৪১ শ্লোকে সমাপ্ত। ১৬০৬ শকাব্দে এই গ্রন্থখানি সম্পাদিত হয়। শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর পানি এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—শ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সুললিত ত্রিপদী ছন্দে অখিল ভক্তিশাস্ত্রের সারগর্ভ বিশুদ্ধ সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্যের জন্য সুচারুরূপে পরিবেশন করিয়াছেন। সাধকগণের আচরণের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধনার পরিণতির স্বরূপ পরিস্ফুট করিয়াছে। রাগমার্গীয় সাধকগণের নিত্যপাঠ্য ও অনুধ্যাবনীয়।

প্রেমবিলাস—প্রেমবিলাস গ্রন্থখানি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ দাসের বিরচিত। শ্রীখণ্ডে অম্বষ্ঠকুলে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা আত্মারাম দাস, মাতা সৌদামিনী। বাল্যনাম বলরাম দাস। বাল্যে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া নিজেকে অসহায় ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলে একদা জাহ্নবাদেবী স্বপ্নে বলিলেন, "তুমি খড়দহে গিয়া আমার সমীপে মন্ত্রগ্রহণ কর।" স্বপ্নাদেশ পাইয়া খড়দহে আগমন করতঃ শ্রীজাহ্নবার পদাশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি জাহ্নবার স্নেহে পালিত হইয়া খড়দহে অবস্থান করেন। জাহ্নবাদেবী তাহার নাম নিত্যানন্দ দাস রাখেন। শ্রীজাহ্নবা প্রথম বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া তাহাকে শ্রীখণ্ডে অবস্থানের নির্দ্দেশ দেন। তিনি স্বচক্ষে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। কতদিনে শ্রীজাহ্নবা তাহাকে শ্রীনিবাস নরোত্তমের মহিমা বর্ণনে আদেশ করেন। তদনুরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্যাদেশ পাইয়া 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২৪½ বিলাসে সমাপ্ত।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

পনর শত বাইশ যখন শকাব্দের আসিল।
ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥

কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেম বিলাস॥
প্রথম হৈতে আঠার অধ্যায় লিখিনু খণ্ডকে বসিয়া।
উনিশ বিশ দুই বিলাস লিখিনু খড়দহে গিয়া॥
একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ এই চারি বিলাস।
কাটোয়ায় বসিয়া লিখিনু পাইয়া উল্লাস॥
অর্দ্ধবিলাসে গ্রন্থের সূচী বর্ণন কৈল।
শ্রীজীব গোসাঞি শ্রীনিবাস নরোত্তমের পত্র থুইল।
গ্রন্থ শেষ হৈলে হৈল পত্রের প্রাপণ।
অর্দ্ধ বিলাসে তাহা করিনু স্থাপন॥
বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থ করি সমাপণ।
বীরচন্দ্রের পাদমূলে করিনু অর্পণ॥
বৃদ্ধ বয়সে লিখি ভুল অনুক্ষণ।
যে সময়ে যা মনে আসে করিনু লিখন।
আগের কথা পাছে লিখি পাছের কথা আগে।
ভাবিয়া লিখিনু গ্রন্থ যাহা মনে জাগে॥
এক কথাও বার বার করেছি লিখন।
সব ঘটনা সব সময় না ছিল স্মরণ॥
এক জনার কথা লিখিতে আরম্ভিল।
যতেক মনে আসে এক অধ্যায়ে লিখিল॥
কিছুদিন পরে তার আরো এক ঘটনা।
মনোমধ্যে আসিয়া হইল যোজনা।
অন্য এক অধ্যায়ে তাহা করিনু বর্ণন।
পুনরুক্তি দোষ মোর হৈল সেকারণ॥
রচনা করিয়া গ্রন্থ শোধিতে নারিল।
তে কারণে বহু দোষ গ্রন্থেতে রহিল॥

বৃদ্ধ বয়সে মোর রোগগ্রস্ত তনু।
তে-কারণে গ্রন্থ আর শোধিতে নারিল।

এইভাবে গ্রন্থখানি রচিত হয়।

শ্রীনিবাসে গৌরাঙ্গের শক্তি আরোপ, পদ্মগর্ভে নিত্যানন্দের প্রেমশক্তি রক্ষা ও নরোত্তমের প্রেমপ্রাপ্তি। শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের আবির্ভাব হইতে সমস্ত জীবন কাহিনী এবং প্রভৃত গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পরিচয় ও মহিমা এই গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে। প্রেমবিলাস গ্রন্থের লিখনকাল যথা--

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস ১৪ বিলাস—

পনের শত বাইশ যখন শকাব্দ আসিল।
ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥
কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেমবিলাস॥

১৫২২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীপ্রেম বিলাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।

শ্রীশ্রীপ্রেমোভক্তি রসার্ণব--শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য কাশীনাথের পঞ্চপুত্র অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষ্মণ ও কানুরাম কানুরামের পুত্র গোপালচরণ। ইহার দুই পুত্র, গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ। নয়নানন্দ পরম প্রেমিক, সুগায়ক ও কীর্ত্তন পদ রচনায় তাহার অশেষ অবদান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব ও প্রেমোভক্তি রসার্নব এই দুইখানি গ্রন্থ তাহার রচনা। শ্রীকৃষ্ণভক্তি রস-কদম্ব গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব ও সখ্যভাবানুরাগী সাধকগণের উপযোগী শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বর্ণিত রহিয়াছে। ১৬৫০ শকাব্দে এই গ্রন্থখানি বিরচিত হয়।

গ্রন্থখানি দশম পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। গ্রন্থের লিখন সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণন--

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সুন্দর পদে আশ।
দশ পরিচ্ছেদ কহে নয়নানন্দ দাস॥
প্রেয়োভক্তি রসার্ণব অমৃত সমান।
সখ্যরস ভক্তগণ সদা কর পান॥
যেই জনা পড়ে শুনে শ্রদ্ধা করি মনে।
অন্তে সেই পায় রামকৃষ্ণের চরণে॥
সর্ব্ব পাপ তাপ যায়, হয় শুদ্ধমতি।
অচিরাতে রামকৃষ্ণের সেবা হয় প্রাপ্তি॥
সখ্য প্রেম রসাস্বাদে যার নিষ্ঠামন।
সে করে অবশ্য এই গ্রন্থ আস্বাদন॥
শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থ দর্শন করিয়া।
লিখিলাম ভাষাছন্দে কাতর হইয়া॥
মোর ইষ্ট হন প্রভু গোপাল চরণ।
তাঁর পাদপদ্ম শিরে করিয়ে ধারণ॥
তাঁর আজ্ঞাবলে লিখিলাম মূর্খ হৈয়া।
এ দাস নয়নানন্দ গোপালের কিঙ্কর।
শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদর।
তাঁহার আশয় সূত্র কথোক দেখিয়া।
এই গ্রন্থ লিখিলাম প্রচার করিয়া॥

প্রেম বিবর্ত্ত প্রেম বিবর্ত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত। প্রভুর ক্ষেত্রলীলায় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম বৈভব বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তৈল ভঞ্জন ও প্রভুকে শয্যা প্রদান লীলায় প্রভূত প্রেমবৈভব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি নদীয়া লীলায় শিশুকাল হইতে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গী ছিলেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার বর্ণন যথা—

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে—

ধন্য শিবানন্দ কবি কর্ণপুর পিতা।
মোরে বাল্যে শিখাইল ভাগবত গীতা॥

নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভু পদে।
শিবানন্দ ভ্রাতা মোর সম্পদে বিপদে।
তার ঘরে ভোগ রান্ধি পাক শিক্ষা হইল।
ভাল পাক করি শ্রীগৌরাঙ্গে সেবা কৈল।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে বাল্যলীলার বর্ণনা যথা—

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে—

একদিন শিশুকালে, দুজনেতে পাঠশালে
কোন্দলে করিনু হাতাহাতি।
মায়াপুর গঙ্গাতীরে, পড়িয়া দুঃখের ভারে
কাঁদিলাম একদিন রাতি।
সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত
গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া।
ডাকেন জগদানন্দ, অভিমান বড় মন্দ
কথা বলো বক্রতা ছাড়িয়া॥
প্রভুর বদন হেরি, অভিমান দূর করি
জিজ্ঞাসিলাম এত রাত্রে কেন।

এইভাবে অভিমানমূলক প্রেমলীলা শেষাবধি এতাদৃশ প্রভুসঙ্গে প্রভূত ঘটিয়াছে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের বিরহব্যথিত হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করতঃ এই প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থের অবতারণা করেন শিশুকাল হইতে যখন যেরূপভাবে বিহার করিয়াছেন সেই লীলা বর্ণন করিয়া স্বীয় বিরহ ব্যথিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে –

চৈতন্যের রূপগুণ সদা পড়ে মনে।
পরাণ কাঁদায় দেহ কাঁপায় সঘনে।
কান্দিতে কান্দিতে মনে হইল উদয়।
লেখনী ধরিয়া লিখি ছাড়ি লাজ ভয়।

গোসাঞি স্বরূপ বলে কি লিখ পণ্ডিত।
আমি বলি লিখি তাই যাহাতে পিরীত॥
দেখেছি অনেক লীলা থাকি প্রভুসঙ্গে।
কিছু কিছু লিখি তাই নিজ মনোরঙ্গে॥
মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে কাঁদে দুটি আঁখি।
যখন যাহা মনে পড়ে তখন তাহা লিখি॥

প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্তঃখণ্ডের ১২ পরিচ্ছেদের বর্ণনা যথা

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহোই উপমা।
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেইজন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥

প্রেমামৃত—প্রেমামৃত গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নী শ্রীমতী দেবীর শিষ্য শ্রীগুরুচরণ দাসের বিরচিত। শ্রীগুরু আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। প্রেমামৃত গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত। আদি লীলায় আচার্য্য প্রভুর বৃন্দাবন গমনের পূর্ব্ব, মধ্যলীলায় গ্রন্থসহ যাজীগ্রামে আগমন এবং শেষ লীলায় শিষ্য করণাদি ও গতিগোবিন্দ প্রভুর জন্ম পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থ লিখনকার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ দাস কৃত শ্রীপ্রেম বিলাস হইতে তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে তাঁহার বর্ণন যথা —

জাহ্নবার আজ্ঞা বলে, নিত্যানন্দ দাস কৈল
শেষ লীলার বিস্তার বর্ণন।
তাঁর সূত্র মত লয়ে, গুরুপদ স্পর্শ পাঞা
গায় কিছু এ গুরুচরণ॥

শ্রীপ্রেমবিলাস রচনার পরেই এই প্রেমামৃত গ্রন্থখানি রচিত হয়।

ব

বহির্ম্মুখ প্রকাশ—শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের লেখক শ্রীনরহরি দাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

তথাহি— নরহরি বিশেষ পরিচয়ে—
মত স্থাপন জন্য আর গ্রন্থ কৈল।
বহির্ম্মুখ প্রকাশ তার নাম যে হইল॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ তথা ষড় গোস্বামী সিদ্ধান্তযুক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে স্বমত কল্পনাকারী শ্রীরূপ কবিরাজ আদি উৎপথগামী হওয়ায় আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীনরহরি দাস বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

বংশীশিক্ষা—বংশীশিক্ষা গ্রন্থখানি শ্রীপ্রেমদাস কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবংশীবদনের জীবন-কাহিনী ও তাঁহার পুনঃপ্রকাশ মূর্ত্তি তৎপৌত্র রামাই পণ্ডিতের জীবন-কাহিনীই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। গ্রন্থখানি ৪টি উল্লাসে সমাপ্ত। প্রথম তিন উল্লাসে শ্রীবংশীবদন ও চতুর্থ উল্লাসে শ্রীরামাই পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

এই গ্রন্থখানির রচনা বিষয়ে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা।

তথাহি - শ্রীবংশীশিক্ষা - ৪ উল্লাস—
ষোল শত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা করিনু বর্ণনে।

বংশীলীলামৃত— গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবংশীবদনের শিষ্য শ্রীজগদানন্দের বিরচিত। তিনি বংশীলীলামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া বংশীবদনের সুনির্ম্মল মহিমারাশি জগতে প্রচার করেন।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা— ৩য় উল্লাস
"শ্রীজগদানন্দ বন্দ মধুর চরিত।
যিঁহ বর্ণিলা গ্রন্থ বংশীলীলামৃত॥"

শ্রীবল্লভলীলা— শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়াবাসী শ্রীরামাই পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচীনন্দনের পুত্র ও রামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীবল্লভের বিরচিত।

তথাহি— বংশীশিক্ষা –

শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভলীলা বিরচিল।

ব্রজরীতি চিন্তামণি— এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত ব্রজমণ্ডলে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীর ক্রমরীতি পরিচয় এই কাব্যে বর্ণিত রহিয়াছে। রাগমার্গীয় সাধকগণ স্বীয় কুঞ্জাদির অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারিবেন এবং ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সহায়ক হইবে। গ্রন্থের তিনটি সর্গে ২৩৪টি শ্লোক রহিয়াছে।

ব্রজবিলাস স্তব ব্রজবিলাস স্তব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত। ইহাতে ব্রজমণ্ডলে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীয় মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের ৫ম তরঙ্গে বৃন্দাবন মহিমা বর্ণনে কতিপয় শ্লোকের উদ্ধৃতি দেখা যায়।

বাল্যলীলা সূত্র—শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর বিরচিত। অদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলা অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। অদ্বৈত প্রভুর জীবনী লেখকগণের সর্ব্ব আদি। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ছিলেন শ্রীহট্টের লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ। তিনি অদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলা সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অদ্বৈত প্রভুর পিত কুবের পণ্ডিত তাহার অমাত্য ছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর উপদেশে রাজার ভাবান্তর ঘটে ; অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে আসিলে রাজা পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া বৈরাগ্যবেশ ধারণপূর্ব্বক শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর সমীপে আগমন করেন এবং অদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ফুল্লবটী (ফুলিয়া) নামক স্থানে সাধন করেন। পরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া বংশীবটে অন্তর্দ্ধান করেন।

১৪০৯ শকাব্দে বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থখানি ৮টি সর্গে সমাপ্ত ১ম সর্গে ৫৬টি, ২য় সর্গে ৬৬টি, ৩য় সর্গে ২৮টি, ৪র্থ সর্গে

৪২টি, ৫ম সর্গে ৩৩টি, ৬ষ্ঠ সর্গে ৮টি, ৭ম সর্গে ২৯টি ও ৮ম সর্গে ৪১টি শ্লোক, মোট ৩৩৩ শ্লোকে গ্রন্থ সমাপন। ১ম ও ২য় সর্গে অদ্বৈত বংশানুচরিত, ৩য় সর্গে প্রভুর জন্ম, ৪র্থ সর্গে পিনাতীর্থ প্রকাশ, ৫ম সর্গে বিভূতি প্রকাশ, ৬ষ্ঠ সর্গে কালিকা অন্তর্দ্ধান, ৭ম সর্গে অদ্বৈত মিলন ও ৮ম সর্গে কুবের পণ্ডিতের স্বর্গারোহণ বর্ণিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ লিখিত হয়।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

"লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাললীলা সূত্র।
যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥

বিদগ্ধ মাধব শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি নাটক রচনা আরম্ভ করিলে শ্রীসত্যভামাদেবী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে দুইখানি নাটক রচনা করেন।

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে—অন্ত্যে ১ম পরিচ্ছেদ।

"উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
একরাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি॥
আমার নাটক পৃথক করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক নাটক করিবার॥
ব্রজপুর লীলা এক করিয়াছি ঘটনা।
দুইভাগ করি এবে করিল রচনা॥

শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে পৌঁছিলে একদা প্রভু বলিলেন—

তথাহি—

আর দিন প্রভুরূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥”

এইভাবে শ্রীসত্যভামা দেবীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নাটকদ্বয় রচনা করেন।

তথাহি তত্রৈব—

“রায় কহে কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥
স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা, পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥
আরম্ভিয়া ছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিয়াছেন বিভাগ করিয়া॥
বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥”

বিদগ্ধ মাধব গ্রন্থখানি ৭ম অঙ্কে সমাপ্ত।

গ্রন্থের লিখনকাল সম্পর্কে বর্ণন যথা—

নন্দসিন্ধুর বানেন্দু সংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধ মাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥

নন্দ—৯, সিন্ধুর—৮, বান—৫, ইন্দু—১=১৫৮৯ সংবৎ অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃঃ গোকুলে বসিয়া বিদগ্ধ মাধব রচনা করেন।

বিন্দুপ্রকাশ—বিন্দুপ্রকাশ গ্রন্থখানি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীমুরারী আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত। প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা বর্ণনই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রভু শ্যামানন্দের বৃন্দাবনে ভজন বৃত্তান্ত রাসস্থলী গ্রন্থের কুঞ্জ

মার্জ্জনাদি, শ্রীমতীর করুণায় নূপুরাকৃতি তিলক প্রাপ্তি ও শ্যামানন্দ প্রভুর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত রহিয়াছে। ১৬২৮ শকাব্দে প্রভু শ্যামানন্দের আদেশে তাহারই শ্রীমুখ বিনিঃসৃত কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি ১৪৯ শ্লোকে বিরচিত।

বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী শ্রীবিষ্ণুপুরী বিরচিত।

তথাহি বৈষ্ণব-বন্দনা।

বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী যাহার গ্রন্থন।

তথাহি— শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—২২ শ্লোকঃ।

"শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ"

শ্রীরাজেন্দ্রের শিষ্য শ্রীবিষ্ণুপুরী। তিনিই শ্রীভক্তি রত্নাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ তিনি পরবর্ত্তীকালে শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন। তিনি এই গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদ করেন। আর অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত দত্তক চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

বীর রত্নাবলী—বীর রত্নাবলী গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ বিরচিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের মহিমাই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রভু বীরচন্দ্রের বরেই গতিগোবিন্দের জন্ম হয়। গ্রন্থখানি চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তিতে বর্ণন যথা—

"মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদবন্দে।
বীর রত্নাবলী কহে এ গতিগোবিন্দে।"

বীরচন্দ্র চরিত—শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের লেখক শ্রীনিত্যানন্দ দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমাই এই গ্রন্থের মূল বর্ণনীয় বিষয়। শ্রীবীরচন্দ্র চরিত গ্রন্থ সম্পর্কে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ২৪ বিলাসের বর্ণন যথা—

"এইসব প্রসঙ্গ আমি অতি বিস্তারিয়া।
বীরচন্দ্র চরিতে রাখিলা লিখিয়া।

শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের আগেই বীরচন্দ্র চরিত গ্রন্থখানি লিখিত হয়। কিন্তু গ্রন্থখানি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

বৃন্দাবন মহিমামৃত—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত। গ্রন্থখানি ১০০ শতকে সমাপ্ত বলিয়া জানা গেলেও মাত্র ১৭টি শতক পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে চিন্ময়ধাম শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা, রাসনিষ্ঠ ও রাসফলাদি বর্ণিত হইয়াছে।

বৃন্দাবন লীলামৃত শ্রীল নন্দকিশোর দাস কর্তৃক বিরচিত। বরাহসংহিতা প্রমাণমূলে পয়ারাদি ছন্দে রচিত। গ্রন্থখানি ৫০টি অধ্যায়ে সমাপ্ত। মুরলীমনোহর ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার ভূমি শ্রীবৃন্দাবনের লীলাস্থলীয় পরিচয় ও লীলাস্থানের লীলাদি বর্ণিত রহিয়াছে। শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থানুবাদ রহিয়াছে। গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৪৫৩ নম্বর পুঁথি।

বেদান্তস্যমন্তক—গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বিরচিত। গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অতীব হৃদয়গ্রাহী। শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য গ্রন্থের ব্যুৎপত্তি লাভ এবং তৎ রহস্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের উপকারার্থে গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ছয়টি কিরণে সমাপ্ত।

বৈষ্ণবব্রত নির্ণয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত। গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে একাদশী, শিবরাত্রি, রামনবমী, দোলোৎসব, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, শয়নেকাদশী, বামন দ্বাদশী এবং কার্ত্তিককৃত্য প্রভৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য পুরাণাদি হইতে তথ্যাদি গ্রহণ, ব্রতনিয়ম ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হিন্দোলা, রাসাদি নিরূপিত হইয়াছে।
এই গ্রন্থের লিপিকাল ১৭৮৯ শকাব্দ।

বৈরাগ্য নির্ণয়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিরচিত। শ্রীমধুসূদন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাভিধান ও বৈষ্ণব বন্দনা এই গ্রন্থদ্বয়ের লেখক দেবকীনন্দন দাস নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলায় শ্রীবাসগৃহে ভবানী পুজনকারী চাপাল গোপালই পরবর্ত্তী কালে দেবকীনন্দন নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীবাস পণ্ডিত সমীপে অপরাধে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। বৃন্দাবন যাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ ফুলিয়ায় পৌঁছিলে তিনি সকাতরে প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হন। প্রভু তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিলেন, শ্রীবাস সমীপে তোমার অপরাধ: তুমি তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।' তিনি প্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীবাসের চরণে পড়িলেন। শ্রীবাস তাহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন, তুমি পুরুষোত্তমের পদাশ্রয় কর এবং বৈষ্ণব বন্দনা কর। প্রভু ও শ্রীবাসের আজ্ঞায় তিনি বৈষ্ণবাভিধান ও বৈষ্ণব বন্দনা করেন।

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা।

"প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে॥
বৈষ্ণব নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি
বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥
প্রভু পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লসিত হিয়া॥
বৈষ্ণব গোসাঞিব নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে॥

শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব ভক্তের নামমালা গ্রন্থন করিনু।”

বৈষ্ণব বন্দনার রচনার কাল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনার পর।

তথাহি— বৈষ্ণব বন্দনা।
“নারায়ণী সুতবন্দো বৃন্দাবন দাস।
যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ॥”

বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী=বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী গ্রন্থখানি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সুবিস্তৃত টীকার নামই বৈষ্ণব তোষণী। শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাসমুদ্রে গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী গৌরাঙ্গপার্ষদ ষড় গোস্বামীর অন্যতম। তিনি গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার নবাবদত্ত নাম সাকর মল্লিক, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নাম সনাতন রাখেন। তিনি কর্ণাধিপতি সর্ব্বজ্ঞের বংশধর কুমারদেবের পুত্র। কুমারদেব বাকলাচন্দ্র দ্বীপে বাস করিতেন, তথায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার গুণে নবাব আকর্ষণ করিলে তিনি রামকেলিতে বাস করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীবল্লভ তাঁহার ভ্রাতা এবং শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। মহাপ্রভু ১৪১৬ শকাব্দে রামকেলি আসিলে প্রথম মিলন হয়। পরে রাজবিষয় ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যবেশে কাশীতে প্রভুর সহিত মিলিত হন এবং প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে বাস করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার করেন। বৃন্দাবনে শ্রীমদন মোহন সেবা স্থাপন তাহার প্রেমমহিমার উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই গ্রন্থের লিখনকাল সম্পর্কে শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন যথা—

‘শকে ষট সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা’
‘চোদ্দশত সপ্তছয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ ’

অতএব ১৪৭৬ শকাব্দে বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়। শ্রীল

সনাতন গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থাবলী যথা—

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে।

"সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়।
টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়।
হরিভক্তিবিলাস টীকা দিক প্রদর্শনী।
বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম টিপ্পনী॥
লীলাস্তব দশমচরিত যাহে কয়।
সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—মধ্যে ১ম পরিচ্ছেদ।

'হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত॥
এইসব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন॥

লঘু বৈষ্ণব তোষণী লঘু বৈষ্ণবতোষণী শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। আলোচ্য গ্রন্থের ১০/৯০/৫০ শ্লোকে গোস্বামীপাদ স্বীয় বংশ পরিচয় প্রদান করতঃ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থাবলীর নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর আদেশে বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর সংক্ষেপে লঘু বৈষ্ণবতোষণী রচনা করেন। গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণন যথা—

'সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ পঞ্চৈক গণিতে যথা'
'পনরশত চারি শকে লঘু সমাপ্ত।'
১৫০৪ শকে লঘু বৈষ্ণবতোষণী সমাপ্ত হয়।
লঘু তোষণী গ্রন্থ বর্ণন সম্পর্কে ভক্তিরত্নাকর
গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"শ্রীবৈষ্ণবতোষণী করিয়া সনাতন।
শ্রীজীবের আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥
আজ্ঞা পাঞা জীব লঘু তোষণী করিলা।
যৈছে করিলেন ইহা তাহাই লিখিলা॥"

বৈষ্ণব বন্দনা—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—•—

ভ

শ্রীভক্তিরত্নাকর—শ্রীভক্তিরত্নাকর শ্রীনরহরি দাস (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী) কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থদ্বয় পাশাপাশি গ্রন্থ। একটিতে যাহা বর্ণিত রহিয়াছে, অন্যটিতে অবশিষ্ট অংশ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম বিলাসের পূর্ব্বেই শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ লিখিত হয়।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে—১ম বিলাস।
"পরম অদ্ভুত যশে জগৎ ব্যাপিল।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে কিছু বিস্তারিল॥"

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের মহিমা বর্ণনই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। আনুসঙ্গিক বহু শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের মহিমা পরিস্ফুট রহিয়াছে। গ্রন্থখানি পঞ্চদশ তরঙ্গে সমাপ্ত।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে গ্রন্থানুবাদে—
'পঞ্চদশ তরঙ্গ শ্রীভক্তি রত্নাকরে।'

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ বিবরণ, গোস্বামীগণের গ্রন্থাবলীর নাম, শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম, নীলাচলে যাত্রা, গৌরমণ্ডল ভ্রমণ, বৃন্দাবন যাত্রা, বৃন্দাবন পরিক্রমা গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন, বীর

হাম্বীরে কৃপা, খেতুরী উৎসব, বোরাকুলী উৎসব, নবদ্বীপ পরিক্রমা, ভক্তি শাস্ত্র প্রচার, সশিষ্য শ্যামানন্দ ও নরোত্তমের বিবরণাদিরই ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের লিখনকাল সম্পর্কে সঠিক জানা না গেলেও ইহা শ্রীঅনুরাগবল্লী (১৬১৮ শকাব্দ) গ্রন্থের পরেই লিখিত হয়।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকর—১৩ তরঙ্গ।

"ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার।
অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার॥

ভক্তমাল—ভক্তমাল গ্রন্থখানি চরিত গ্রন্থ। লেখক শ্রীলালদাস বা শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বিরচিত। লালদাসের শ্রীগুরু পরিচয় যথা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গৌরাঙ্গবল্লভা ঠাকুরাণী শ্রীমতি মঞ্জরী (ছোট মাতা) নয়নানন্দ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য লালদাস।

নাভাজী কৃত ভক্তমাল গ্রন্থ, প্রিয়াদাস কৃত টীকা অবলম্বনে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গোস্বামী গ্রন্থ হইতে বিবিধ তত্ত্ব সঙ্কলন করতঃ এই গ্রন্থ রচনা করেন। জাতি-ধর্ম্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভগবৎ ভক্তগণের অপার্থিব চরিত্র বর্ণন করিয়া জীব-ভাগ্যাকাশে নবালোকপাত করিয়াছেন। মহা-পাষণ্ডী এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই ভগবদ্ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইবে। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পার্ষদ ষড় গোস্বামী ও পরবর্ত্তী গোবিন্দ কবি-রাজ, চাঁদ রায় আদির জীবনী উল্লেখ করিয়াছেন। এতৎ সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পূর্ব্বাবতারাদিও বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানি ২৭ মালায় সমাপ্ত।

ভক্তচরিতামৃত—মালদহ জেলার গিলাবাড়ী নিবাসী শ্রীজগন্নাথ দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে গোকুল মিত্রের শ্রীমদনমোহনের বন্ধক কাহিনী বিদ্যমান। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস সম্পর্কে অতিরিক্ত সংযোজন রহিয়াচে। গ্রন্থখানি

পয়ার ছন্দে রচিত এবং চারখণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে ৯, ২য় খণ্ডে ১২, ৩য় খণ্ডে ৭ ও ৪র্থ খণ্ডে ৯টি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে।

ভজন নির্ণয় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত। বলরামদাস কর্ত্তৃক ১৩০৮ শালে প্রকাশিত। ইহা একটি বৃহদাকার গ্রন্থ। ইহাতে জ্ঞাতব্য তথ্য রহিয়াছে।

ভক্তিসার সমুচ্চয়—ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থখানি শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোকানন্দ আচার্য্য সম্পাদিত। লোকানন্দ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। একদা নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে গিয়া বলিলেন, যে আমায় শাস্ত্রচর্চ্চায় পরাজিত করিতে পারিবে আমি তাঁহার পদাশ্রয় করিব। নীলাচলে নরহরি ঠাকুর গমন করিলে লোকানন্দ তাঁহার সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় পরাজিত হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন॥ তাঁহার ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ের রচনা যথা—

"ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থ যাঁহার।
গৌরাঙ্গের সিদ্ধান্ত পুরাণে ব্যাখ্যা তাঁর॥"

ইহাতে বহু শাস্ত্রের সারসঙ্কলন পূর্ব্বক ভগবৎ উপাসনা সম্পর্কে সংক্ষেপে বহু গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা রহিয়াছে। গ্রন্থের ৮৭ কিরণ। ১ম কিরণে গৌরতত্ত্ব নির্ণয়, ২য় কিরণে ভক্তি নির্ণয়, ৩য় কিরণে গুরুকরণ, ৪র্থ কিরণে নাম মাহাত্ম্য, ৫ম কিরণে ভাগবত লক্ষণ, ৬ষ্ঠ কিরণে মহাপ্রসাদ মহিমা, ৭ম কিরণে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব বিমুখ নির্ণয় এবং ৮ম কিরণে বৈরাগ্য নিরূপণ বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা পটল গ্রন্থখানি শ্রীলোকানন্দ আচার্য্য বিরচিত ইহা আটটি পটলে বিভক্ত।

১ম হইতে ৩য় পটল পর্য্যন্ত শ্রীগৌর মন্ত্রোদ্ধার পূর্ব্বক নিত্যকৃত্যের সবিশেষ বিবৃতি। ৪র্থ পটলে দীক্ষাপ্রণালী ৫ম পটলে শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য কৃত প্রত্যঙ্গ বর্ণন স্তোত্র, ৬ষ্ঠ পটলে দ্ব্যক্ষরাদি মন্ত্রোদ্ধার ও সাধন-

বিধি, ৭ম পটলে তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য, নামভেদ, সংখ্যানিয়ম, অর্চ্চনপ্রকার ও পুনশ্চরনাদি এবং উপসংহারে বিবিধ সাধ্য-সাধন-ভক্তির সাধনোপায় বর্ণিত রহিয়াছে।

পুষ্পিকাবাক্য— পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্যমনুমুত্তমং তস্মাদ্ দর্শার্নমাত্যস্ত লব্ধবান্ রঘুনন্দনঃ ইতি শ্রীমন্নরহরি-মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যমন্ত্রসুধানিকরাঃ শ্রীলোকানন্দাচার্য্যেন যৎ কিঞ্চিদাস্যাদ্য শ্রী শ্রীজগন্নাথ সাক্ষাচ্ছ্রী ভাগবতোত্তমঃসভয়াং প্রকাশিতাঃ।

শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর কৃত বিস্তৃত টীকা ও অনুবাদসহ ১৯২০ খৃঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভক্তিরসামৃত শেষ—শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত একটি অলঙ্কার শাস্ত্র। এই গ্রন্থে সাহিত্যদর্পণোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ বাদে অন্যান্য পরিচ্ছেদের করিকাদি স্বীকার করিয়া ও উদাহরণগুলি ভক্তিপক্ষে দিয়াছেন। ইহার ৭টী প্রকাশের ১ম প্রকাশে কাব্য স্বরূপ নিরূপণ, ২য় প্রকাশে কাব্যস্বরূপ, ৩য় প্রকাশে ধ্বনিভেদ, ৪র্থ প্রকাশে শব্দার্থলঙ্কার, ৫ম প্রকাশে দোষ, ৬ষ্ঠ প্রকাশে রীতি এবং ৭ম প্রকাশে গুণ নির্ণয় হইয়াছে। যুক্তি ও উদাহরণাদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই গ্রন্থের একটি পুঁথি আলোয়ারের মহারাজার গ্রন্থাগারে রহিয়াছে।

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু - পাদ রূপ গোস্বামীর বিরচিত। এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের দিক দর্শন রহিয়াছে। সাধনার প্রারম্ভে অসংযত সাধক কিভাবে সংযতচিত্ত হইয়া বৈধীভক্তি যাজনের মধ্য দিয়া রাগানুগাভক্তি লাভ করতঃ শ্রীরাধাবিনোদের প্রেমসেবাধিকারী হইতে পারে গোস্বামীপাদ সুযোগ্য সিদ্ধান্ত স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভক্তিমার্গীয় সাধকগণের ইহা অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থখানির ৪টি বিভাগ—পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর। স্থায়ী ভাবোৎপাদন নামক পূর্ব্ব বিভাগে সামান্য সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি বিভেদে চারিটি লহরী, ভক্তিরস সামান্য নিরূপণ নামক দক্ষিণ

বিভাগে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যাভিচারী ও স্থায়ীভাব ভেদে পাঁচ লহরী। মূখ্য ভক্তিরস নিরূপণ নামক পশ্চিম বিভাগে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস নামক পাঁচ লহরী এবং গৌণভক্তিরসাদি নিরূপণ নামক উত্তর বিভাগে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস ভক্তিরস, মৈত্রবের স্থিতি উবং রাসাভাস নামক নয়টি লহরী রহিয়াছে। গ্রন্থটিতে মোট ২১৪১ শ্লোক বিদ্যমান।

গ্রন্থের লিখনকাল যথা—

"রামাঙ্গ শক্র গণিতে, শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতে নায়ম্।

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ॥

টীকা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-রামাঙ্গেনি-অঙ্কস্য বামগতি প্রসিদ্ধ্যা ত্রিষষ্ট্যাধিক চতুর্দ্দশশতীগণিত ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ ১৪৬৩ শকাব্দে গোকুলে বসিয়া এই গ্রন্থ সমাপণ করেন।

এই গ্রন্থের টীকা রচনায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী 'দুর্গমসঙ্গমনি' শ্রীমন্ মুকুন্দদাস গোস্বামী' অর্থরত্নাল্প দীপিকা এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'ভক্তিরস-প্রদর্শিনী' নামক টীকা রচনা করেন।

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুবিন্দু—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। চক্রবর্ত্তী পাদের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেন।

বৃহদ্ভাগবতামৃত—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বিরচিত। গ্রন্থখানি পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। পূর্ব্ব খণ্ডের নাম শ্রীভগবৎ কৃপাসার নির্দ্ধার খণ্ড এবং উত্তর খণ্ডের নাম গোলক মাহাত্ম্য নিরূপণ খণ্ড। পূর্ব্ব খণ্ডে ৭টি অধ্যায় রহিয়াছে—যথা ১) ভৌম, ২) দিব্য, ৩) প্রপঞ্চাতীত, ৪) বৈকুণ্ঠ, ৫) প্রেম, ৬) অভীষ্ট লাভ, ৭) জগদানন্দ।

উত্তর খণ্ডে ৭টি অধ্যায়—১) বৈরাগ্য ২) জ্ঞান ৩) ভজন ৪) বৈকুণ্ঠ ৫) প্রেম ৬) অভীষ্ট লাভ ৭) জগদানন্দ।

লঘু ভাগবতামৃত—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহৎ ভাগবতামৃতে যে সকল সিদ্ধান্ত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সংক্ষেপে লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহা সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণ শাস্ত্রের পরিভাষা গ্রন্থ এবং ইহাতে স্থাপ্য সিদ্ধান্ত শব্দ প্রমাণমূলে প্রতিস্থাপিত করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ সারঙ্গরঙ্গদা এবং শ্রীবৃন্দাবন তর্কালঙ্কার 'রসিকরঙ্গদা' নামে এই গ্রন্থের দুইটি টীকা রচনা করিয়াছেন।

ভাগবতামৃত কণা—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহা লঘু ভাগবতামৃতের সারসঙ্কলন। চক্রবর্ত্তী পাদের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ইহার পয়ারানুবাদ করেন।

ভাবনামৃত সার সংগ্রহ—গোবর্দ্ধনের সিদ্ধবাবা শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সঙ্কলিত। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ৪০ খানা বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে প্রায় তিন হাজার শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় ব্রজের মাধুর্য্যলীলার স্মরণ-মননের সুবিধার্থে সুচারুরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। কেবলমাত্র এই গ্রন্থের সাহায্যে তরুণ সাধকগণ অনায়াসে স্মরণ মনন করিতে পারিবেন। ১৭৪৩ শকাব্দে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হয়। শ্রীগুরুচরণ দাস এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। ৪৬২ গৌরাব্দে বঙ্গানুবাদসহ এই গ্রন্থখানি শ্রীহরিবোল কুটীর নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভোগ নির্ণয় পদ্ধতি গ্রন্থখানি শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিত বিরচিত। সূর্য্যদাস পণ্ডিত প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুর। প্রভু নিত্যানন্দ তাহার কন্যা শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করেন। সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য এই চার ভাই। শালিগ্রামে তাহার শ্রীপাট। পরে শ্রীপাট কালনায় আসিয়া বাস করেন। তিনি এই গ্রন্থে শ্রীগৌর-

গোবিন্দের ভোগারাধনার পংক্তি বসিবার ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন। ইহাতে বসুজাহ্নবা ও প্রভু বীরচন্দ্রের নামোল্লেখ রহিয়াছে। এই গ্রন্থ গোকর্ণবাসী ৺রামপ্রসন্ন বোস মহাশয় প্রকাশ করেন।

ম

মদনরাগবল্ল্যাম শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুশাখা শ্রীমনোহর রায় বিরচিত। গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গে এতাদৃশ বর্ণন দেখা যায়।

তথাহি—শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ঠক্কুরস্যানুশাখা।
শ্রীমনোহর রায় কৃত শ্রীমদনরাগবল্ল্যাম্।

মথুরা মাহাত্ম্য— শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। তিনি শ্রীমন্মহা প্রভুর আদেশে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহাতে ব্রজমণ্ডলের মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৬৭৪নং ইহার পুঁথি রহিয়াছে।

মন্ত্রার্থ দীপিকা শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাতে কামগায়ত্রীর তাৎপর্য্যাদি বর্ণিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ কামগায়ত্রীর সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষরের বিচার বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

মনঃশিক্ষা - মনঃশিক্ষা গ্রন্থখানি শ্রীপুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ বা প্রেমদাস কর্ত্তৃক বিরচিত। মনকে শিক্ষার উপলক্ষ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া গীতছলে নীতিশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে ১০৮টি পদের সমাবেশ রহিয়াছে। প্রেমদাসের বৃদ্ধ পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র গোকুলনগরে বাস করিতেন। জগন্নাথের পুত্র মুকুন্দানন্দ তৎপুত্র গঙ্গাদাস, গঙ্গাদাসের ছয় পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র অল্প বয়সে পরলোক

গমন করেন। অবশিষ্ট তিন পুত্র গোবিন্দরাম, রাধাচরণ, কনিষ্ঠ পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ, তাহার গুরুপ্রদত্ত নাম প্রেমদাস। প্রেমদাসের গুরু-পরিচয় সম্পর্কে বংশীশিক্ষা গ্রন্থের বর্ণনা যথা—

"মোর পরাপর গুরু প্রভু রামচন্দ্র।
যাহা হইতে পায় লোক নিগূঢ় আনন্দ॥
উর্দ্ধবাহু হয়া বন্দ শ্রীহরি গোসাঁই।
গুরু পাদপদ্মনিষ্ঠ যাঁর সম নাই।"

প্রেমদাস ষোড়শ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন গমন করিয়া শ্রীগোবিন্দ দেবের রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপনীত হইয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করেন। একদা স্বপ্নে নবদ্বীপ ধামসহ সপার্ষদ নিতাই-গৌরাঙ্গদেবের দর্শন ও লীলার সেবা করিয়া অশেষ করুণা লাভ করেন। তদবধি গৌরাঙ্গের মধুর লীলা আস্বাদনে নিমগ্ন হইলেন। তিনি ভাবাবেগে শ্রীবংশীশিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী প্রভৃতি গন্থ রচনা করেন।

মাধুর্য্য কাদম্বিনী—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। তৎশিষ্য কৃষ্ণদাস বাংলা পয়ারে অনুবাদ করেন। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের তথ্যাদি লইয়া এই গ্রন্থখানি বিরচিত। গ্রন্থখানিতে ৮টি 'অমৃত বৃষ্টি' রহিয়াছে।

মাধব মহোৎসব—শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বৈচিত্র্য ইহাতে বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানি ৯টি উল্লাসে সমাপ্ত। মোট ৯১৫৬টি শ্লোক বর্ণিত রহিয়াছে। লীলানুক্রমে ১ম উল্লাসের নাম উৎসুক রাধিক, ২য় উল্লাসের নাম উন্মনা রাধিক, ৩য় উল্লাসের নাম উৎফুল্লরাধিক, ৪র্থ উল্লাসের নাম উদ্যোৎ-রাধিক, ৫ম উল্লাস এর নাম উদিতরাধিক, ৬ষ্ঠ উল্লাসের নাম উন্নত রাধিক, ৭ম উল্লাসের নাম উৎসিক্ত রাধিক, ৮ম উল্লাসের নাম উজ্জ্বল রাধিক, ৯ম উল্লাসের নাম উন্মদ রাধিক।

গ্রন্থের রচনাকাল যথা—

সপ্ত সপ্ত মনৌ শাকে জীবো বৃন্দাবনে বসন।
স্বমনোরথবন্ন্যবং কাব্যমেতদ্ পূরয়ৎ।

সপ্ত (৭) সপ্ত (৭) মনো (১৪)=১৪৭৭ শকাব্দে বৃন্দাবনে মাধব মহোৎসব গ্রন্থ রচনা করেন।

মাধুর্য্য কাদম্বিনী—মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থখানি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। তৎশিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ইহার বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। আটটি অমৃত বৃষ্টি রহিয়াছে।

মুকুন্দানন্দ গ্রন্থ মুকুন্দানন্দ গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বোরাকুলীর শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশধর রাধামুকুন্দ দাস সঙ্কলন করেন। ইহা একটি পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ। পদামৃত সমুদ্র, সংকীর্ত্তনামৃত ও পদকল্পতরুর মতালম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত। গ্রন্থখানি পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগে বিভক্ত। মোট ১৬টি স্তবক রহিয়াছে। পদসংখ্যা—৬৫৯, স্বরচিত পদ—১৫, সিউড়ী রতন লাইব্রেরীতে পুঁথি রহিয়াছে।

গ্রন্থকারের বর্ণন

"শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ অনুক্রমণিকা।
ভক্তরসাধিকা ভক্তগণের তোষিকা।
পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয় গ্রন্থের বর্ণন।
কৃপা করি শুনিবেন রাধাকৃষ্ণ জন॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ-রাধামুকুন্দ পদদাতা।
পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয় ভক্তিকল্পলতা।
ষোড়শ স্তবক ভক্তিলতা পুষ্পচয়।
ষট শত নব পঞ্চাশত পদফল প্রেমময়॥
সুভক্ত কোকিল ভক্তিরস আস্বাদয়।
অভক্ত কু-কাক বিষ-বিষয় ভুঞ্জয়॥

মুক্তাচরিত্র মুক্তাচরিত্র গ্রন্থখানি শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন যথা

"রঘুনাথ দাস গোঁসাইর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়॥
শ্রীনাম চরিত, মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর॥"

সপ্তগ্রামের জমিদার শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের পুত্ররূপে শ্রীরঘুনাথ দাসের জন্ম হয়। বাল্যে তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হন। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য তাঁহার দীক্ষাগুরু। মহাপ্রভুর প্রকাশে রঘুনাথের বৈরাগ্য উদয় হয়। তিনি ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম পত্নী পরিত্যাগ করিয়া বারে বারে পলাইয়া যান। পিতা বারে বারে ধরিয়া আনেন। পরে শান্তিপুরে গৌরদর্শন ও পানিহাটী গ্রামে চিড়া-দধি মহোৎসবে প্রভু নিত্যানন্দের কৃপালাভ করিয়া নির্বিঘ্নে সংসারবন্ধন ছিন্ন করতঃ নীলাচলে প্রভুর সমীপে পৌঁছিলেন। প্রভু তাঁহাকে শ্রীস্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করায় নাম হয় স্বরূপের রঘু। রঘুনাথের বৈরাগ্য অতুলনীয়। পিতৃদত্ত অর্থ প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রথমে মন্দির দ্বার, ছত্র, পরে পরিত্যক্ত গলিত প্রসাদ লবণ সহযোগে গ্রহণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে ষোড়শ বৎসর একান্তভাবে মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের সেবা করিয়া উভয়ের অন্তর্দ্ধানে ব্রজে গমন করেন। সেখানে শ্রীরূপ সনাতনাদি সহিত মিলন করতঃ শেষে রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন।

শ্রীপদামৃত সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের পিতা শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীনারায়ণ দাস ইহার বঙ্গানুবাদ করেন।

নারায়ণ দাসের গুরুপরিচয়—শ্রীনিবাস আচার্য্য—গতিগোবিন্দ—কৃষ্ণপ্রসাদ জগদানন্দের শিষ্য নারায়ণদাস।

তথাহি—শ্রীমুক্তাচরিত্র—১ম স্তবক—

"জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর।
যেঁহো আস্বাদিলা কৃষ্ণলীলামৃতপূর॥
যেঁহো দিলা শ্রীআচার্য্য নন্দনে আনন্দ।
সেই মোর প্রভু হয় শ্রীজগদানন্দ॥
তাঁর পাদপদ্ম মধু করি অভিলাষ।
মুক্তাচরিত্র গ্রন্থ করিব প্রকাশ॥
গদ্য পদ্য ছন্দ অর্থ বুঝিতে না পারি।
অতএব বুঝিবারে ভাষ্যরূপ করি।"

তথাহি—তত্রৈব ৫ম স্তবক—

"শ্রীআচার্য্য নন্দন, হরে যার প্রাণধন
সেই প্রভু শ্রীজগদানন্দ।
তার পাদপদ্ম আশ, কহে নারায়ণ দাস
মুক্তা চরিত্র ভাষা ছন্দে।"

গ্রন্থখানি ছয় স্তবকে সমাপ্ত। শ্রীনারায়ণ দাসের গ্রন্থলিখন সম্পর্কে ষষ্ঠ স্তবকে বর্ণন যথা—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রেমের সাগর।
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃতে মত্ত নিরন্তর॥
তাঁর সঙ্গবলে মুক্তা চরিত্রের কথা।
সম্পূর্ণ হইল এই রসময় গাথা॥"

মুরারী বিলাস—শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামী বিরচিত। শ্রীরাজবল্লভ গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবংশীবদনের পৌত্র শ্রীশচীনন্দনের জ্যেষ্ঠপুত্র। রাজবল্লভ শ্রীবল্লভ ও বল্লভ তিন ভাই। রাজবল্লভ বাঘ্নাপাড়া শ্রীপাটের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিষ্য হইয়া শ্রীপাটের সেবাধিকারী হন। তিনি শ্রীবংশী বদন ও শ্রীরামাই পণ্ডিত অত্যুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশের জন্য শ্রীবংশীবিলাস

গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

"শ্রীরাজবল্লভ কৈলা শ্রীবংশীবিলাস।
বংশীর মহিমা যাহে বিস্তার প্রকাশ।"

তথাহি—শ্রীমুরলীবিলাস—

"শ্রীজাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ।
এ রাজবল্লভ গায় মুরলীবিলাস॥"

শ্রীবংশীবিলাস গ্রন্থই শ্রীমুরলীবিলাস নামে প্রচারিত। গ্রন্থখানি এক বিংশতি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ।

১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ করস্থিত বংশীতত্ত্ব নিরূপণ ও বংশীবদনের আবির্ভাব, ৩য় পরিচ্ছেদে—বংশীর জীবন বৃত্তান্ত, তিরোভাব ও শ্রীজাহ্নবার বরে রামাই পণ্ডিতের জন্ম। ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদে শ্রীজাহ্নবার নবদ্বীপে গমন, রামাইকে দীক্ষা প্রদান, খড়দহে রামাইকে আনয়ন, পথে বীরচন্দ্র মিলন প্রভৃতি। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদে শ্রীজাহ্নবা সমীপে ভক্তিতত্ত্ব ব্রজরসতত্ত্বাদি শিক্ষা গ্রহণ, ৯ম পরিচ্ছেদে শ্রীজাহ্নবা কর্তৃক রামাইর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন জাহ্নবার আত্মপরিচয় এবং ভক্ত সন্দর্শনে অনুমতি গ্রহণ। ১০ম ও ১১শ পরিচ্ছেদে রামাইর শ্রীক্ষেত্র যাত্রা ক্ষেত্রবাসী গৌরপার্ষদ মিলন ও লীলাস্থল দর্শনাদি, ১২শ ও ১৩শ পরিচ্ছেদে ক্ষেত্র হইতে নবদ্বীপে আগমন, শান্তিপুর, অম্বিকা, খানাকুল ও শ্রীখণ্ড হইয়া খড়দহে আগমন, ১৪, ১৫, ১৬শ পরিচ্ছেদে শ্রীমতী জাহ্নবাসহ বৃন্দাবন গমন ও কাম্যবনে গোপীনাথে অন্তর্দ্ধান, ১৭, ১৮, ১৯ পরিচ্ছেদে রামাই পণ্ডিতের শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহপ্রাপ্তি ও শ্রীমতী জাহ্নবার প্রত্যাদেশে গৌড়দেশে আগমন ও বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন, ২০, ২১ বিলাসে বীরচন্দ্র মিলন, রাজবল্লভাদিসহ শচীনন্দনের আগমন, বাঘ্নাপাড়ার সেবা গ্রহণ ও রামাই পণ্ডিতের শাখা বিবরণ ও রামাই পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধান।

গ্রন্থের সমাপ্তিকাল সম্পর্কে কোন সময়ের উল্লেখ নাই। তবে গ্রন্থের বর্ণনে—১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৪৯৯), ২। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু (১৪৬৩), ৩। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা (১৪৯৮), ৪। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (১৫০৩), উদ্ধৃতি উল্লেখ থাকায় এই সকল গ্রন্থ রচনার পরেই এই গ্রন্থ বিরচিত হয়।

মোহিনী বাণী মোহিনী বাণী গ্রন্থখানি ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগদাধর ভট্টের বিরচিত। দক্ষিণদেশে তাঁহার নিবাস। শ্রীগদাধর ভট্টের পদ রচনা শুনিয়া শ্রীজীব গোস্বামী পত্র লিখিয়া দুইজন লোকের হস্তে তাঁহার সমীপে পাঠাইলেন। পত্র পাইয়া শ্রীগদাধর ভট্ট বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত মিলিত হন এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্টের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। কুসুম সরোবরবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ এই পদাবলী গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।

—•—

য

যোগরাজ স্তবটীকা—শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সম্পাদিত। যোগরাজ স্তব পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের ১২৭ অধ্যায়ের অংশ। দেবদ্যুতি মুনির এই স্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন ও বিশুদ্ধ ভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী ইহার টীকা করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

'যোগরাজ স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।'

—•—

র

রসপুষ্প কলিকা—গ্রন্থখানি শ্রীনন্দকিশোর দাস বিরচিত। শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস বিষয়ক গ্রন্থ। শ্রীনন্দকিশোর দাস প্রভু নিত্যানন্দের বংশধর শ্রীপাট পুরুনিয়ানদীর অধ্যক্ষ। তিনি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ বৃন্দাবনে লইয়া শৃঙ্গার বটে স্থাপন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলরামের আদেশে শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত ও শ্রীরসপুষ্প কলিকা নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

রসপুষ্প কলিকা গ্রন্থখানি ষোড়শ দলে বিভক্ত। এই গ্রন্থ রচনার ক্রম যথা—

বিদগ্ধ মাধব আর, উজ্জ্বল নীলমণি সার
এই দুই রসের সাগর।
নামামৃত আছে ইথে, শুনি সাধু মুখাদিতে
আস্বাদিতে লোভ বাড়ে মোর।
বৈষ্ণব গোসাঞি মুখে অনেক শুনিল।
সকল স্মরণ নাহি কিছু মনে ছিল।
অভিলাষ ক্রমে হৈল এ গ্রন্থ রচন।
দোষ না লইবে কেহ মুঞি অজ্ঞজন।
যদি কোন রস ক্রমবিপর্য্যয় হয়।
সে রস বৈষ্ণব সব করিব নির্ণয়।
আমি মূঢ় দুরাচার অতি বড় দীন।
রস কিছু নাহি বুঝি অতি অপ্রবীণ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
রস পুষ্পকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস।

রসকদম্ব— রসকদম্ব গ্রন্থখানি শ্রীকবি বল্লভের বিরচিত। তাঁহার পরিচয় সম্পর্কে গ্রন্থের বর্ণন যথা—

শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞানচক্ষু দাতা।
সে পদ কমলে মন রহুক সর্ব্বথা॥
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে।
অরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥
কবিবল্লভ পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের শিষ্য॥

পিত্তা রাজবল্লভ, মাতা বৈষ্ণবী, করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানের সমীপে অরোড়া গ্রামে জন্ম। তাঁহার গ্রন্থ লিখনের কারণও কাল সম্পর্কে বর্ণন যথা—

"কৃপার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস নামে।
সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জানাইল প্রবন্ধাতিশয়॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লিখিল কারণ।
যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রিগণ॥
ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিত পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক।
রচিল সহস্র পদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হঞা একমতি।
শ্রীকবি বল্লভে পুনঃ বোলে এই স্তুতি।"

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমুকুট রায়ের অনুরোধে ১৫২০ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা দিবসে রসকদম্ব গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা সহস্র পদযুক্ত ও ছয় অযুত দুইশত অক্ষর সম্বলিত।

রসকল্পসার তত্ত্ব—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত পাটবাড়ীতে ৩১৬৩/১৩৮নং পুঁথিতে রহিয়াছে শেষাংশে—

"শ্রীনিত্যানন্দ দাস মুঞি নিত্যানন্দ আশ।
জন্মে জন্মে পাউ যেন সঙ্গ তার দাস॥
অতি দীনমতি হীন বৃন্দাবন দাস।
রসকল্পসার তবে করিল প্রকাশ॥

রসিকমঙ্গল—রসিকমঙ্গল প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের জীবনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত। এতৎসঙ্গে প্রভু শ্যামানন্দের লীলা কাহিনীও বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থের লেখক শ্রীগোপীজন বল্লভ দাস। শ্রীগোপীজন বল্লভ প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য। উৎকলে ধারেন্দা গ্রামে গোপকুলে আবির্ভাব। পিতার নাম রসময়। রসময়, বংশী ও মথুর তিন ভাই। গোপীজন বল্লভ, হরিচরণ, মাধব, রসিকানন্দ, কিশোর দাস এই পাঁচজন রসময়ের পুত্র। রসিকানন্দ প্রভুর খুল্লতাত তুলসী ঠাকুরের অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—রসিকমঙ্গল ১ম লহরী—
"রসিকের খুল্লতাত তুলসী ঠাকুর।
প্রতি সম্বৎসরে আজ্ঞা করেন প্রচুর॥

তুলসী ঠাকুর বলিলেন, উৎকলে কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া তুমি রসিকের গুণ বর্ণন কর। হেনকালে বেড়াপোলের রসিক শেখর আসিয়া কৌতুকে বলিল যে শ্যামানন্দ শাখায় কেহ ভাগ্যবান নাই যে তাঁহার শাখা বর্ণন করে।

"সেইত ভরসা পেয়ে আজ্ঞা কৈল শিরে।
রসিক চরণ মাথে বসিয়া সত্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ পাদ্ম করিয়া স্মরণ
রসিকের যশ কিছু করিব বর্ণন॥
গোপীজন বল্লভ শ্রীশ্যামানন্দ দাস
সাহস করিল কিছু করিতে প্রকাশ॥"

পূর্ব্ব পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এই চার বিভাগে গ্রন্থখানি বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে ১৬টি করিয়া লহরী রহিয়াছে।

১ম বিভাগে - রসিকানন্দের আবির্ভাব, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, বিবাহ ও প্রভু শ্যামানন্দসহ মিলন। ২য় বিভাগ—রসিকের দীক্ষা, ব্রজে গমন, গোপীবল্লভপুরে শ্রীপাট প্রকাশ ও বিভিন্ন স্থানে প্রেম প্রচার। ৩য় বিভাগে শ্রীশ্যামরায়ের বিবাহ, হস্তির উদ্ধার, শ্রীগোবিন্দ দেবের সেবা প্রকাশ ও প্রভু শ্যামানন্দের তিরোধান। ৪র্থ বিভাগে—ত্রিংশ মহোৎসব নিষ্ঠা, ঠাকুরাণীদের কলহ, বহু শ্রীপাট দর্শন ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথে অন্তর্দ্ধান বর্ণিত রহিয়াছে। ১৫৮২ শকাব্দে এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়।

রসকল্পসার— শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত। সংস্কৃত শ্লোক ও অনুবাদ সম্বলিত।

ইহাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বর্ণিত রহিয়াছে।

তথাহি—

"শ্রীনিত্যানন্দ দাস মুঞি নিত্যানন্দ আশ।
জন্মে জন্মে পাউ যেন সঙ্গ তার দাস॥
অতি দীন মতিহীন বৃন্দাবন দাস।
রসকল্পসার তবে করিল প্রকাশ॥

রসমঞ্জরী শ্রীরসমঞ্জরী নামক গ্রন্থখানি শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীপীতাম্বর দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরামগোপাল দাস। পীতাম্বর দাসের বংশ পরিচয়—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য শ্রীচক্রপানি মজুমদারের পুত্র নিত্যানন্দ, তাঁর পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী, তাঁর পুত্র শ্যামরায়' তাঁর পুত্র রামগোপাল, রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর দাস।

ইহাতে অষ্টরস অর্থাৎ খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, অভিসারিকা, কলহন্তারিকা, উৎকণ্ঠিতা, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ও প্রোষিতভর্ত্তৃকা এই অষ্টরসের তাৎপর্য্যকে

বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদাবলীর সমন্বয়ে বিশদভাবে রসবিন্যাস করিয়াছেন। এই গ্রন্থ লিখন বিষয়ে গ্রন্থকারের অভিব্যক্তি যথা –

তথাহি – শ্রীরসমঞ্জরী—প্রারম্ভে

"মুগ্ধামধ্যা প্রগলভা গোপী ত্রিবিধ প্রকার।
প্রাখর্য্য মাধুর্য্য সাম্য গুণ হয় যাহার॥
বামা দক্ষিণা ধীরাদি বিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার উচ্ছেদ॥
খণ্ডিতাদি অষ্টরস তাহাতে জন্মায়।
আট আট্টে চৌষট্টি তাহার ভেদ হয়॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে॥
তাহার করচা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেই অষ্টরসের মঞ্জরী কথোক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল॥

তথাহি—রসমঞ্জরীর শেষাংশে –

"শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থে যে অবশিষ্ট ছিল।
তাহা বিবরিয়া ইহা বর্ণন করিল।

রঘুনন্দন শাখা নির্ণয়—শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনরহরি দাস ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরামগোপাল দাস।

রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা – শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। তৎশিষ্য

শ্রীকৃষ্ণদাস পয়ারানুবাদ করেন।

তথাহি—শ্রীরাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা—

"বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রসামৃতের বিন্দু কৈল।
তাতে রাগানুগা ভক্তি সংক্ষেপে কহিল॥
সেই রাগানুগা ভক্তি বিস্তার কারণ।
রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলেন পুনঃ।
তাঁহার কৃপাতে সেই গ্রন্থ ভাষা করি।
রাগানুগা ভক্তিপথ কহিয়ে বিস্তারি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরামগোপাল দাস বিরচিত। বিভিন্ন পদকর্ত্তার বিরচিত পদাবলী ও স্বরচিত পদের সমন্বয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বৈচিত্রের রসবিন্যাসাদি বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি দ্বাদশ কোরকে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা—

"প্রথম কোরকে কৈল মঙ্গল আচরণ।
দ্বিতীয় কোরকে কহিল নায়ক লক্ষণ॥
তৃতীয় কোরকে কৈল নায়িকা পরিবার।
চতুর্থ কোরকে কহিল ভাবের বিচার।
পঞ্চম কোরকে কৈল নায়িকা বর্ণন।
ষষ্ঠ কোরকে বিপ্রলম্ভ দিগ্ দরশন॥
সপ্তমে কহিল ভাব অনুরাগ।
অষ্টমে কহিল অষ্ট নায়িকা বিভাগ॥
নবমে কহিল বিরহভাব উদ্দীপন।
দশমে কহিল সম্ভোগ বিবরণ॥
একাদশ কোরকে নানা লীলা কৈল।
দ্বাদশ কোরকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল॥"

গ্রন্থখানি রচনার স্থান-কালাদির বিবরণ সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা—

"আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বান-অঙ্ক-শর-ব্রহ্ম নরপতি শকে॥
সপ্ত মাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ।
বুধবার দীপযাত্রা হইল পরসন্ন॥
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি।
পুস্তক হইলে কৈলাম দণ্ডবত নতি॥
কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পুর্ণ বৈগ্যখণ্ড।"

বান—৫, অঙ্ক—৯, শর—৫, ব্রহ্ম—১, অর্থাৎ ১৫৯৫ শকাব্দে দীপযাত্রা দিবসে বুধবারে কুলদেবতা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মধ্যাহ্ন আরত্তিকালে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করেন। বৈশাখ মাসে কেতুগ্রামে এই গ্রন্থ লিখন আরম্ভ করিয়া সাত মাস পরে কার্ত্তিক মাসে শ্রীখণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপন করেন।

রসকল্পবল্লী গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ—

দুই চারি বৈষ্ণব মোরে কৈল উপরোধ।
সংস্কৃত বুঝিতে মোর নাহি কিছু বোধ॥
ভাষা করিয়া রস বুঝাহ আমারে।
অতএব সংক্ষেপে কহি না হয় বিস্তারে॥
কেতুগ্রামে ভানুগ্রামে বৈষ্ণব দুই চারি।
সভাকার উপরোধ এড়াইতে নারি॥
আমিই পণ্ডিত নহি না জানি কোন শাস্ত্র।
মহাজনের মুখে কথা যেই শুনি মাত্র॥
মহাজনের গীত গ্রন্থ পদ্য দুই চারি।
ক্রম ব্যতিক্রম কিছু বুঝিতে না পারি॥
রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী এ গ্রন্থের নাম।
প্রতি দলে রসের কথা করো অনুপাম।

রামরসায়ন— শ্রীনিত্যানন্দ বংশ শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী সপ্তদশ শকাব্দের মধ্যভাগে এই রামরসায়ন প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সাতকাণ্ডে বিভক্ত ও প্রতি কাণ্ড কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত।

রাধামাধবোদয়—শ্রীরাধামাধবোদয় শ্রীনিত্যানন্দবংশ শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী ১৭৭১ শকাব্দে রচনা করেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি কাব্য।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। গ্রন্থখানি বৃহৎ ও লঘুভাগে বিভক্ত। বৃহৎ ভাগে ২৫৩ শ্লোক ও লঘুভাগে ২০৫ শ্লোক রহিয়াছে। গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্ষদগণের পরিচয় বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বর্ণ-বস্ত্র-চরণচিহ্নাদি, সখা-সখীগণের বর্ণ-বস্ত্র সেবা বয়সাদি ও তাহাদের পিতা মাতা, পতি ও পত্নী আদির নাম এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্যবহৃত ভূষণ, পশু-পাখী বর্ণিত রহিয়াছে রাগমার্গীয় সাধকগণের স্মরণ ও মননের সহায়তায় এই গ্রন্থখানি বিরচিত। বৃহৎ ভাগের সমাপ্তিকাল সম্পর্কে বর্ণন যথা—

তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ—১৫০ শ্লোক।

শাকে দগশ্বশক্রে, নভসিনভোমণি দিনে ষষ্ঠ্যাং।
ব্রজপতি সদ্মনি রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকাদীপি॥

দক্—২, অশ্ব—৭, শক্র (ইন্দ্র)—১৪, অর্থাৎ ১৪৭২ শকাব্দে, নভম্ শব্দে শ্রাবণ মাসে, নভোমণি শব্দে সূর্য্য, দিন শব্দে বার অর্থাৎ ১৪৭২ শকাব্দে শ্রাবণ মাসে রবিবারে ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ব্রজপতি শ্রীনন্দ মহারাজের শোভমান গৃহে (মহাবনে) এই বৃহৎ রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। বৃহৎ ও লঘু রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থখানি মৎ প্রণীত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুসুমকেলি—শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত। গ্রন্থখানি ৪৪ শ্লোকে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সহ শ্রীরাধা সখীগণের প্রণয়, কলহ ও পরস্পর বাকচাতুরীর প্রতিযোগিতা বর্ণিত রহিয়াছে।

রাগরত্নাকর—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহা একটি সঙ্গীত শাস্ত্র। ইহাতে সঙ্গীতের বিভাগক্রমাদি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। গ্রন্থখানি ৫টি প্রকরণে সমাপ্ত। গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্য—

"রাগরত্নাকরং গ্রন্থং সর্ব্বানন্দকরপরং।
শ্রীঘনশ্যামদাসেন কৃতং সংক্ষেপ সংগ্রহঃ॥"

গ্রন্থখানি মণিপুর (খোমজিনবা, সম্পাদন তৌছনা ফোও্‌বা শ্রীসুরচান্দ শর্ম্মা) হইতে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে মণিপুর ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা—শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। গ্রন্থখানিতে ৯টি প্রকরণ রহিয়াছে। ১ম প্রকরণে—ব্রজ দেবীগণের পূজ্যত্ব নিত্যতা, ২য় প্রকরণে—পূজা-বিধি, ৩য় প্রকরণে—ভজনীয় তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যত্ব, ৪র্থ প্রকরণে—শ্রীরুক্মিনীর স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব, ৫ম প্রকরণে ব্রজদেবীগণের স্বরূপ, ৬ষ্ঠ প্রকরণে—তাঁহাদের অবতার সময়ে মায়িক পরোঢ়াত্ব ব্যবহার, ৭ম প্রকরণে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, ৮ম প্রকরণে—তাঁহার মহাভাবত্ব, ৯ম প্রকরণে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনতত্ত্ব বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী পাদের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থের সঙ্কলন করেন। তাঁহার বিবৃতির নাম প্রভা।

শ্রীরামচরিত—শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি শেখরভূমির রাজা হরিনারায়ণের অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে— ১ম তরঙ্গে
"হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা।
শ্রীরাম চরিত্র গীত তারে বর্ণি দিলা।"

তথাহি গীতং—
"জয় জয় রাম, রাম রঘুনন্দন, জনক সুতা নিজকান্ত।
সুর নর বনের খচর নিশাচর যছু গুণ গাওয়ে অনন্ত।
জয় জয় দুর্ব্বাদল নব জলধর কজ্জনয়ন রণধীর।
ডাহিনে নিহিত শর বামে ধনুর্দ্ধর জলনিধি কোটি গভীর
পাতুকা ধরত ভরত ভরতানুজ ছত্র চামর নাহি ছোড়ি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন সম্মুখে রহে করযোড়ি।
হৃদয়ে আনন্দিত মারুত নন্দন ভরত চরণ করু সেবা।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারল হরিনারায়ণ অধিদেবা।"

—•—

ল

ললিতমাধব—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব একই গ্রন্থরূপে লিখিত হইতেছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ও সত্যভামাদেবীর আদেশে দুই গ্রন্থরূপ পরিগ্রহ করে। গ্রন্থখানি ১০ অঙ্কে সমাপ্ত। গ্রন্থখানির রচনাকাল যথা—

"নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দে শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাং।
দিনে দিনে শস্য হরিং প্রণম্য সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধং॥"

১৪৫৯ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে ভদ্রবনে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ১৭০৯ শকাব্দে নিত্যানন্দ বংশ শ্রীস্বরূপ গোস্বামী

"প্রেমকদম্ব" নামে এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন।

লীলাস্তব-শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের প্রথম ৪৫ অধ্যায়ের লীলাসূত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যপাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, অথচ গ্রন্থের বিশালতায় সঙ্কুচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী। লীলাস্তবের নামান্তর দশম চরিত।

তথাহি—শ্রী·ক্তিরত্নাকরে—

"লীলাস্তব দশম চরিত যারে কয়।
সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয়॥"

লঘু কেশব—দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীর কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ। দিগ্বিজয় কালে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পরাভূত হন। তিনি 'লঘু কেশব' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তথাহি···ভক্তিরত্নাকরে···

কেশব কাশ্মীরী দিগ্বিজয়ী লজ্জা ইথে।
বর্ণি লীলাভোগ লঘু কেশব নামেতে॥"

লীলাসূত্র কড়চা···শ্রীমুরলী বিলাস গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত এই গ্রন্থের নাম জানা যায়।

তথাহি···শ্রীমুরলী বিলাস···২১ পরিচ্ছেদ···

"ইহাতে সন্দেহ যার আছয়ে হিয়ায়।
দেখুন শ্রীজীব লীলাসূত্র কড়চায়।"

তথাহি···শ্রীলীলাসূত্র কড়চায়াং···

সা জাহ্নবী প্রিয়তমস্য হি রূপমেনমাস্থায় তস্য বচসা তু হরেঃ পদশ্চ।
সংসেবনোক্ষিতমতী রসভূঃ রসজ্ঞা, চক্রে গুরুং তমিহকান্ত শচীতনুজং।"

—•—

শ

শতদূষিণী সংহিতা—শ্রীল মাধবাচার্য্য শতদূষিণী সংহিতা নামে (শ্রীমদ্ভাগবতের) ভাষ্য রচনা করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন করেন।

তথাহি – শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—৪র্থ অধ্যায়—

"শ্রীমদ্ভাগবত মাধবাচার্য্য ভাষ্য আর।
প্রভুকে শুনায় পুরী করিয়া বিস্তার।"

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—৮ম মঞ্জরী।

"আদৌ শ্রীমাধবাচার্য্য ভাষ্যকার হয়।
মাধব ভাষ্যে ভক্তিতত্ত্ব করিয়াছে নির্ণয়॥

শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় শ্রীশ্যামরায় গ্রন্থখানি শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের শিষ্য কাশী-নাথের পঞ্চপুত্র অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষ্মণ ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপালচরণ। ইহার দুইপুত্র গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ। গোকুলা-নন্দের পুত্র জগদানন্দ বঙ্গভাষায় ত্রিপদী ছন্দে শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থ রচনা করেন।

আলোচ্য গ্রন্থে পানুয়া গোপালের মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে। তৎসঙ্গে তাহার শ্যামরায় প্রাপ্তি এক অলৌকিক ঘটনার বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডখানি শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক ১৩৫৬ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের বর্ণন বিষয়ে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা--

"যেবা পূর্ব্ব তাহা লিখি, দ্বিতীয় তৃতীয় বাকি, শেষকথা হইব প্রচার।
লিখয়ে প্রথম খণ্ড, রচয়ে জগদানন্দ, শ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থ নাম।
গুরু শ্রীঠাকুরাণী, অল্প বয়সে শুনি, সেই কথা ছন্দে গাঁথিলাম।

শ্যামানন্দ প্রকাশ শ্রীশ্যামানন্দ শাখাভুক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণ কর্ত্তৃক

বিরচিত। তাঁহার গুরু পরম্পরা যথা—শ্রীশ্যামানন্দ···রসিকানন্দ···নয়নানন্দ···রাধামোহন···শ্রীকৃষ্ণচরণ। প্রভু শ্যামানন্দের আদেশে শ্রীকৃষ্ণচরণ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ—৪র্থ দশা।

"আমার মঙ্গল কিছু করহ রচনে।
সংসারে গাহিবে গুণ মোর ভক্তগণে॥
এত শুনি গোসাঞিঁর পদে নিবেদয়ে।
তব গুণ কিবা হয় কিছু না জানিয়ে॥
অক্ষর জানিয়ে মাত্র নাহি অর্থ জ্ঞান।
কেমনে বর্ণিব তোমার গুণের আখ্যান॥
প্রভু কহে মোর আজ্ঞা হৈতে জানিবে।
মোর ধ্যান করিলে সকল স্ফূর্তি হবে॥
আমি মূর্খ অজ্ঞ অর্থ কি রচনা করিব।
সেই গ্রন্থ সাধুজন কেমনে লইব॥
প্রভু কহেন মোর কৃপা খ্যাতি তিনলোকে।
যে না মানে মোর বাণী বলি মিথ্যাবাক্যে॥
শ্রীচৈতন্যদ্রোহী সেই হইবে নিশ্চয়।
এই বাক্য সত্য হয়ে মিথ্যা কভু নয়॥
আমার 'নয়নানন্দ অধিকারী' স্থানে।
দেখাইবে এই গ্রন্থ বিনয় বচনে॥
তিঁহো শুনি মোর কথা আনন্দ হইবা।
মোর প্রেমে এই গ্রন্থ স্থাপন করিবা॥
তেঁহো যে স্থাপিলে সবে করিবে স্বীকার।
যেজন গাহিবে তার হইবে নিস্তার॥"

স্বপ্নে এইরূপ প্রত্যাদেশ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ স্বপ্নবাক্য নিশ্চয়তার সংশয়ে দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে প্রভু পুনঃ স্বপ্নাদেশ প্রদান

করিলেন।

তথাহি—তত্রৈব

শিয়রে বসিয়া প্রভু করিতে লাগিলা।
মোর আজ্ঞা মিথ্যা কৈলা সর্ব্বনাশ হৈলা॥
তোর দুঃখ দেখি মোর দয়া মো লাগিয়া।
তোর উদ্ধার লাগি মুঞি এথাকে আইলা॥
গ্রন্থ আরম্ভ কর মোরে ধ্যান করি।
তোর দেহে আছি আমি বুঝহ বিচারি।
এ কথা প্রতীতি করি প্রাতঃস্নান কর।
রাধাকৃষ্ণ পূজা করি গ্রন্থারম্ভ কর॥"

পুনঃ এইরূপ আদেশ পাইয়া নির্দ্দেশমত গ্রন্থারম্ভ করিলেন।

তথাহি—তত্রৈব—

শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তিদাতা।
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা॥
তাঁর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥"

গ্রন্থখানি ৪ দশায় সমাপ্ত। গ্রন্থখানি খুব বৃহৎ না হইলেও প্রভু শ্যামানন্দের চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সুচারুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৫০৩নং পুঁথী ও মুদ্রিত গ্রন্থ ন্যাশানাল লাইব্রেরী নং 182,jc,230,17

শ্যামানন্দ শতক—শ্রীমদদ্বৈত প্রকাশমূর্ত্তি প্রভু শ্যামানন্দের প্রথম ও প্রধান শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত। রসিকানন্দ রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্ররূপে রউনি নগরে ১৫১২ শকাব্দের শুক্লা প্রতিপদে রবিবারে আবির্ভূত হন। গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া যখন শ্যামানন্দ গৌড়ে আসেন সে সময় উৎকলে প্রেম প্রচারে গমন করতঃ প্রথমে রসিকানন্দকে শিষ্য

করেন। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। রসিকানন্দের গুরুভক্তি ও প্রেমনিষ্ঠা সর্ব্বজন বিদিত। উৎকলে প্রেমপ্রচারে তিনি প্রভু শ্যামানন্দের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। প্রভু শ্যামানন্দ তাহাকে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের সেবা প্রদান করেন। তিনি বাষট্টি বৎসর বয়সে অন্তর্দ্ধান করেন। প্রভু শ্যামানন্দের অত্যুজ্জ্বল মহিমাই সংস্কৃত ভাষার প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থের বিস্তৃত টিপ্পনী রচনা করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

তথাহি—

"বিদ্যাভূষণ বিদুষা শতকে শ্রীমান্ মুরাবিনা রচিতে।
নিরমায়ি টিপ্পনীয়ং সদ্ভিঃ পরিশোধ্যতাং কৃপাবদ্ভিঃ।"

শ্রীনিবাসাচার্য্য চরিত— শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের লেখক শ্রীনরহরি দাসের বিরচিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবন চরিত আলাদাভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্বিষয়ে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন যথা—

তথাহি ১৪শ তরঙ্গে

"শিষ্যগণ নাম এথা লিখিতে নারিনু।
শ্রীনিবাস-চরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু।"

—•—

স

সপ্তসন্দর্ভ— শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। সাতটি সন্দর্ভের নাম যথা— ১) তত্ত্ব সন্দর্ভ ২) শ্রীভগবৎ সন্দর্ভ ৩) পরমাত্মা সন্দর্ভ ৪) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ ৫) ভক্তি সন্দর্ভ ৬) প্রীতি সন্দর্ভ ৭) ক্রম সন্দর্ভ। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্ব সন্দর্ভের টীকা করেন।

তথাহি—

"টিপ্পনী তত্ত্ব সন্দর্ভে বিদ্যাভূষণ নির্ম্মিতা।
শ্রীজীব পাঠ সম্পৃক্তা সদ্ভিরেষা বিশোধ্যতাম্॥

তথাহি…শ্রীভক্তিরত্নাকরে…১ম তরঙ্গে

"সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত রীতি।
তত্ত্ব ভাগবৎ-পরমাত্মা-কৃষ্ণ ভক্তি-প্রীতি।
এই ছয় ক্রম সন্দর্ভ সপ্ত হয়।
প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধ ইথে ত্রয়॥"

তথাহি…শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে…মধ্যে ১ম পরিচ্ছেদ

"শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তি সিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার॥"

সর্ব্ব সম্বাদিনী শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। ষট সন্দর্ভ প্রণয়নের পর গোস্বামীপাদ উক্ত গ্রন্থনিহিত দার্শনিক শাস্ত্র প্রমাণ ও সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে যে যে স্থল অসম্পূর্ণ ভাবিয়াছেন, এই গ্রন্থে সেই সেই অংশ পূরণের জন্য বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদানপূর্ব্বক সিদ্ধান্তাদি স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পূরাণাদি সমস্ত গ্রন্থের সংবাদ প্রদান করায় ইহার সর্ব্ব-সম্বাদিনী নাম সার্থক হইয়াছে। ইহাতে ১১৭টি ব্রহ্মসূত্র রহিয়াছে এবং ৭৯টি প্রামাণ্য গ্রন্থের বহু স্থল উদ্ধার করা হইয়াছে।

সঙ্কল্প কল্পদ্রুম…শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার অনুক্রমণিকা স্বরূপ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্নাকরে…১ম তরঙ্গে

"সংকল্প কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূ ভাবার্থ সূচক."

ইহাতে চারিটি বিভাগ আছে। ১ম বিভাগে…শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি

অপ্রকট প্রকাশ গমনান্ত লীলা, ২য় বিভাগে—শ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলা, ৩য় বিভাগে—সর্ব্ব ঋতুলীলা, ৪র্থ বিভাগে ফলনিষ্পত্তি।

১ম বিভাগে…২৭৫ শ্লোক, ২য় বিভাগে…৩১৫ শ্লোক, ৩য় বিভাগে …১৩১ শ্লোক ও ৪র্থ বিভাগে…১০ শ্লোক রহিয়াছে।

সঙ্কল্প কল্পদ্রুম—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। ইহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

সঙ্গীত মাধব—শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত। গ্রন্থখানি ষোড়শ সর্গে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি লিখিত।

সঙ্গীত মাধব—১৭৬৯ শকাব্দে হুগলী জেলার সেনহাট গ্রামবাসী বিশ্বম্ভর পাণি কর্ত্তৃক রচিত একটি গীতিকাব্য। শ্রীজয়দেবের অনুকরণে শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলা বিবিধ ছন্দে বর্ণিত রহিয়াছে। ৮টি বিভাগ, ৭৮৮টি শ্লোক ও ৫০টি গীতাবলী রহিয়াছে।

সঙ্গীত মাধব নাটক—শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য অষ্ট কবিরাজের অন্যতম শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস নামে সর্ব্বজন পরিচিত।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা, মাতা সুনন্দা, মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজ। বুধরিতে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি মাতামহ গৃহে শ্রীখণ্ডে আবির্ভূত হন। মাতামহ শাক্তভাবাপন্ন বলিয়া তিনি প্রথম জীবনে শক্তি উপাসক ছিলেন। পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর করুণায় পরম বৈষ্ণব হন। তদবধি তিনি বৈষ্ণবীয় সঙ্গীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নরোত্তমের নবতাল ও গোবিন্দের নবরাগের কীর্ত্তন বৈষ্ণব সমাজে নবভাবের উদ্দীপন

করে। তিনি ঠাকুর নরোত্তমের ভ্রাতা রাজা সন্তোষ রায়ের আদেশে সঙ্গীত মাধব নাটক রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১ম তরঙ্গে

"ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল।
সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিল॥
রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ অপূর্ব্ব তাহাতে।
শুনিয়া সন্তোষ দত্ত পরমানন্দ চিতে॥"

সঙ্গীত রসার্ণব- রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা শ্রীজন্মেঞ্জয় মিত্র সঙ্কর্ষণ ভনিতায় বহু পদ রচনা করেন। ২৮৬০ খৃঃ (১৭৮২ শকে) তিনি সঙ্গীত-রসার্নব নামে স্বরচিত পদাবলী প্রকাশ করেন। তাহাতে তৎপিতামহ পীতাম্বর মিত্রের পদাবলীও সংগৃহীত হইয়াছে।

সংকীর্ত্তনামৃত—সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থখানি শ্রীদীনবন্ধু দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত—পূর্ব্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। পূর্ব্বখণ্ডে ১৫টি ও উত্তরখণ্ডে ৫টি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। ইহাতে গোবিন্দদাসের ১৫৪টি পদ ও স্বরচিত ২০৭ পদ রহিয়াছে। মোট ৪০ জন পদকর্ত্তার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বরূপের কড়চা- শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর বিরচিত। স্বরূপ দামোদর শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ও সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের অন্যতম। তিনি রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাব উপযোগী পদ রচনা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, নবদ্বীপে আবির্ভাব। তিনি গৌরাঙ্গের নদীয়ালীলা ও ক্ষেত্রলীলার সর্ব্বক্ষণ অঙ্গসঙ্গী রূপে বিরাজ করিয়া লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পিতা পদ্মগর্ভাচার্য্য শ্রীহট্টের ভিটাদিয়া গ্রাম হইতে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করতঃ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। এথায় স্বরূপ দামোদরের জন্ম হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে তিনি বিরহে কাশীধামে চৈতন্যানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস

গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে প্রভুর সমীপে আগমন করেন। তদবধি শ্রীস্বরূপ দামোদর নাম ধারণ করেন। তিনি প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর নীলাচলেই অপ্রকট হন। তিনি প্রভুর ক্ষেত্রলীলাকে কড়চাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাহাই স্বরূপের কড়চা নামে প্রসিদ্ধ।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—আদি—১৩/১৬

প্রভুর মধ্য শেষলীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
"দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত কড়চার নাম ও কতিপয় শ্লোক দৃষ্ট হয়।

তথাহি - শ্রীচৈঃ চঃ—আদিখণ্ডে—১ম পরিচ্ছেদ—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপিভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্॥ ১॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ ২॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশ কলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য রাম শরণং মমাস্তু॥ ৩।

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ মধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে॥ ৪।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৫।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জ লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টু সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৬॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌনীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৭॥

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ। ৮॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশন্ত মদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে। ৯॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্। ১০॥

এই দশ শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

ভক্তিরত্নাকর ধৃত শ্রীগদাধর মহিমামূলক শ্লোক ৮ম তরঙ্গে
"অবনিসুরবরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ সখলু ভবতি রাধা শ্রীগৌরাবতারে।
নরহরি সরকারস্যাপি দামোদরস্য প্রভু নিজদয়িতানাং তচ্চ সাং মতং মে॥

তথাহি—শ্রীমুরলী বিলাস—১১ পরিচ্ছেদ

"নিজ কড়চায় কৈলা জাহ্নবার স্তব।
তাহা লিখি লহ পাবে সব অনুভব॥
স্বরূপ কড়চা রাম লিখিয়া লইলা।
পড়িতে পড়িতে প্রেমে পুলকিত হৈলা।

তথাহি—

রাধিকানু পূর্ব্বমন্য জন্যনঙ্গমঞ্জরী,
কুঙ্কুমাক্তস্বর্ণপদ্মনিন্দিদেহবল্লরী।
শেষ নিত্যবাসফুল্ল পদ্মগন্ধলোভিনী।
শন্তনোতু মষ্যধীশ সূর্য্যদাস নন্দিনী।

এইরূপ অষ্টক পড়ি প্রেমার্নবে ভাসে।
বহুবিধ দৈন্য বাক্য কহে রায় পাশে।

শ্রীল শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা রচনায় এই গ্রন্থের তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকটের ৪৫০ বৎসরের মধ্যে এই অমূল্য গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় নাই বা কোথাও পুঁথী আকারে রহিয়াছে এমন সন্ধানও পাওয়া যায় না। কোন ভাগ্যবানের সমীপে থাকিলে বা দৃষ্টিগোচর হইলে অবশ্য জানাইয়া গ্রন্থখানির পাঠোদ্ধারের সহায়তা করিবেন।

স্মরণ দর্পণ শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ বিরচিত। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত, সুচিকিৎসক, সুকবি ও অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন ছিলেন।

স্তবমালা—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"এইত মধ্যম গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
তার মধ্যে কহি স্তবমালা বিবরণ॥
পৃথক পৃথক স্তব গোস্বামী বর্ণিল।
শ্রীজীব সংগ্রহে স্তবমালা নাম হৈল॥"

তথাহি—তৎ কৃতপদম্—

"শ্রীমদীশ্বর রূপেন রসামৃত কৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত।"

স্তবাবলী—শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত। ইহাতে ২৯টী স্তব রহিয়াছে। (১) শ্রীশচীসুন্বষ্টক। (২) শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু। (৩) মনঃশিক্ষা। (৪) প্রার্থনা। (৫) গোবর্দ্ধনাশ্রয় দশক। (৬) গোবর্দ্ধন দাস প্রার্থনা দশক। (৭) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক। (৮) ব্রজবিলাস স্তব। (৯) বিলাপ কুসুমাঞ্জলী। (১০) প্রেমপুরাভিধস্তোত্র। (১১) প্রার্থনা। (১২) স্বনিয়ম দশক। (১৩) শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র। (১৪) শ্রীরাধাষ্টক। (১) প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্য স্তবরাজ। (১৬) স্বসঙ্কল্প

প্রকাশস্তোত্র। (১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল রসকেলি। (১৮) প্রার্থনামৃত। (১৯) নবাষ্টক। (২০) গোপাল রাজস্তোত্র। (২১) শ্রীমদনগোপালস্তোত্র (২২) শ্রীবিশাখানন্দন স্তোত্র। (২৩) মুকুন্দাষ্টক। (২৪) উৎকণ্ঠাদশক। (২৫) নবযুবদ্দ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টক। (২৬) অভীষ্ট প্রার্থনাষ্টক। (২৭) দাননিবর্ত্তন কুণ্ডাষ্টক। (২৮) প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশক। (২৯) অভীষ্ট সূচন।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু শ্লোক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। মনঃশিক্ষা ১১টি শ্লোক, ব্রজবিলাসে ১০৬টি শ্লোক, বিলাস কুসুমাঞ্জলি ১০৪টি শ্লোক, প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবের ১২টি শ্লোকে শ্রীরাধার রূপগুণ-আদি বর্ণন, স্বয়ংকল্পপ্রকাশ স্তোত্রের ৪১টি শ্লোক, শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুসুম কেলি ৪৪টি শ্লোক, শ্রীবিশাখানন্দদাভিধ স্তোত্রে ১৩৪টি শ্লোক বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থে শ্রীবিশাখানন্দা স্তবের শ্লোক দেখা যায়। যথা—

তথাহি—৫ম মঞ্জরী—

"শ্রীদাস গোসাঞির স্তব বিশাখানন্দদা।
তাহার প্রথমে কহে স্বরূপে অভেদা॥"

"ভাবনামগুণাদীনা মৈক্যা শ্রীরাধিকৈব যা।
কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সীমুখ্যা সা বিশাখা প্রসীদতু॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পবৃক্ষ গ্রন্থখানি নিমানন্দ দাস বাংলা পয়ারে অনুবাদ করেন।

তথাহি—

"শ্রীদাস গোস্বামীর পদ হৃদি করি আশ।
কল্পবৃক্ষভাষা কহে নিমানন্দ দাস॥"

শ্রীস্তবামৃত লহরী—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচিত। স্তবমালা ও স্তবাবলীর অনুকরণে বিরচিত। ইহাতে ২৮টি স্তব রহিয়াছে। ১) শ্রীগুরু তত্ত্বাষ্টক, ২) শ্রীগুরুচরণ স্মরণাষ্টক, ৩) শ্রীপরমগুরু প্রভুবরাষ্টক,

৪) শ্রীপরাৎপর শ্রীগুরু গঙ্গানারায়ণাষ্টক, ৫) শ্রীনরোত্তম প্রভুর অষ্টক, ৬) লোকনাথাষ্টক, ৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টক, ৮) শ্রীস্বরূপ চরিতামৃত, ৯) শ্রীশ্রীস্বপ্নবিলাসামৃত, ১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টক, ১১) শ্রীমদনদেবাষ্টক, ১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টক, ১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টক, ১৪) শ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টক, ১৫) স্বয়ং-ভগবত্তাষ্টক, ১৬) জগন্মোহনাষ্টক, ১৭) অনু-রাগবল্লী, ১৮) শ্রীবৃন্দাষ্টক, ১৯) রাধাধ্যান, ২০) শ্রীরূপ-চিন্তামণি, ২১) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ২২) নিকুঞ্জকেলি, ২৩) শ্রীসুরত কথামৃত, ২৪) নন্দীশ্বরাষ্টক, ২৫) বৃন্দাবনাষ্টক, ২৬] গোবর্দ্ধনাষ্টক, ২৭] শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাষ্টক, ২৮] গীতাবলী।

সাধন দীপিকা—শ্রীসাধন দীপিকা গ্রন্থখানি শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। তিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত ছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শিষ্য শ্রী অনন্ত আচার্য্য, তাঁর শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধিকারী ছিলেন তাহারই শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনায় বিবিধ মন্ত্রোদ্ধার, স্তবকবচাদি এবং গৌরলীলার উপাসনায় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আনুগত্য ভজনের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসক-গণের গ্রন্থখানি বিশেষ আদরের সম্পদ। গৌড়ীয় ভজনতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বহু তথ্য নিহিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানি ১০টি কক্ষায় সম্পূর্ণ।

তথাহি—

ইতি—শ্রীমদ্রাধাগোবিন্দদেবসেবাধিপতি—শ্রীহরিদাস গোস্বামী চরণানুজীবী শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসোদীরিতা ভক্তিসাধন-দীপিকা দশমকক্ষা সম্পূর্ণা।

সাহিত্য কৌমুদী—শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বিরচিত। ভরতমুনি কৃত সূত্র ও কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল কারিকা সমূহের বৃত্তিই এই সাহিত্য কৌমুদী।

১০ম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারের বর্ণন যথা—

"মম্মটাদ্যুক্তিমাশ্রিত্যমিতাং সাহিত্য কৌমুদী।
বৃত্তিং ভরত-সূত্রানাং শ্রীবিদ্যাভূষণো বাধাৎ॥"

গ্রন্থখানি ১১ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। ১ম পরিচ্ছেদে…কাব্য প্রয়োজনাদি, কাব্য স্বরূপ, উত্তমাদি কাব্যভেদ। ২য় পরিচ্ছেদে…শব্দার্থভেদ, বাচকাদির স্বরূপভেদ। ৩য় পরিচ্ছেদে…অর্থ নির্ণয়। ৪র্থ পরিচ্ছেদে…ধ্বনিভেদ, রসস্বরূপ ও বিশেষ, স্থায়ীভাব, ব্যভিচারী, রসাভাসাদি, লক্ষ্যব্যঙ্গ্য—ক্রম-বিভাগ। ৫ম পরিচ্ছেদে…গুণীভূত ব্যঙ্গভেদ। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—শব্দার্থ চিত্রকাব্য। ৭ম পরিচ্ছেদে দোষ নিরূপণ। ৮ম পরিচ্ছেদে – গুণবিচার। ৯ম পরিচ্ছেদে…শব্দালঙ্কার। ১০ম পরিচ্ছেদে…অর্থালঙ্কার। ১১শ পরিচ্ছেদে ভরতোক্ত পরিশিষ্ট শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। এই গ্রন্থের টীকার নাম – শ্রীকৃষ্ণানন্দিনী।

সিদ্ধান্তরত্ন – শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বিরচিত। সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক গ্রন্থখানি শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের পরিপোষক গ্রন্থ। জয়পুরে গলতা গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে বিচার হয়, এই গ্রন্থ তাহারই নিদর্শন। গ্রন্থখানিতে ৮টি পাদ রহিয়াছে।

১ম পাদে…জীবের পরম পুরুষার্থ, ২য় পাদে…শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, ৩য় পাদে…শ্রীবিষ্ণুর পরমতত্ত্ব, ৪র্থ পাদে…তাঁহার সর্ব্ববেদবেদত্ব, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পাদে…কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাস, ৭ম পাদে…কেবলানুভূতি, মতের খণ্ডন এবং ৮ম পাদে…পরম পুরুষার্থের সিদ্ধান্তপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে।

এই ৮টি পাদের নাম—১] পাঞ্চজন্য ২] কৌমোদকী ৩] সুদর্শন ৪] তার্ক্ষ্য ৫] বামন ৬] ত্রিবিক্রম ৭] নন্দক ও ৮] পদ্মক।

এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত রত্নাবলী সম্যক ধারণপোষণ পূর্ব্বক গোবিন্দভাষ্য অধ্যয়ন করিলেই সুফল লাভ হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয় – শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ

দাসের বিরচিত। গ্রন্থখানি ১৮ প্রকরণে সমাপ্ত সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, অমৃত রত্নাবলী, রসতত্ত্বসার, রাগরত্নাবলী, আত্মসার তত্ত্বকারিকা, আনন্দ রত্নাবলী, সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা উপাসনাবিন্দু—এই গ্রন্থগুলি মুকুন্দদাসের রচিত। শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্য-তীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন, যে তিনি মুকুন্দদাস বিরচিত এই গ্রন্থগুলি দেখিয়াছেন।

সীতাগুণ কদম্ব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী পাদের পুত্র বিষ্ণুদাস কর্তৃক বিরচিত। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী স্বীয় জন্মভূমি পূর্ণিঘাট হইতে শিশুপুত্র বিষ্ণুদাসকে সঙ্গে লইয়া চাকদহের সন্নিকট বিষ্ণুপুর গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন। তথায় ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত প্রভু আদির সহিত মিলন হয়। পরে বিষ্ণুদাসের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অদ্বৈত প্রভুর উপর ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করতঃ শ্রীলক্ষ্মীপতি পুরী সমীপে সন্ন্যাস লইয়া তীর্থ পর্য্যটন করেন। দ্বারভাঙ্গা মিথিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীহৃষিকেশ বেদান্তশাস্ত্রী এই গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন। শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবীর মহিমা এই গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থে বিদগ্ধ মাধবের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত থাকায় গ্রন্থখানি বিদগ্ধ মাধব রচনার পরে রচিত বলিয়া ধরা যায়।

বিষ্ণুদাসের পরিচয়—তথাহি সীতাগুণ কদম্ব—

"বিষ্ণুপুর মাধবেন্দ্র আচার্য্য আলয়।
বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি যাহার তনয়॥
কুলিয়া নিকটেতে বিষ্ণুপুর গ্রাম।
পূর্ব্বে সপ্তমুনি যাহা করিলা নিবাস।"

গ্রন্থের শেষ—

বিনামূল্যে বিকাইনু অচ্যুত চরণে।
বৈষ্ণবের পদধূলি করি আভরণে॥
সীতা সহিত অদ্বৈতের পাদপদ্ম আশ।
সীতাগুণ কদম্ব রচিত বিষ্ণুদাস।

সীতাচরিত্র···শ্রীল লোকনাথদাস কর্ত্তৃক বিরচিত। লোকনাথ দাসের পরিচয় অজ্ঞাত, কেহ কেহ অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র লোকনাথ প্রভু বলিয়া মনে করেন। তাহা বিচার্য্য বিষয়। এই গ্রন্থে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর মহিমা তৎসঙ্গে নন্দিনী জঙ্গলী, অচ্যুতানন্দ ও ঈশান দাস প্রভৃতি পার্ষদগণেয় মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত।

তথাহি···শ্রীসীতা চরিত্রে

"ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাধিত।
শ্রী সীতা চরিত্র লিখিল লোকনাথ॥"

সূত্র মালিকা···শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলিই বিন্যস্ত রহিয়াছে।

—•—

হ

হরিভক্তি বিলাস—শ্রীহরিভক্তি বিলাস শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বিরচিত। মতান্তরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বিরচিত। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থের ১ম মঞ্জরীর বর্ণন যথা—

"সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তি বিলাস।
তাহা মঙ্গলাচরণে এ কথা প্রকাশ॥
ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপাল ভট্টো রঘুনাথ দাসং সন্তোষয়ণ রূপ সনাতনো চ॥
শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল।
সর্ব্বত্র আভোগভট্ট গোসাঞির দিল॥

*　　*　　*

শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ দাস।
ইহা সভার সুখ দিতে হরিভক্তি বিলাস।
সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান।
সর্ব্ব পুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান।
ভগবান ভক্তি ভক্তযোগ্য সদাচার।
এ সব তত্ত্বের যাহা দেখাইল পার।
গ্রন্থকর্ত্তা নাম শ্রীগোপাল ভট্ট কয়।
প্রবোধানন্দের শিষ্য তাহাতেই হয়॥

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"শ্রীরূপ সনাতন দুহুঁ প্রেমময়।
শ্রীগোপাল ভট্ট সহ অদ্ভুত প্রণয়॥
করিতে বৈষ্ণব স্মৃতি হৈল ভট্ট মনে।
সনাতন গোস্বামী জানিল সেইক্ষণে।
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তি বিলাস বর্ণন।"

কাশীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর মিলন-কালে প্রভু স্বমুখে বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন আদেশ প্রদান করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—মধ্যে ২৪শ পরিচ্ছেদে

"পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব স্মৃতি করিবারে।
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশাস্ফুরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ সেই সিদ্ধ হয়।

প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥
তথাপি এই সূত্র শুন দিগদরশন।”

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বস্তুতত্ত্ব উপদেশ করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়নে আদেশ করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ শাস্ত্র প্রমাণাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর উপর ভারার্পণ করেন এবং আপনি সম্পুর্ণ গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থের তাৎপর্য্য উপলব্ধির পথ প্রশস্ত করেন।

তথাহি—

সনাতন গোস্বামীকৃত দিক্ প্রদর্শিন্যাং হরিভক্তি বিলাস টীকায়াঃ।

শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী দাক্ষিণাত্যবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তিন ভাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্ত্য ভ্রমণকালে তাঁহার ভবনে চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করতঃ শিশু গোপাল ভট্টকে বহু তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন আগমনের ইঙ্গিত প্রদান করেন। কতদিনে তিনি বৃন্দাবনে আগমন করিলে প্রভু ক্ষেত্র হইতে ডোর কৌপীন ও আসন প্রেরণ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমনদেবের সেবা প্রকট করেন। এবং শ্রীরূপ সনাতনাদির সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্র লিখনাদি কার্য্যে ব্রতী হন। গৌরপ্রেম প্রচারক শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তাঁহার শিষ্য।

গ্রন্থখানি ২০ বিলাসে সম্পুর্ণ। ১ম বিলাসে গুরুশিষ্যের লক্ষণ ও মন্ত্রাবলীর মাহাত্ম্য। ২য় বিলাসে দীক্ষার বিধানাদি। ৩য় বিলাসে সদাচার নিত্যতা, প্রাতঃকৃত্যাদি ও সন্ধ্যাবিধি। ৪র্থ বিলাসে ভগবন্মন্দির সংস্কারাদি স্নান-তিলক-মালা-মুদ্রাদি ও শ্রীগুরু পূজা। ৫ম বিলাসে পাত্র স্থাপনাদি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস, মূর্ত্তি লক্ষণ ও শালগ্রাম মাহাত্ম্যাদি। ৬ষ্ঠ বিলাসে পীঠপূজা, পাত্রস্থাপনাদি। ৭ম বিলাসে পুষ্প ও তুলসী চয়ন

বিধানাদি। ৮ম বিলাসে ধূপ-দীপ নৈবেদ্যার্পণ, প্রণাম প্রদক্ষিণাদি। ৯ম বিলাসে তুলসী মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব শ্রাদ্ধবিধি। ১০ম ও ১১শ বিলাসে বিবিধ বৈষ্ণব সদাচার। ১২—১৬ বিলাসে বিভিন্ন ব্রত বিধানাদি, মাসকৃত্য ও গোবর্দ্ধনাদি পূজা বিধি। ১৭শ বিলাসে পুরশ্চরণ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, মালাধারনাদি। ১৮শ বিলাসে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ। ১৯শ বিলাসে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিধান ও ২০শ বিলাসে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণাদি বিষয়ক সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি বিভিন্ন পুরাণ সংহিতাদির প্রমাণসহ বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

হংসদূত—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বর্ণনায় অপূর্ব্ব রসপারিপাট্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিরহান্বিত শ্রীরাধার দিব্যভাবোন্মাদ দেখিয়া ব্যথিতা শ্রীললিতা সখী যমুনায় বিচরণকারী কোন হংসকে দূত করিয়া শ্রীমতীর দশা জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় আনয়নের আবেদন উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থের রসবিস্তার করিয়াছেন। ইহা একটি খণ্ডকাব্য। ইহাতে ১৪২টি সুমধুর পদ্য রহিয়াছে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন এবং শ্রীনরসিংহ দাস ইহার বঙ্গানুবাদ করেন।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাকরণ পরিজ্ঞানের জন্য অপ্রাকৃত জ্ঞান বিশেষ উৎপাদন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অনুশীলনের জন্যই গোস্বামী পাদ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ব্যাকরণটিতে মোট ৩১৮৬টি সূত্র রহিয়াছে। ১) সংজ্ঞা প্রকরণ। ২) সন্ধি প্রকরণে সর্ব্বেশ্বর, বিষ্ণুজন ও বিষ্ণুসর্গ সন্ধি। ৩) বিষ্ণুপদ প্রকরণে সর্ব্বেশ্বরান্ত ও বিষ্ণুজনান্ত, পুরুষোত্তম, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মলিঙ্গ।

৪) বিশেষণ লিঙ্গ। ৫) কৃষ্ণনাম প্রকরণ। ৬) আখ্যাত প্রকরণ। ৭) অচ্যুতাদি অর্থ। ৮) আত্মপদ পরপদ প্রক্রিয়া। ৯) কৃদন্ত প্রকরণ। ১০) সমাস প্রকরণ। ১১) তদ্ধিত প্রকরণ।

হাট পত্তন—ঠাকুর নরোত্তমের বিরচিত। ইহাতে শ্রীগৌর সুন্দরের প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের এক বিচিত্রময় রূপ পরিস্ফুট রহিয়াছে।

—সমাপ্ত—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের বিরচিত কতিপয় গ্রন্থের নাম ও নম্বরাদি

[নামের সঙ্কেত চিহ্ন ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—কঃবিঃবিঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—বঃসাঃ পঃ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী—নেঃলাঃ, এশিয়াটিক সোসাইটি—এঃসোঃ, বরাহনগর পাটবাড়ী—বঃপাঃ]

অ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
অদ্বৈত বিলাস	শ্রীনরহরি দাস	বঃসাঃপঃ	পুঁথী	২৬৫, ২৮৮৬
অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা	শ্রীদেবকীনন্দন দাস	,,	,,	২৮৯৪
অদ্বৈত স্বরূপামৃত	শ্রীকানুদেব গোস্বামী	,,	,,	২৮৯৫
অভিরাম শাখা নির্ণয়	শ্রীঅভিরাম দাস	,,	,,	১৪৪০
অলঙ্কার কৌস্তুভ	শ্রীকবি কর্ণপুর	,,	,,	৬৫২
”	”	,,	মুদ্রিত	৮৫৩৭
অদ্বৈত মঙ্গল	শ্রীহরিচরণ দাস	কঃবিঃবিঃ	পুঁথী	৩২২৩
অমৃত রত্নাবলী	শ্রীমুকুন্দ দাস	,,	,,	৫৯৫
অভিরাম পটল	শ্রীনরোত্তম দাস	,,	,,	১৩১২
অভিরাম বন্দনা	শ্রীরাইচরণ দাস	,,	,,	১৫০৩
অদ্বৈত স্বরূপামৃত	শ্রীকানুদেব গোস্বামী	,,	”	১৪২০
অভিরাম লীলামৃত	শ্রীতিলকরাম দাস	ন্যাঃলাঃ	মুদ্রিত	182,JB,8941,1(1)
অমৃতরত্নাবলী	শ্রীমুকুন্দ দসে	এঃসোঃ	পুঁথী	৫৩৭০
অলঙ্কার কৌস্তুভ	শ্রীকবি কর্ণপুর	বঃপাঃ	,,	১/২
অনুরাগবল্লী	শ্রীমনোহর দাস	বঃপাঃ	”	২২৮১/১

আ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
আর্য্যাশতক	শ্রীকবি কর্ণপুর	বঃসাঃপঃ	মুদ্রিত	১৯২৩

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
আনন্দ লতিকা	শ্রীলোচন দাস	এঃসোঃ	পুঁথী	৩৯৬৫
আনন্দ লহরী	শ্রীমুকুন্দ দাস	”	”	৪৯৪২
আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ	কবি কর্ণপুর	বঃপাঃ	”	৩৫৮৭
আনন্দ লহরী	শ্রীবৃন্দাবন দাস	”	,,	১৯১০/১০
আনন্দ চন্দ্রিকা	(সংক্ষিপ্ত স্মরণ সদ্ধতি)	বঃপাঃ	”	১১২৫/৬৭

এ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
একান্ন পদ	গোবিন্দ দাস	,,	”	২৫৩০/১খ
ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী	শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	,,	”	৮৭/৯

উ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
উদ্ধব সন্দেশ	শ্রীরূপ গোস্বামী	বঃসাঃপঃ	মুদ্রিত	৮৫২২
উপাসনা চন্দ্রামৃত	শ্রীকৃষ্ণ দাস	,,	,,	১৪২৫
উপদেশামৃত	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	৩৯৫৭
উজ্জ্বল নীলমণি	শ্রীরূপ গেস্বোমী	,,	পুঁথী	২০৯
উজ্জ্বলের কিরণ	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,,	২৩৫,৬৭১
উপাসনা পটল	শ্রীনরোত্তম দাস	কঃবিঃবিঃ	,,	৫৫৭
”	”	এঃসোঃ	,,	৫৪৪৩
উদ্ধব সন্দেশ	শ্রীরূপ গোস্বামী	বঃপাঃ	,,	৮৬/৮
উজ্জ্বল নীলমণি (বাং)	শ্রীনারায়ণ দাস	,,	,,	২১৮৬/১
উজ্জ্বল রস	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	২৯২৫/১৬
উত্তর নির্ণয়	শ্রীসনাতন গোস্বামী	,,	,,	২৯২৭/১৬ক
উপাসনা পটল	শ্রীনরোত্তম দাস	,,	,,	২৯৩৪।২৪
উৎকলিকা বল্লরী	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	৮৪।৭
উজ্জ্বল নীলমণি	”	,,	,,	১০০৬।১
,, কিরণ লেশ	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,,	১০১১।৫

ক

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
কর্ণানন্দ	শ্রীযদুনন্দন দাস	বঃসাঃপঃ	মুদ্রিত	৮৫৫৯,১২১২৫

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী	শ্রীভাগবত আচার্য্য	বঃসাঃপঃ	মুদ্রিত	৮২২৫
কৃষ্ণ বিলাস	শ্রীকৃষ্ণ দাস	,,	,,	৩০৭৫
,,	শ্রীজয়গোপাল দাস	,,	,,	৮৫২১
কৃষ্ণ কর্ণামৃত	শ্রীলীলাশুক	,,	পুঁথী	২১
কৃষ্ণ টীকা	শ্রীগোপাল ভট্ট	,	,,	২৮০
ক্রম দীপিকা	শ্রীকেশবাচার্য্য	,,	,,	১০৯
কুঞ্জ নির্ণয়	শ্রীলোচন দাস	কঃবিঃবিঃ	,,	৩০৯৩
কৃষ্ণচৈতন্য লীলামৃতসিন্ধু	শ্রীযদুনন্দন দাস	বঃপাঃ	পুঁথী	৯৭/১৮
কৃষ্ণকর্ণামৃত	,,	,,	,,	২৪২২
কাইকা পটল	শ্রীনিবাস আচার্য	,,	,,	৩৮৭৪
কৃষ্ণভক্তি পারায়ণগ্রন্থ	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,,	২৭৭৮
কৃষ্ণলীলামৃত	শ্রীঅকিঞ্চন দাস	এঃসোঃ	,,	৬০২
কিশোরী মঙ্গল	শ্রীকৃষ্ণদাস	,,	,,	৪৯৮০
কৃষ্ণকর্ণামৃত	শ্রীযদুনন্দন দাস	,,	,,	৪৮৭৫
কৃষ্ণলীলামৃত	শ্রীনরহরি দাস	,,	,,	৪৯৫৩
কৃষ্ণভক্তি রত্নপ্রকাশ	শ্রীউত্তম দাস	,,	,,	৫৪২০,৪৯৮২
শ্রীকৃষ্ণবিজয়	শ্রীগুণরাজ খান	,,	,,	৩৫৭২
কৃষ্ণকর্ণামৃত	শ্রীবিল্বমঙ্গল	,,	,,	৩৫৭১
কৃষ্ণভাবনামৃত	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,	১১৩/৩৩
কৃষ্ণসন্দর্ভ	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,;	১১০৭।৩
কার্পণ্য পঞ্জিকা	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	১৩০৬।১৫
কৃষ্ণকর্ণামৃত (বাং)	শ্রীযদুনন্দন দাস	,,	,,	২১৯০।৩
কর্ণানন্দ	,,	,,	,,	২২৮৯।৫
কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী	শ্রীভাগবতাচার্য্য	,,	,,	২১৯৬।৪
শ্রীকৃষ্ণবিজয়	শ্রীগুণরাজ খান	,,	,,	২১৯৯।৬
কৃষ্ণমঙ্গল	শ্রীদ্বিজমাধব	,,	,,	২২৯০।৬
				২২৯৫।৭

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী	শ্রীকবি কর্ণপুর	এঃসোঃ	পুঁথী	১১৬৩৬
কেশব বিলাস	শ্রীনরহরি দাস	”	”	২৩০৬।১২
কীর্ত্তনানন্দ	শ্রীগৌরসুন্দর দাস	”	”	২৬৫৪।২৮

ক্ষ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
ক্ষণদাগীত চিন্তামণি	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	বঃসাঃপঃ	মুদ্রিত	২১৩৪
”	”	বঃপাঃ	পুঁথী	২৬১৫।২৪গ

গ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
গোপাল বিজয়	শ্রীঅভিরাম দাস	এঃসোঃ	”	৪৯০০; ৪৯৮০; ৫৪২৭
গোবিন্দ মঙ্গল	শ্রীকবিচন্দ্র	”	”	৩৬২০
গোবিন্দরতি লঞ্জরী	শ্রীঘনশ্যাম দাস	”	”	৩৭২৫
গৌরাঙ্গ কড়চা	শ্রীপ্রেম দাস	”	”	৪৮৯৫
গোকুল বিলাস	শ্রীবৃন্দাবন দাস	”	”	৩৬১৬
গৌরলীলামৃত	শ্রীবংশী দাস	কঃবিঃবিঃ	”	৩৯৯৬
গৌরমঞ্জরী	শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস	”	”	৩০৯৪
গৌরগণোদ্দেশ	নাই	”	”	২৭৫৬
বৃহৎ ”	নাই	”	”	৩৯৯১
গোবিন্দরতি মঞ্জরী	শ্রীঘনশ্যাম দাস	”	”	২১৪৭
গৌরাঙ্গ বিলাস	শ্রীবৃন্দাবন দাস	”	”	৫৭২১
গণোদ্দেশ	”	”	”	৩৬৪৭
গোবিন্দ বিলাস	শ্রীযদুনন্দন দাস	”	”	১০৭৮
গৌরচন্দ্রোদয় নাটক	নাই	”	”	১৭৮৫
গোবিন্দ লীলামৃত	শ্রীযদুনাথ দাস	বঃসাঃপঃ	”	২৯৫
গৌরগণোদ্দেশ	শ্রীকৃষ্ণদাস	”	”	১৬৫৫
” দীপিকা	শ্রীবলরাম দাস	”	”	১৬৫৬

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
গোবিন্দ লীলামৃত	শ্রীরঘুনাথ ভট্ট	,,	,,	২০৭
গণোদ্দেশ দীপিকা	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	২৪৩
গোবিন্দ লীলামৃত	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ	,,	,,	৩৩৩
বৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,	৯৬৪
গোবিন্দ লীলামৃত	শ্রীযদুনন্দন দাস	,,	মুদ্রিত	৮২৩৮
গোপাল চম্পূ	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,,	৮৭১৮
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা	শ্রীকবি কর্ণপুর	,,	,,	৮৫৬৩
গোবিন্দের কড়চা	শ্রীগোবিন্দ কর্মকার	নেংলাঃ	,,	182 Nb926 1
গৌরাঙ্গ লীলামৃত	শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,,	182,Jc,887,3 182,jc 890,5(3)
গীতগোবিন্দ	শ্রীজয়দেব	বংপাঃ	পুঁথী	১১৭।৩৭
গীতাবলী	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	১৩৬/৫৬
গোপাল চম্পু	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,,	১৩৯/৫৯
গোবিন্দ লীলামৃত	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ	,,	,,	১৫৭/৭৪
গোবিন্দ বিরুদাবলী	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	১৫৮/৭৫
গৌরাঙ্গ বিরুদাবলী	শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী	,,	,,	১৬০/৭৭
গৌরাঙ্গ চম্পূ	ঐ	,,	,,	৩৩৩/৭৫ ক
গোপাল তাপিনী	শ্রীজীব গোস্বামী(টী)	,,	,,	১০৭৯/৯
গোবিন্দ ভাষ্য	শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	,,	,,	১১১১।৭
গৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু	শ্রীরঘুনাথ দাস গোঃ	,,	,,	১৩৮১'৪২
গায়ত্রী ভাষ্য	শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	,,	,,	১১১১।৭
গীতচন্দ্রোদয়	শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী	,,	,,	২০৩০।১৪
গৌরগণ স্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	বংপাঃ	,,	২০৩৩।১৭
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা	শ্রীকবি কর্ণপুর	,,	,,	২০৩৪।১৮
ঐ	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,,	২১২৩.৬৩
গীতগোবিন্দ (বাং)	শ্রীরসময় দাস	,,		২২০০।৭
গোবিন্দ লীলামৃত(বাং)	শ্রীযদুনন্দন দাস		ঐ	২২১১।১২

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
গৌরাঙ্গ স্তবকল্পবৃক্ষ(বাং)	শ্রীনিমানন্দ দাস	বঃপাঃ	পুঁথী	২২২৪।১২ খ
গৌরাঙ্গ লীলামৃত(বাং)	শ্রীকৃষ্ণ দাস	..	..	২২২৫/০৩
গীতচন্দ্রোদয়	শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী	..	,,	২৫৩৪/৩
গোবিন্দদাস পদাবলী	শ্রীগোবিন্দ দাস	,,	.,	২৫৩৫/৪ক
গোবিন্দরতি মঞ্জরী	শ্রীঘনশ্যাম দাস	,,	,	২৫৫৮/৫
গৌর ভাবনামৃত	শ্রীরঘুনন্দন দাস	,,	,,	১৩৭৭/৩৯
গৌরাঙ্গ লীলা	(ভবিষ্য পুরান)	,,	,,	২৮৪০/১৯

চ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
চৈতন্য চৌত্রিশা	শ্রীবৃন্দাবন দাস	বঃসাঃপ	..	৪৭৪
চৈতন্য গণোদ্দেশ দীপিকা	শ্রীরামাই পণ্ডিত	”	”	১৪২৩ ১৪২৪
চৈতন্য সঙ্গিতা	নাই	”	”	১৯৯১
চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী	শ্রীপ্রেমদাস	”	”	২০৩৯
চতুর্দ্দশ পটল	শ্রীনরোত্তম দাস	”	”	২৪০৭
চৈতন্য চন্দ্রামৃত	শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী	”	”	৩৬,৪৮৭
চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক	শ্রীকবি কর্ণপুর	”	”	৫৯৭৯
ঐ	ঐ	”	মুদ্রিত	২৩৭০,১৬৬
চৈতন্য চন্দ্রোদয়	শ্রীবৃন্দাবন দাস	”	”	৮৫৮২
চৈতন্যগণোদ্দেশ দীপিকা	ঐ	কঃবিঃবিঃ	পুঁথী	৩৫৫৬

ন

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
নবদ্বীপ শতক	শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী	নেঃলাঃ	মুদ্রিত	182, jc, 928 4
নাটক চন্দ্রিকা	শ্রীরূপ গোস্বামী	বঃসাঃপঃ	.,	১০৮২৫
নরোত্তম বিলাস	শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী	বঃপাঃ	পুঁথী	২৩৩৬/২১
নামামৃত সমুদ্র	ঐ	”	”	৩০০৭।৭৪

প

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
নাটক চন্দ্রিকা	শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা	,,	,,	৩০০১।৭২ক
পাট নির্ণয়	শ্রীরামগোপাল দাস	বঃসাঃপঃ	পুঁথী	১৪৩৯
পাট পর্য্যটন	ঐ	,,	,,	১৪৪০
পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড	শ্রীব্যাসদেব	,,	,,	৭৫৫
ঐ ভূমিখণ্ড	ঐ	,,	,,	৭৫৬
ঐ স্বর্গখণ্ড	ঐ	,,	,,	৭৫৭
ঐ পাতালখণ্ড	ঐ	,,	,,	৫৫
প্রমেয় রত্নাবলী	শ্রীবলভদ্র আনন্দতীর্থ	,,	,,	৫০১
পদ্যাবলী	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	৮২
প্রেমবিলাস	শ্রীনিত্যানন্দ দাস	,,	মুদ্রিত	৮২৩৪,৩০৮৫
				৮১৩৬
বৃহৎ পাষণ্ড দলন	শ্রীবীরভদ্র	,,	,,	৩০৩
প্রেমামৃত গ্রন্থ	শ্রীনরহরি দাস	কঃবিঃবিঃ	পুঁথী	২১২৩
পদাবলী	শ্রীনয়নানন্দ	,,	,,	২১৩৫
পাট নির্ণয়	শ্রীরামগোপাল দাস	,,	,,	৩৬৪৮
প্রেমবিলাস	শ্রীনিত্যানন্দ দাস	,,	,,	২১৩৩,২১৩৬
ঐ	ঐ			২১৪৯,২১৪৪
		এঃসোঃ	,,	৩৫৮৪,৫৩৮৪
প্রেমভক্তি তরঙ্গিনী	শ্রীনরোত্তম দাস	,,	,,	৪১৩২
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	ঐ	,,	,,	৩৭২৩,৩৬১৭
প্রেমদর্পন	শ্রীজগন্নাথ দাস	,,	,,	৪৮৬৯
প্রেমবিবর্ত্ত	শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত	নেংলাঃ	মুদ্রিত	182,jD 925.3
প্রেম সম্পুট	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	বঃপঃ	পুঁথী	২১৪.১৩০
পরকিয়ারস স্থাপন সিদ্ধান্ত	শ্রীগিরিধর দাস	,,	,,	১০১৪'৭ক

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
পদ্যাবলী	শ্রীরূপ গোস্বামী	বঃপাঃ	পুঁথী	২০৪/১২০
প্রেমবিলাস	শ্রীনিত্যানন্দ দাস	,,	,,	২৩৩৭/২২
প্রমেয় রত্নাবলী	শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	,,	,,	১১২৯/১৯
প্রীতি সন্দর্ভ	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,	১১৩১।২০
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	শ্রীনরোত্তম ঠাকুর	,,	,,	২৫৮০।১৩
পদামৃত সমুদ্র	রাধামোহন ঠাকুর	,,	,,	২৬৫৩/২৭
পাট নির্ণয়	শ্রীরামগোপাল দাস	,,	,,	৩১৫৪।১২৯
প্রেমোল্লাস	শ্রীঅকিঞ্চন দাস	,,	,,	৩০৪২/৮৫
পাষণ্ড দলন	শ্রীকৃষ্ণ দাস	,,	,,	৩০৩৭/৮৩
পরমাত্ম সন্দর্ভ	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,,	১১২৭/১৭
পদকল্পতরু	শ্রীবৈষ্ণব দাস	,,	,,	২৫৮৬/১১
পাষণ্ড দলন	শ্রীদ্বিজ দুর্লভ	,,	,,	৩০৩৯/৮৩খ

ব

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
বিলাপ কুসুমাঞ্জলী	শ্রীরাধাবল্লভ দাস	বঃসাঃপঃ	পুঁথী	৩৪৭
বৈষ্ণব বিধান গ্রন্থ	শ্রীবলরাম দাস	,,	,,	৩৫৪
বৈষ্ণব নামামৃত সমুদ্র	শ্রীনরহরি দাস	,,	,,	২৮৯১
সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণববন্দনা	শ্রীযদুনন্দন দাস	,,	,,	৪৭৫
ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য	শ্রীআনন্দ তীর্থ	,,	,,	৮
বায়ুপুরাণ	শ্রীবেদব্যাস	,,	,,	৫১
বিষ্ণুপূরাণ	ঐ	,,	,,	২০১
বিলাপ কুসুমাঞ্জলী	শ্রীরঘুনাথ দাস গোঃ	,,	,,	৪৭৬,৬৭৩
বৈষ্ণবাভিধান	শ্রীদেবকীনন্দন	,,	,,	৬৪৪
বৈষ্ণব বন্দনা	শ্রীবৃন্দাবন দাস	,,	মুদ্রিত	৮২৫৪
বিদগ্ধ মাধব	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	৮৫৩৩
বৈষ্ণব পদাবলী	শ্রীবাসুদেব ঘোষ	,,	,,	৮১৬৫

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
বৈরাগ্য নির্ণয়	শ্রীনরোত্তম দাস	বংসাংপঃ	পুঁথী	৪৭৯৯
বৈষ্ণব বন্দনা	শ্রীমাধব দাস	”	”	৮২৫৪
বংশীশিক্ষা	শ্রীপ্রেম দাস	”	”	৮৭৭৪
বৈরাগ্য শতকম্	শ্রীনরোত্তম দাস	”	”	৩৬১৮
বৈষ্ণব বন্দনা	শ্রীবৃন্দাবন দাস	কংবিংবিং	”	২৭৪৭
বংশবিস্তার	ঐ	”	”	৩৬১৮
বিদগ্ধ মাধব	শ্রীযদুনন্দন দাস	”	”	২৭০১
বৈষ্ণববিধি	শ্রীবৃন্দাবন দাস	”	”	৫৮৭৫
বিলাপ কুসুমাঞ্জলী	শ্রীরাধাবল্লভ দাস	”	”	১১৫২
বৃন্দাবন লীলামৃত	শ্রীনন্দকিশোর দাস	”	”	২১৮৮
ব্রজকারিকা	শ্রীজীব গোস্বামী	”	”	১২২৩
বস্তুতত্ত্ব	শ্রীলোচন দাস	এঃসোঃ	”	৩৯৬৩
বৈষ্ণব বন্দনা	শ্রীবৃন্দাবন দাস	”	”	৪৯০৯
বিদগ্ধ মাধব(বাং)	শ্রীঅকিঞ্চন দাস	”	”	৪৯৩১
বৈষ্ণবামৃত	শ্রীনরোত্তম দাস	“	”	৪৯৮৯এ
বৈষ্ণব বন্দনা	শ্রীপরান দাস	”	”	৩৭৪৩
বংশীশিক্ষা	শ্রীপ্রেম দাস	নেংলাঃ	মুদ্রিত	182, jc, 892 3
বলরাম দাস পদাবলী	শ্রীবলরাম দাস	”	”	182 NC 8951
বিলাপ কুসুমাঞ্জলী	শ্রীরঘুনাথ দাস গোঃ	বংপাঃ	পুঁথী	২৬৫।১৭৬
বৃন্দাবন মহিমামৃত	শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী	”	”	২৭৫।১৮৬
বৃন্দাবন শতক	ঐ	”	”	২৭৬।১৮৭
বিদগ্ধ মাধব	শ্রীরূপ গোস্বামী	”	”	৬৬০।১৬
ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য	শ্রীআনন্দ তীর্থ	”	”	১১৩৪।২২
বেদান্ত সমন্তক	শ্রীরাধাদামোদর	”	”	১১৬৫।৪৫

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
বৃন্দাবন পদ্ধতি	শ্রীজীব গোস্বামী	বঃপাঃ	পুঁথী	১৯০৮/১৭৭
বিদগ্ধ মাধব(বাং)	শ্রীযদুনন্দন দাস	,,	,,	২২৩৭/১৮
বিলাপ কুসুমাঞ্জলী(বাং)	শ্রীরাধাবল্লভ দাস	,,	,,	২২৪০/১৯
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী(বাং)	শ্রীকৃষ্ণ দাস	,,	,,	২২৫২/২০
বলরামদাসের পদাবলী	শ্রীবলরাম দাস	,,	,,	২৬০১/২০ক
বস্তু নির্দ্দেশ	শ্রীমুকুন্দ গোস্বামী	,,	,,	৩০৬৯/৯১
বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ	শ্রীবলরাম দাস	,,	,,	৩১১১/১০২ক
বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ	নাই	,,	,,	২১২৪/৬৩
বাসু ঘোষের পদাবলী	শ্রীবাসুদেব ঘোষ	,,	,,	২৬০৩/২১ক
বৈষ্ণব বন্দনা	শ্রীদেবকীনন্দন দাস	,,	,,	৩০৯০ ৯১
ঐ	শ্রীমাধব আচার্য্য	বঃপাঃ	,,	৩০১৪ ১০০
ঐ	শ্রীমাধব দাস	,,	,,	৩১০৫।১০০ক
ঐ	শ্রীবৃন্দাবন দাস	,,	,,	৩১০৬।১০১
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী	শ্রীবিষ্ণুপুরী	,,	,,	২৮০।১৯০
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য	শ্রীবৃন্দাবন দাস	,,	,,	৩১২৪।১৩০

ভ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু	নাই	এঃসোঃ	,,	২৭৮৯
ভক্তি রত্নমালা	শ্রীবিশ্বম্ভর দাস	,,	,,	৪১৪৯,১৩৪০
ভ্রমর গীতা	শ্রীযদুনন্দন দাস	,,	,,	৪৮৮৬.৫৪০৯
ঐ	ঐ	,,	,,	৩৯৬৭
ভজন নির্দ্দেশ	শ্রীনরোত্তম দাস	,,	,,	৩৭২১
ভক্তিরস কারিকা	শ্রীঅকিঞ্চন দাস	,,	,,	৪৯২১
ভক্তি লতাবলী	শ্রীনরোত্তম দাস	,,	,,	৫৪৩৫,৩৫৮৮
ভক্তিরস কৌমুদী	শ্রীপ্রেম দাস	,,	,,	৫৩৮২
ভক্তিতত্ত্ব চিন্তামণি	শ্রীবৃন্দাবন দাস	,,	,,	৩৭২২

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
ভক্তি চিন্তামণি	শ্রীবৃন্দাবন দা	এঃসোঃ	পুঁথী	৪৯৩৬
ভক্তিরসোজ্জ্বল চিন্তামণি	শ্রীমনোহর দাস	”	”	৪৯৩৬
ভৃঙ্গরত্নাবলী	শ্রীপ্রেম দাস	কঃবিঃবিঃ	”	৪৯৬৭
ভেকতত্ত্ব	শ্রীবৃন্দাবন দাস	”	”	৩০৪৬
বৃহৎ ভাগবতামৃত	নাই	নেঃলাঃ	মুদ্রিত	182, jc, 903 6
ভাগবতামৃত	নাই	”	”	182 jc 854 3
ভজন নির্ণয়	শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর	বঃসাঃপঃ	”	৮২৪৮
ভক্তি চিন্তামণি	ঐ	”	পুঁথী	৩১৫
ভক্তি রত্নাবলী	শ্রীবিষ্ণু পুরী	”	”	২৭৩
ভগবদ্ভক্তি বিলাস	শ্রীগোপাল ভট্ট	”	”	২৯৩
ভাগবতামৃত	শ্রীসনাতন গোস্বামী	”	”	৯৬৩
ভাগবতামৃত কণিকা	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	”	”	৯৬৬
ভক্তিরসামৃত সিন্ধুবিন্দু	ঐ	”	”	৯৬৭
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু	শ্রীরূপ গোস্বামী	”	”	৫৮,৩২৯
বৃহদ্ভাগবতামৃত	শ্রীসনাতন গোস্বামী	বঃপাঃ	”	২১৯।১৩৫
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু	শ্রীরূপ গোস্বামী	”	”	১০১৫।৮
ভক্তিসিন্ধুর বিন্দু	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	”	”	১০৩১।১৭
ভাগবতামৃত কণা	ঐ	”	”	১০৪২।১৯
ভক্তি সন্দর্ভ	শ্রীজীব গোস্বামী	”	”	১১৩৭।২৫
ভগবৎ সন্দর্ভ	”	”	”	৯০৭।৯৫
বৃহদ্ভাগবতামৃত কণা(বাং)	শ্রীকানাই দাস	”	”	২২৫৬।২১
ভ্রমর গীতা(বাং)	শ্রীযদুনাথ দাস	”	”	২২৬২।২৩
ভক্তমাল	শ্রীলাল দাস	”	”	২৩৪০ ২৩
ভক্তি রত্নাকর	শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী	”	”	২৩৪১।২৪

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
ভক্তি চিন্তামণি	শ্রীবৃন্দাবন দাস	বঃপাঃ	পুঁথী	৩১২০/১০৪ক
ভক্তি প্রকাশ	ঐ	,,	,,	৩১৬৪/১০৯
ভক্তিরস চন্দ্রিকা	শ্রীঅকিঞ্চন দাস	,,	,,	৩১৩১/১১০
ভক্তির সাত্মিকা	ঐ	,,	,,	৩১৩২/১১১
ভক্তিসার্নব	শ্রীরসময় দাস	,,	,,	৩১৩৩/১১২
ভাগবত সারার্থদর্শিনী	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,,	৯১৪/৯৮
ভাগবতামৃত কণা(বাং)	শ্রীরসিক দাস	,,	,,	২২৫৮/২২ক
ভাগবত তত্ত্বকথা	শ্রীযুগল দাস	,,	,,	৯১০/৯৭
ভজনতত্ত্ব নির্ণয়	নাই	,,	,,	৩২৩৭/১১৫
লঘু ভাগবতামৃত	শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	১০৪৮।২৩
ভাগবত তোষিণী	নাই	,,	,,	৯১১।৯১
ভাগবতামৃত কণা	শ্রীকৃষ্ণ দাস	,,	,,	২২৫৯।২২ক

ম

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
মদনমোহন বন্দনা	শ্রীজয়কৃষ্ণ দাস	এঃসোঃ	,,	৫৯৮৮
মনোহর কারিকা	শ্রীমনোহর দাস	,,	,,	৪৯৪৫এ, ৪৯৪৫বি
মুক্তা চরিত্র	শ্রীনারায়ণ দাস	,,	,,	৫৪০৭
মথুরা বাহাত্ম্য	শ্রীরূপ গোস্বামী	কঃবিঃবিঃ	,,	৬৬৭৪
মুরলী চম্পক	শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী	,,	,,	৩৯৯৪
মর্ম্ম নিরূপণ	শ্রীরামানন্দ রায়	,,	,,	২৭৮৯
মণিমঞ্জরী	শ্রীনরোত্তম দাস	,,	,,	২১১৭
মাধুর্য্য কাদম্বিনী	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	বঃসাঃপঃ	,,	১০৮৯
মুক্তা চরিত্র	শ্রীরঘুনাথ দাস গোঃ	,,	,,	৬৪৯
মুরলী বিলাস	শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামী	,,	মুদ্রিত	৭২১৯
মনঃশিক্ষা	শ্রীরঘুনাথ দাস গোঃ	,,	পুঁথী	২৪০১৫১

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
মাধব মহোৎসব	শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী	বঃপাঃ	পুঁথী	২৪২।১৫০
মুক্তাচরিত্র	শ্রীরঘুনাথ দাস গোঃ	,,	,,	২৪৪।১৫৫
মাধুর্য্য কাদম্বিনী	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,,	১০৪৪।২০
মনঃশিক্ষা	শ্রীগিরিধর দাস	,,	,,	২২৬৬।২৪ক
ঐ	শ্রীযদুনন্দন দাস	,,	,,	২২৭০।২৪খ
মুক্তাচরিত্র(বাং)	শ্রীনারায়ণ দাস	,,	,,	২২৭৩।২৫
ঐ	শ্রীযদুনন্দন দাস	,,	,,	২২৭৫।২৬
ঐ	শ্রীস্বরূপ ভূপতি	,,	,,	২২৭৬।২৭
মথুরা মাহাত্ম্য	শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	২০৭৫।৪১

র

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
রস কদম্ব	শ্রীকবি বল্লভ	বঃসাঃপঃ	মুদ্রিত	৮০৪০
রাগানুগা স্মরণ পদ্ধতি	নাই	,,	পুঁথী	২৩৮
রসিক মঙ্গল	গোপীজন বল্লভ দাস	নেঃলাঃ	মুদ্রিত	182.cb 898·(i)
রূপচরিত্র গ্রন্থ	শ্রীবৃন্দাবন দাস	কঃবিঃবিঃ	পুঁথী	৩৮৯৪
রাগসিদ্ধ কারিকা	শ্রীরঘুনাথ দাস	,,	,,	২১১২
রসতত্ত্ব সারকারিকা	শ্রীরসময় দাস	,,	,,	২১২০
রঘুনাথ দাসের প্রার্থনা	শ্রীরঘুনাথ দাস	,,	,,	৬০৮৬
রাধারস কারিকা	শ্রীমুকুন্দ দাস	এঃসোঃ	,,	৩৯৬৮
রাগময়ী কণা	ঐ	,,	,,	৩৯৬৮বি,৫৭১
রস সমুদ্র	ঐ	,,	,,	৪৯৪১
রসোল্লাস তত্ত্ব	শ্রীপ্রেম দাস	,,	,,	৪৯৩৪
রসতত্ত্ব সার	শ্রীগোবিন্দ দাস	,,	,,	৩৬২৯
রূপাঞ্জন লতিকা	শ্রীমনোহর দাস	,,	,,	৪৮৮১

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
রস কদম্ব	শ্রীকবি বল্লভ	এঃসোঃ	পুঁথী	৪৮৭০
রূপ সনাতন চরিত	শ্রীরাধাবল্লভ দাস	"	"	৪৯২৫
রসামৃত লতিকা	শ্রীগদাধর দাস	,,	,,	১৯২৭
রস তত্ত্বকল্প	শ্রীরাধামোহন দাস	,	,,	৫৪২৩
রসনির্য্যাস	শ্রীযত্নন্দন দাস	বঃপাঃ	পুঁথী	২৫৯১/১৪
রসমঞ্জরী	শ্রীপীতাম্বর দাস	,,	,,	২৫৯২/১৫
রাধাবল্লভ পদাবলী	শ্রীরাধাবল্লভ দাস	,,	,,	২৫৯৩/১৬
রসকল্পসার তত্ত্ব	শ্রীবৃন্দাবন দাস	"	,,	২০৮৭/৪৬
রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,,	১০৪০/২১
রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	২০৯২/৫০
রাগরত্নাবলী	শ্রীসনাতন দাস	"	,,	৩১৭৬/১৪৮
রাগলহরী	শ্রীরসময় দাস	"	,,	৩১৭৭/১৪৯

ল

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
ললিত মাধব	শ্রীরূপ গোস্বামী	বঃসাঃপঃ	,,	২
ঐ	ঐ	কঃবিঃবঃ	,,	৩৯৫৭
লোচনামৃতগ্রন্থ	ধনঞ্জয় দাস	,,	,,	৩১০৪
ললিতমাধব গ্রন্থ	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	,,	,,	২২২৪
লঘুতোষিণী	শ্রীজীব গোস্বামী	বঃপাঃ	,,	৯০০/৮৭
লোচনদাসের পদাবলী	ঐ	,,	,,	২৫৯৬।১৯ক
ললিত মাধব	ঐ	,,	,,	৬৫৬।১৫

শ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
শ্যামানন্দ প্রকাশ	শ্রীকৃষ্ণ দাস	বঃসাঃপঃ	,,	১৫৭৩

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
শ্যামানন্দ প্রকাশ	শ্রীকৃষ্ণ দাস	নেঃলাঃ	মুদ্রিত 182.jc 930· 17	
শ্যামানন্দ বিলাস	শ্রীকৃষ্ণ চরণ	কঃবিঃবিঃ	পুঁথী	৩৫৭৪ ৫৭৯৫
শাখা নির্ণয়	নাই	,,	,,	৪২০৪,২৭২৯
শ্যামানন্দ প্রকাশ	কৃষ্ণ দাস	এঃসোঃ	,,	৪৯০৩
ঐ	ঐ	বঃপাঃ	,,	১৬০৫।১০৬
রায় শেখর পদাবলী	ঐ	,,	,,	২৫৯৫।১৮

স

সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়	শ্রীমুকুন্দ দাস	এঃসোঃ	পুঁথী	৪৯৫২,৪৯০৫
সনাতন চরিত	ঐ	,,	,,	৫৪২৫
সর্ব্বরসতত্ত্ব সার	শ্রীরসিক দাস	,,	,,	৪৬৯
স্বরূপ দামোদর কড়চা	শ্রীস্বরূপ গোস্বামী	,,	,,	৫৩৫৩
স্মরণ টীকা	নাই	,,	,,	৪৯১৫
স্মরণ দর্পণ	শ্রীরামচন্দ্র দাস	,,	,,	৫৪২৬
সহজ প্রেমামৃত	শ্রীকিশোরী দাস	,,	,,	৫৩৬৫
স্মরণ মঙ্গল	শ্রীনরোত্তম দাস	,,	,,	৩৭৩০
সিদ্ধান্ত টীকা	শ্রীদাস গোস্বামী	,,	,,	৩১৯৬,২৮২১
সাধনভক্তি কড়চাগ্রন্থ	শ্রীরাধামোহন	,,	,,	৩৯৮৩
সহজ কালিকা	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,,	২৮২৮
স্মরণ টীকা	ঐ	,,	,,	৫৮০০,৩৯০০
সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা	শ্রীনরোত্তম দাস	,,	,,	২১২৫
স্বরূপ কল্পতরু	ঐ	,,	,,	২৫২০,৩৬১৬
সিদ্ধ টীকা	শ্রীরঘুনাথ দাস	কঃবিঃবিঃ	,,	৫৭০
সহজ তত্ত্ব গ্রন্থ	শ্রীরাধাবল্লভ দাস	,,	,,	৬০৭

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
স্বরূপ দামোদর কড়চা	শ্রীস্বরূপ গোস্বামী	কঃবিঃবিঃ	পুঁথী	৬১৪
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়	শ্রীমুকুন্দ দাস	,,	,,	৬১৬
সিদ্ধরতি প্রাপ্তি	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	১৫৪৮
স্তবাবলী	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী	বঃসাঃপঃ	মুদ্রিত	৮৫৫০
সীতাগুণ কদম্ব	শ্রীবিষ্ণুদাস আচার্য্য	,,	,,	২৯৪,৫ বি,আ
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়	শ্রীমুকুন্দ দাস	,,	,,	১০৮২৫
সীতা চরিত্র	শ্রীলোকনাথ দাস	,,	পুঁথী	২৮৮৫
ঐ	ঐ	নেঃলাঃ	মুদ্রিত	182, jc, 926; 63
স্তবামৃত লহরী	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,,	180 jd 827
সঙ্গীত মাধব	শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী	বঃপাঃ	পুঁথী	২৯৯/২০৭
সেবাসাধন বোধিনী	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ	,,	,,	৩০৪/২১১
স্তবমালা	শ্রীরূপ গোস্বামী	,,	,,	৩০৫/২১২
স্তবামৃত লহরী	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	,,	৩১৬/২২১
স্তবমালা	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী	,,	,,	৩১২/২৮১
সর্ব্ব সম্বাদিনী	শ্রীজীব গোস্বামী	,,	,,	১১৬৬/৪৬
সিদ্ধান্ত রত্ন	শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	,,	,,	১১৭০/৪৮
স্মরণ পদ্ধতি	শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী	,,	,,	২১৪২/৭২ক
সীতা চরিত্র	শ্রীলোকনাথ দাস	,,	,,	২৩৬১/৩৬
স্মরণ দর্পণ	শ্রীরামচন্দ্র দাস	,,	,,	৩২৩৩ ১৮৮
সঙ্কল্প কল্পদ্রুম	শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী	”	”	২৯৭।১০৫
স্মরণ চমৎকার	শ্রীরামচন্দ্র দাস	বঃপাঃ	”	৩২২৯/১৮৭
স্মরণ মঙ্গল	শ্রীগিরিধর দাস	”	”	৩২৩৬।১৮৯
সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা	শ্রীনরোত্তম দাস	”	”	৩২১৯।১৮১
স্বরূপ কল্পতরু	ঐ	”	,,	৩২৪৯।১৯২
স্বরূপ দাদোদর কড়চা	শ্রীস্বরূপদামোদর	”	”	৩২৫১।১৯৩ক

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
স্বপ্ন বিলাস	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	বঃপঃ	পুঁথী	৩২০।২২৫
স্মরণ দীপিকা	নাই	”	”	২১৪৩।৭২
স্মরণ টীকা	শ্রীজীব গোস্বামী	”	”	৩১৯৬ ১৬৪
সর্ব্বরসতত্ত্ব সার	শ্রীরসিক দাস	”	”	৩২০৫।১৬৯
সাধন তত্ত্ব	শ্রীবৃন্দাবন দাস	”	”	৩২১৬।১৭৮
সাধনামৃত চন্দ্রিকা	শ্রীসিদ্ধকৃষ্ণ দাস বাবা	”	”	৩২১৮।১৮০
সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা	শ্রীরামচন্দ্র দাস	”	”	৩২২৬।১৮৪
সার সংগ্রহ	নাই	”	”	২১২৬।৬৭
সিদ্ধান্ত দর্পণ	শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	”	”	১১৬৯ ৪৭
স্মরণ মঙ্গল	নরোত্তম দাস	”	”	৩২৩৮।১৯০ক
স্বরূপ নির্ণয়	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ	”	”	৩২৫২।১৯৪
ঐ	ঐ	”	”	৩২৫৪।১৯৫
ঐ	ঐ	”	”	৩২৬০।১৯৬ঘ

হ

গ্রন্থের নাম	লেখক	স্থান	ক্রম	নম্বর
তংসদূত	শ্রীরূপ গোস্বামী	এঃসোঃ	পুঁথী	৫৪৪২
হংসদূত (বাং)	শ্রীনবসিংহ দাস	”	”	৫৪০৮,৪৯৬৪
হরিনাম কবচ	শ্রীগোপীকৃষ্ণ দাস	”	”	৪৮৯০;৪৯৫০
হংসদূত	শ্রীনরোত্তম দাস	”	”	৩৬৬৮
হাট পত্তম	ঐ	ক্ষঃবিঃবিঃ	”	২২৭৫
হরিনামামৃত ব্যাকরণ	শ্রীজীব গোস্বামী	বঃসাঃপঃ	”	১৯৯
হংসদূত	শ্রীরূপ গোস্বামী	”	”	৫০৯
হরিনাম পটল	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ	”	”	৬৭১
হংসদূত	শ্রীরূপ গোস্বামী	বঃপাঃ	”	৩২০।২২৭
হরিভক্তি বিলাস	শ্রীগোপাল ভট্ট	”	”	১৯৯৭ ২৪২
হরিনামামৃত ব্যাকরণ	শ্রীজীব গোস্বামী	”	”	১২৬৬ ৩৬
ঐ (লঘু)	শ্রীরূপ গোস্বামী	,	”	১২৭৩ ৩৭